ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবনঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

Life After Death In Islam And Zoroastrianism: A Comparative Study

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর, ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবনঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

Life After Death In Islam And Zoroastrianism: A Comparative Study

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর, ২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ মাসুদ আলম
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক
জান্নাতুল ফেরদৌস
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং: ৬১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবনঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি তার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্যত্র ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয় নি। প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করায় অভিসন্দর্ভটি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো।

ড. মোঃ মাসুদ আলম
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
ডিসেম্বর, ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি জান্নাতুল ফেরদৌস, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবনঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোঃপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। আমি এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

জান্নাতুল ফেরদৌস
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং: ৬১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
ডিসেম্বর, ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"মহান করুনাময় রাব্বুল আল-আমীনের নিকট কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করছি সবকিছুর জন্য। প্রকৃত দাতা এবং দয়ালু একমাত্র মহান আল্লাহ। জন্ম ও মৃত্যু মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। এ সত্য জেনেও আমরা মানুষেরা এতটা অসচেতন যে একদিন মৃত্যুর সম্মুখিন হতে হবে এটা ভাবিই না। অর্থাৎ আমরা সুন্দর জীবন সম্পর্কে যতটা সচেতন ঠিক ততটাই অসচেতন মৃত্যু সম্পর্কে। এই গবেষণাটা করতে গিয়ে অনেক শিক্ষণীয় জিনিস এর মধ্যে দু'টি শিক্ষা আমাকে ভেতর থেকে নাড়া দিয়েছে। এক সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করা আর দুই নিয়মানুবর্তিতা। যথাযথভাবে কাজটি শেষ করার জন্য আমার মা-বাবার অবদান ঠিক মানুষের প্রাণের (আত্মা) মত, দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না কিন্তু না থাকলে পুরো মানুষটাই অচল। তাঁদের 'শিক্ষা', 'নৈতিকতা' আর 'কৃতজ্ঞতাবোধ' আমার ভেতরে না থাকলে আমি এইকাজটি সমাপ্ত করতেই পারতাম না। তাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা।

অনুরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার শিক্ষকের কাছে যিনি আমাকে সহস্র কোটি ভুল ঠান্ডা মাথার এক এক করে শুধরিয়ে দিয়েছেন। আমাকে এতখানি ছাড় আর কাজের প্রতি পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত না করলে আমি কাজটি শেষ করতে পারতাম না।

একজন মানুষ মারা গেলে তার আপনজনেরা ব্যাথায় কাঁদে তার স্মৃতি ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু সময় খুবই নিষ্ঠুর। একসময় সবকিছুই বিস্মৃতি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, থেকে যায় একমাত্র তার কর্ম (যার হিসাব কিয়ামত দিবসে নেওয়া হবে)। পবিত্রগ্রন্থ আল-কুর'আন কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। "ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবন: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" এটিও বিস্মৃতি হবে। যখন আমার হিসাব গ্রহন করা হবে তখন যেন আমার এই ক্ষুদ্র কাজটির পেছনে যেভয় কাজ করেছিল তার ওসিলাতে আমাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দেওয়া হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার হলের ম্যাডাম মহোদয়, আমার রুমমেট, লাইব্রেরীয়ান, সর্বপরি গবেষণাটির Composer দ্বয় কে ও বাইন্ডিং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে।

সর্বশেষ আমার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ ও সালাম পেশ করে নিবেদন করছি, যদি অজান্তে কোথাও ইসলামের অবমাননা হয়ে থাকে, আমি তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমাকে যেন কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আল্লাহুম্মা আমীন।"

জান্নাতুল ফেরদৌস

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا	=	অ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	ছ
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	জ
ر	=	র
ز	=	ঝ
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ/য
ط	=	ত/ ত্ব
ظ	=	য
ع	=	‘

غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ওয়া
ه	=	হ
ء	=	’
ي	=	য়
عَ	=	‘আ
عِ	=	‘ই
عُ	=	‘উ
يا	=	ইয়া
ـِي	=	য়ি
إي	=	ী
أى	=	ঈ

أ	=	উ
أو	=	ঊ
يى	=	য়ী
وُ	=	উ
وُو	=	ঊ
ي	=	ইয়া
ا	=	আ
عو	=	‘ঊ
و	=	ু
وى	=	বী/ভী
يو	=	ইয়ু
ـَ	=	া
ـِ	=	ি
ـُ	=	ু

বিদ্রঃ

- উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কোন কোন বানান বাংলাভাষায় অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।
- যেসব ‘আরবী শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল-কুর'আন, ১০:২০	প্রথম সংখ্যা সূরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
আ.	'আলায়হিস্ সালাম
ইমাম বুখারী	আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ আছ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ
ইমাম ইবনে মাজাহ্	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমদ	আহমাদ ইব্ন হাম্বল
ইমামত্বাহাবী	আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আত-ত্বাহাবী
ইব্ন কাছীর	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কুরতুবী	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন ফার্‌রাহ আল-কুরতুবী
তাবারানী	আবুল কাসেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ আত-তাবারানী
বায়হাকী	আহমাদ ইবন হুসায়ন আল-বায়হাকী
যাহাভী	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'উছমান আয-যাহাভী
রাযী	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'উমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসায়ন ফখরুদ্দীন আর-রাযী
শাওকানী	মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী
খ্রি. পূ.	খ্রিস্টপূর্ব
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
তা. বি	তারিখ বিহীন
(রহ.) /(র.)	রাহমাতুলাহ 'আলায়হি
(রা.)	রাদিয়ালাহু 'আনহু/ 'আনহুম/'আনহা/'আনহুমা/'আনহুন্না
(সা.)/(স.)	সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম।
ed.	Ediotor(s) /Edited
Ibid.	ibidem
N.D	No. Date.
Op.cit	Open cito
p.pp	page/pages.
Vol.	Volume(s)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবনঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

সূচিপত্র

বিষয়ঃ		পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র		**III**
ঘোষণা পত্র		**IV**
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		**V**
প্রতিবর্ণায়ন		**VI**
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা		**VII**
সূচিপত্র		**VIII**
ভূমিকা		**২**
প্রথম অধ্যায়ঃ	**ধর্ম পরিচিতি, উৎপত্তি ও বিকাশ**	**৩**
	ধর্মের আভিধানিক অর্থ	৪
	ধর্মের পারিভাষিক অর্থ	৫
	দীন, ধর্ম ও রিলিজিওনের মধ্যে পার্থক্য	৯
	দীনের প্রকারভেদ	১০
	ধর্মের মৌলিক বিষয়	১২
	ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ	১৫
	ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ	১৭
	ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ	১৯
	আখিরাতের জীবনে দীনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	**ইসলাম ধর্ম পরিচিতি**	**২৫**
	ইসলাম ধর্মের আভিধানিক অর্থ	২৭
	ইসলামে দীনের পারিভাষিক অর্থ	২৯
	ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৩৩
	ইসলামের বিশ্বাসগত দিকসমূহ	৩৪
	ইসলামের কার্যগত দিকসমূহ	৪৩
	শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রদান করার অর্থ	৪৩
	সালাত প্রতিষ্ঠা করা	৪৪
	নামায সম্পর্কে আল্লাহর আদেশসূচক আয়াত	৪৫
	সালাতের অর্থ	৪৫

Dhaka University Institutional Repository

	সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব	৪৬
	সালাতের সামাজিক গুরুত্ব	৪৬
	আল হাদিসে সালাতের বর্ণনা	৪৭
	সালাত সম্পর্কে অন্যান্য মনীষীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা	৪৮
	যাকাত আদায় করা	৪৯
	আল-হাদীসে যাকাতের বর্ণনা	৫১
	রমযানে সিয়াম বা রোজা রাখা	৫৩
	সিয়াম সম্পর্কে আল হাদিসের বর্ণনা	৫৬
	হাজ্জ	৫৭
	হজ্জের নিয়মাবলি	৬১
	আল হাদীসে হজ্জের বর্ণনা	৬২
	ইসলাম সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য	৬৩
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	**জরথুস্ত্র ধর্ম পরিচিতি**	**৬৪**
	জরথুস্ত্র ধর্ম: পরিচিত, উৎপত্তি ও বিকাশ	৬৫
	প্রতিষ্ঠাতা	৬৬
	জরথুস্ত্রের ধর্মতত্ত্ব	৭৫
	ধর্মগ্রন্থ	৭৫
	আকিদাহ্ বিশ্বাস	৭৯
	মৌলিক বিশ্বাস	৮০
	জরথুস্ত্র ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণা	৮১
	দ্বৈতবাদ	৮২
	শিষ্টাচার বিধি	৮৫
	উৎসব অনুষ্ঠান	৮৬
	ঈশ্বর	৮৭
	জগৎ বা পৃথিবী	৮৯
	মানুষ	৯০
	মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ	৯১
	ভালো মন্দ ও শাস্তি ভোগ	৯৩
	উপাসনা পদ্ধতি	৯৩
	অগ্নি মন্দির	৯৫
	দেবতা ও শয়তান	৯৬
	মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস	৯৭
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	**ইসলামে মরণোত্তর জীবনঃ স্বরুপ ও প্রকৃতি**	**৯৯**

Dhaka University Institutional Repository

	মৃত্যু	১০১
	গোসল ও পবিত্রকরণ	১০৩
	কাফন পরিধান	১০৬
	সালাত আদায়	১০৮
	দাফন	১১৪
	বারযাখ বা কবর	১১৬
	কবরের আযাব সম্পর্কে	১১৭
	কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে	১১৮
	কিয়ামত	১২০
	কিয়ামতের ভয়াবহতা	১২১
	কিয়ামত সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা	১৩০
	হাশর	১৩৩
	মিযান	১৩৪
	শাফায়াত	১৩৪
	সিরাত	১৩৫
	জান্নাত	১৩৬
	জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা	১৩৯
	জান্নাতী যারা হবেন	১৪৬
	জান্নাতে যাওয়ার শর্ত	১৪৮
	মুমিনদের জন্য জান্নাতের নেয়ামত	১৪৮
	জাহান্নাম	১৫০
	জাহান্নাম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত	১৫২
	কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি	১৫৭
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	**জরথুস্ত্র ধর্মে মরণোত্তর জীবনঃ স্বরূপ ও প্রকৃতি**	**১৫৯**
	মৃতদেহ সৎকার	১৬২
	মৃত্যু পরবর্তী জীবন	১৬৪
	ফেরেস্তা	১৭০
	পুনরুত্থান ও বিচার	১৭১
	আমল পরিমাপ	১৭২
	প্রায়শ্চিত্য	১৭২
	ব্রীজ বা সেতু	১৭৩
	স্বর্গ ও নরক	১৭৩
	সর্বোচ্চ লক্ষ্য	১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	**ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবনঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা**	**১৭৬**
	ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের তুলনামূলক আলোচনা	১৭৭
	জানাযা	১৭৭
	কাফন দাফন	১৮৯
	কবরের ধরণ	১৮০
	লাহ্দ ও শাক্ক কবর	১৮১
	কবরে ফেরেস্তাদের জিজ্ঞাসবাদ	১৮১
	পুনরুত্থান	১৮২
	কবরের আযাব	১৮৩
	বিচার দিবসের হিসাব নিকাশ	১৮৩
	আমল পরিমাপ	১৮৪
	দোযখ-বেহেস্তের মধ্যবর্তী অবস্থান	১৮৫
	পুলসিরাত	১৮৫
	বেহেস্ত-দোযখ	১৮৬
সপ্তম অধ্যায়ঃ	**মানব জীবনে মৃত্যু পরবর্তী ভাবনার প্রভাব**	**১৮৮**
	মৃত্যু ভাবনা মানুষকে কোমল ও হৃদয়বান হতে শিখায়	১৮৯
	পরকালে পুরস্কারের আশায় ইহজীবনে সৎকাজ করা	১৯০
	পরকালের চিন্তা ইহজীবনের কর্মগুলোকে নিয়ন্দ্রণ করে	১৯০
	মৃত্যু চিন্তা মানুষকে পরকালের প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করে	১৯১
	মৃত্যু ভাবনা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সুসম্পর্কবৃদ্ধি করে	১৯২
	মৃত্যু চিন্তা সমাজে হত্যা, দুনীতি, ধর্ষণ ইত্যাদি বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখে	১৯৩
	মৃত্যুচিন্তা সমাজের সকলের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ণ করে	১৯৩
	মৃত্যু চিন্তা মানুষকে সংযমী, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সৎ থাকার শিক্ষা দেয়	১৯৪
	কবর জিয়ারত মৃত্যুকে স্বরণ করিয়ে দেয়	১৯৪
	মৃত্যু ভাবনা মানুষকে সময়ের প্রতি সচেতন করে	১৯৪
	মৃত্যু ভাবনা বিজ্ঞান, গবেষণা ও মানব কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে	১৯৫
	মৃত্যু ভাবনা সমাজের যার যা প্রাপ্য তার অধিকার নিশ্চিত করে	১৯৫
	সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা	১৯৭
উপসংহার		**২০০**
গ্রন্থপঞ্জী		**২০২**

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবনঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

Life After Death In Islam And Zoroastrianism: A Comparative Study

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

জীবনের বিপরীত মৃত্যু। প্রাণ, সজিবতা, প্রাণচঞ্চলতা সব কিছুই মৃত্যুর কাছে পরাজিত। কারণ মৃত্যু অবধারিত এবং চিরন্তন সত্য। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই জন্ম ও মৃত্যুর সাথে মানবসমাজ পরিচিত। প্রত্যেক মানুষকেই এই বাস্তব কঠিন সত্যের সম্মুখিন হতে হয়। তাই মানবমনে প্রশ্ন জাগে কে এই জীবনের স্রষ্টা আর কার নির্দেশেই বা এই অবধারিত মৃত্যু? মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার কি হয়? মৃত্যুর পরে আদৌ কি কোনো জীবন আছে? আর সেই জীবন কি ইহজীবনের কর্মফল হিসেবে আসবে? পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এত সুচারুরূপে পরিচালিত হবার কারণ কি? প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে এইসব হাজারো প্রশ্ন এসে জমা হয়। পৃথিবীতে প্রথম মানব আগমনের সাথে সাথেই ধর্মের আগমন। প্রাগঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক, প্রাচীন কিংবা আধুনিক সব জীবনেই মানুষ ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণ করে। ধর্মের কোনো পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। এটা মূলত অনুভূতির বিষয়। বিভিন্ন ভাষায় ধর্মের সমার্থক শব্দের মূল অর্থ জীবন চলার পথ। ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ, অনুকরণ, আত্মীকরণ এবং বিশ্বাস এর মাঝে নিহিত। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মেই মানুষের জীবন সম্পৃক্ত সকল প্রশ্নের জবাব প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম দুটি ধর্ম ইসলাম ও জরথুস্ত্র। দুটি ধর্মেই মৃত্যু পরবর্তী জীবন কেমন, মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থা কেমন হয়, পৃথিবীতে কৃতকার্যের ফলাফল স্বরূপ মৃত্যুর পর শাস্তি অথবা পুরস্কারের ব্যবস্থা কেমন, মানুষ ও পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? কিভাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, মানুষ সৃষ্টির রহস্য কি, এজগৎ জীবন সকল বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর উক্ত দুটি ধর্মে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। দুটি ধর্মের অনুসারীরা নিজ ধর্মের রীতিনীতি সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত তথ্য উপস্থাপন করেন। তত্ত্বগত ও তথ্যগত নির্ভুলতা প্রমাণ, যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বিচার এবং নিরপেক্ষ গবেষণার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে উক্ত দুটি ধর্মের মধ্যে একটি ধর্মের মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে আংশিক তথ্য প্রদান করে এবং অন্যধর্মটি সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করে। ধর্ম মূলত বিশ্বাসের ব্যাপার। ইহজীবনে জীবিত থাকা অবস্থায় কখনোই মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব নয়। কিন্তু দার্শনিক এবং যুক্তির বিচারে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই স্বীকার করতে বাধ্য হন ভালো কাজের ফলাফল হিসেবে পুরস্কারই প্রাপ্য এবং মন্দ কাজের ফলাফল হিসেবে শাস্তি প্রাপ্য।

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম পরিচিতি, উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম পরিচিতি, উৎপত্তি ও বিকাশ

ধর্মের আভিধানিক অর্থ

মানুষের জীবনে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুৎপত্তিগত বিবেচনায় ধর্ম হল ঈশ্বরোপসনা পদ্ধতি, আচার আচরণ বিষয়ক নির্দেশ ও তত্ত্ব, কর্তব্যকর্ম, শাস্ত্র, বিধান, সুনীতি, সাধানার পথ, স্বভাব বা গুণ। সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতুর সাথে 'মন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। "ধৃ" ধাতুর অর্থ ধারণ করা। তাই ধর্ম বলতে বোঝায়, যা কোনো কিছুর অস্তিত্বকে ধারণ করে থাকে।[১]

"ইংরেজি Religion শব্দটি সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ ধর্মের অনেকটা সমার্থক।

তবে ধর্ম শব্দের অর্থ Religion থেকে ব্যাপক। এর বুৎপত্তিগত শব্দের অর্থ Religion থেকে ব্যাপক। এর বুৎপত্তিগত অর্থ হলো পুনরেকত্রীকরণ বা Binding together a new. (Re + Legere) = Religion Re = পুনরায়, Legere = একত্রীকরণ বা বাঁধা।"[২] ইংরেজিতে Religion শব্দের বলা সংজ্ঞায় বলা হয়:

- ✓ "belief in a higher unseen controlling power especially in a personal God;
- ✓ অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তির বিশেষত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস;
- ✓ any system of faith and worship, rites or worship devoted fidelety;
- ✓ ভক্তিপূর্ণ বা নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য;
- ✓ an action that one is bound to do;
- ✓ ধর্মাচারণের মতো অবশ্য করণীয়, কর্ম।"[৩]

[১] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা*, ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, মে ২০১১, পৃ. ২৯

[২] আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নুরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ১৪

[৩] Sailendra Biswas: *Samsad English Bengali Dictionary*, Edited by sri Birendramohan Dasgupta (Calcutta: sahitya Samsad, 5th Edition, 32nd Impression, August- 1997) p. 946

"Religion may be defined as a cultural system of designated behaviours and practices, morals, worldviews, texts, sanctified places, prophecies, ethics, or organizations, that relates humanity to supernatural, transcendental, or spiritual elements."[৪]

ধর্মের পারিভাষিক অর্থ

ধর্মতত্ত্ববিদগণের নিকট ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ও পরস্পর বিরোধী মতামত পরিলক্ষিত হয়। ফলে ধর্মের মৌলিক পরিচয় প্রকাশের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপনের চেষ্টা করেছেন।

পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের মতে

পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ তাদের সংজ্ঞাসমূহ নির্ধারণ করেছেন Religion শব্দকে কেন্দ্র করেই। তারপরও তারা এর কোনো একক সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারেন নি। তাদের প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাগুলো নিম্নরূপ:

- নৃবিজ্ঞানী E. B. Tylor এর মতে, Religion হচ্ছে "আত্মিক জীবে বিশ্বাস।"[৫]
- নৃবিজ্ঞানী F.C Wallace বলেন,

  "Religion is beliefs and ritual concerned with supernatural beings, power and force."[৬]
- ফরাসী নৃবিজ্ঞানী Emile Durkheim এর মতে Religion হচ্ছে, "পবিত্র বস্তু সম্পর্কিত কতগুলো বিশ্বাস ও প্রথার সমষ্টি।"[৭]
- Max Muller বলেন,

  "A perception or apprehension of the infinite."[৮]

[৪] https://en.wikipedia.org/wiki/Religion
[৫] E. B. Taylor: *Primitive Culture*. - John Murray. 1871 3rd ed. 1991. 2 vols
[৬] আবুবকর (মোঃ) জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

- "A good working sociological definition describes religion as 'a system of beliefs and practices by which a group of people interprest and responds to what they feel is supernatural and sacred."[৯]
- Herbert spencer এর মতে,

  "একটা আনুমানিক ধারণা যা এই বিশ্বজগতকে বোধগম্য করে তোলে।"[১০]
- Hegal এর মতে, Religion হচ্ছে "জীবাত্মার পরমাত্মারূপে নিজ স্বরূপের জ্ঞান।" ঐশ্বরিক দিক থেকে Hegal বলেছেন, "সসীম আত্মার মাধ্যমে ঐশ্বরিক আত্মার নিজের সম্পর্কে জ্ঞান।"[১১]
- Kant বলেন, "The recognition of all our duties as divine commands."[১২]
- "A religion is a set of beliefs that is passionately held by a group of people that is reflected in a world view and in expected beliefs and actions (which are often ritualized)."[১৩]
- Harold Hoffding বলেছেন:

  "Religion হচ্ছে, মূল্যের নিত্যতায় বিশ্বাস।"[১৪]
- নৃবিজ্ঞানী C R Ember বলেন,

  "ধর্ম হচ্ছে এমন যে কোনো আচরণ, বিশ্বাস বা চর্চা যা কোনো অতি প্রাকৃতিক শক্তির সাথে সম্পৃক্ত।"[১৫]
- নৃবিজ্ঞানী James Frazer বলেন, Religion হচ্ছে,

  "মানুষের চেয়ে উচ্চতর, সে সকল শক্তি, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতিপথ পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের তুষ্টতা বা প্রসন্নতা সাধন।"[১৬]

---

[৯] David Popenoe: *Sociology,* 6th ed, New Jersey: The United States of America, 1986, p. 414
[১০] আবুবকর (মোঃ) জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
[১১] প্রাগুক্ত
[১২] প্রাগুক্ত
[১৩] https://en.wikipedia.org/wiki/Religion
[১৪] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত;* পৃ. ২১, ৩২
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

উপর্যুক্ত মতামতগুলোকে মৌলিকভাবে দু ভাগে ভাগ করা যায়। নৃবিজ্ঞানীদের মতামত এবং সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত। উভয়শ্রেণির মতামতকে একত্র করে Religion বা ধর্ম বলতে এসব পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ যা বুঝিয়েছেন তার সার সংক্ষেপ দাঁড়ায়: মানুষের পক্ষে কোনো উচ্চতর অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া, যে শক্তি মানুষের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা মানুষের আনুগত্য, শ্রদ্ধা এবং পূজা পাওয়ার যোগ্য। অনুরূপভাবে ধর্ম হলো কোনো অতিপ্রাকৃত সত্ত্বায় বিশ্বাস, যে বিশ্বাস মানুষের জীবনের সব মূল অনুভূতি এবং ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো সব ধর্মের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়।[১৭]

Religion

“noun

the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially a personal God or gods.

'ideas about the relationship between science and religion.'

Synonyms: Faith, belief, divinety, worship, creed, teaching, doctrine, theology; more: sect, cult, religious group, faith community, church, denomination, body, following, persuasion, affiliation.

'the right to freedom of religion'

- a particular system of faith and worship.
  'the worlds great religions' plural noun: religion
- a pursuit or interest followed with great devotion. Religion
  'consumerism is the new religion.'

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
[১৭] *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৩৩

plural noun: religious

'the world’s great religious'

phrases

get religion be converted to religious belief and practices

'he got religious and gave his money to the poor.'

Origin:

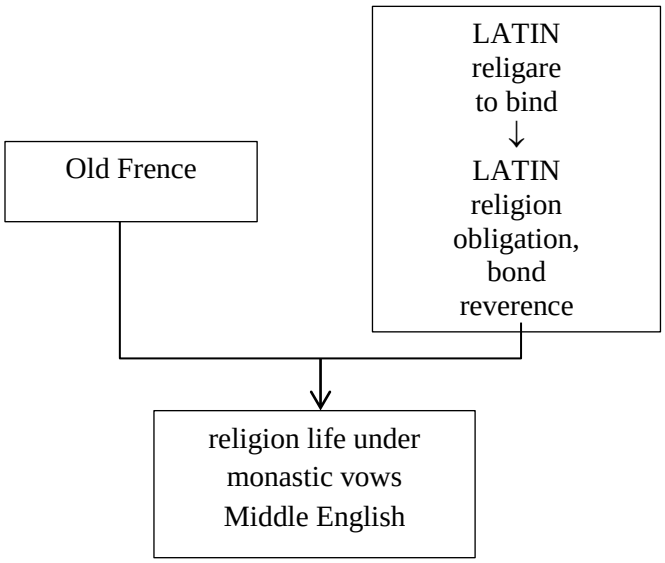

Middle English (Originally in the sense 'life under monastic vows): from old french, or from Latin *religio (n-)* ‘obligation’ bond, reverence', perphaps bosed on *latin* religare to bind.”[১৮]

“The aim of all great religion is the spirtiual salvation of human beings. Each spiritual tradition has sustained the hearts and minds of millions of people down the ages. Each of them has individualitys and a message. All of them have enlightened humanity on the path of right conduct and have given solace in the face of suffering and death.”[19]

[১৮] Religion, Dictionary. net

[১৯] Prof. Joseph Mathew: *Contemporary Religions conversions*, Delhi: Authorspress, 2001, P. V

দীন, ধর্ম ও রিলিজিওনের মধ্যে পার্থক্য

ইংরেজি Religion শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর ধর্মের সমার্থক শব্দ হিসেবে আরবীতে 'দীন' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও 'দীন' শব্দ দ্বারা নির্দেশিত গূঢ়ার্থের সাথে 'ধর্ম' (Religion) শব্দের অন্তর্নিহিত সাধারণ সমার্থের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নেই। ধর্মীয় অভীব্যক্তি মানবকে স্রষ্টার প্রতি নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে, আর দীন হলো সেই অপরিহার্য বিধি-বিধান যা স্রষ্টা তাঁর বিবেকবান সৃষ্টির উপর আরোপ করেছেন। আর এজন্য দীন হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত অবশ্য করণীয় নির্দেশনাবলী যার প্রতি প্রত্যেককে আত্মসমর্পন করতে হয়। Religion বা ধর্মের বিষয়টি তেমন নয়। কেননা তা হলো, 'The belief in the existence of a God or gods, and the activities that are connected with the worship of them; one of the systems of faith that are based on the belief in the existence of a particular God or Gods."[২০]

"যে কারণে বলা যেতে পারে ধর্ম মূলত কিছু বিধি বিধানের সমষ্টি। যাতে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত নির্দেশনা বিবৃত হয়।"[২১] এ হিসেবে আরবি দীন শব্দটি সব চেয়ে ব্যাপক, যা বিশ্বাস, কর্ম ও সার্বিক জীবন পদ্ধতির নাম যেখানে স্রষ্টা কর্তৃক মানবজাতির উপর আরোপিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এদিক থেকে সবচেয়ে সংকীর্ণ অর্থ প্রদান করে Religion শব্দটি। তাই অনেক মুসলিম মনীষীই দীন শব্দের অনুবাদ ধর্ম বা Religion শব্দ করার পক্ষে মত দেননি। তাদের মতে শুধু বোঝাবার জন্য সমার্থক শব্দ যেমন ধর্ম বা Religion ব্যবহৃত হলেও দীন শব্দ টিকেই হুবহু বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার করে তার সংজ্ঞা প্রদান করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ।[২২]

অনুরূপভাবে, হিন্দু পন্ডিতদের নিকট ধর্মের যে সংজ্ঞা তা ইংরেজি 'Religion' থেকে কিছুটা আলাদা। প্রমোদ বন্ধু সেন গুপ্ত বলেন, "হিন্দু ধর্ম শুধুমাত্র কোনো ধর্ম মতে বিশ্বাস ও তার সঙ্গে যুক্ত পূজা, প্রার্থনা,

---

[২০] A. S. Hornby: *Oxford Advanced Learnner's Dictionary of Current English*, edited by Sally Wehmder. (Oxford University Press, Sixth edition, 2000), P. 1075.

[২১] মোঃ ইব্রাহীম খলিল ও রেজাউল করিম, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* "ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ", (ঢাকা, ৪২ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল - জুন ২০০৩), পৃ. ১৬৬

[২২] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৩৩

আচার-অনুষ্ঠান মাত্র বোঝায় না। ইংরেজি Religion শব্দ এবং সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দ ঠিক একার্থবোধক শব্দ নয়।"[২৩]

দীনের প্রকারভেদ

কিতাব প্রাপ্ত, কিতাব অপ্রাপ্ত, উপাস্যের দৃষ্টিকোণ এবং উৎস বিবেচনায় এনে বিভিন্ন পন্ডিতগণ বিভিন্নভাবে দীনের প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন।

১. ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ দীনকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন

"ক. যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে; চাই তারা তা অবিকৃত রেখেছে অথবা তারা তাকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা যারা শুধু এমন অধুনালুপ্ত দীনের অনুসারী, যার কিছু অংশ অজ্ঞাত ও কিছু অংশ বাতিল।

খ. যারা নিরক্ষর, আরব কিংবা অনারব হোক তারা যা সুন্দর তারই ইবাদত করে এবং ধারণা করে যে এগুলো তাদের উপকারে আসবে। যেমন তারকা, মূর্তি, কবর, ঊর্ধ্বতন পূন্যবান বা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের ছবি, ভাস্কর্য অথবা স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি।"[২৪]

২. যারা দীনকে হক ও বাতিল হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। তাদের মতে দীন দুই প্রকার।

"ক. হক্ক বা সহীহ দীন। একমাত্র সঠিক ও এক মাত্র দীন হলো ইসলাম। আল্লাহ্ এটা ছাড়া অন্যকোনো দীন নাযিল করেন নি। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবী রাসূলই এই দীন ইসলাম এর অনুসারি ছিলেন।"[২৫]

আল্লাহ্ বলেন,

"নিশ্চয়ই ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত দীন।"[২৬]

এছাড়া অন্যত্র বলা হয়েছে,

"কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত।"[২৭]

---

[২৩] প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত: *ধর্মদর্শন*, কলিকাতা, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ৩য় সংরক্ষণ, ১৯৮৯; পৃ. ৪৪২

[২৪] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৩৪

[২৫] *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৩৫

[২৬] আল- কুরআন, সূরা আলে-ইমরান: ১৯

[২৭] আল- কুরআন, সূরা আল-ইমরান: ৮৫

খ. বাতিল বা অশুদ্ধ দীন। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মই বাতিল ধর্ম বলে বিবেচিত হবে। তা হতে পারে কোনো শরীয়ত বা পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত দীন অথবা সম্পূর্ণ বাতিল; ফাসিক ধর্ম।

এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীনের বাণীই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন,

আর যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো তবে সেখানে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পেত।"[২৮]

"উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দীনের উৎপত্তি সম্পর্কে যে সমস্ত মৌলিক মতবাদ পাওয়া যায়, সেগুলোকে নিম্নোক্ত ভাবে সাজানো যায়।

এক: বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ। এগুলো হলো,

১. বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহ
২. প্রকৃতিবাদী মতবাদসমূহ
    - প্রাকৃতিক স্বাভাবিক উপাদান
    - প্রাকৃতিক ভীতিপ্রদ উপাদান
৩. আধ্যাত্মিক মতবাদসমূহ–
    - সর্বপ্রাণবাদ
    - মহাপ্রাণবাদ বা প্রাক সর্বপ্রাণবাদ
    - প্রেতাত্মাবাদ
৪. মনস্তাত্ত্বিক মতবাদসমূহ
৫. চারিত্রিক মতবাদসমূহ
৬. সামাজিক মতবাদসমূহ
    - ট্যাবুবাদ
    - টোটেমবাদ
    - ইন্দ্রজালবাদ
৭. রাজনৈতিক মতবাদ

[২৮] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা: ৮৩

ধর্মের মৌলিক বিষয়

সকল মুসলিম, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টধর্মের প্রকৃত অনুসারীগণ সর্বসম্মতভাবে এ মত পোষণ করেন যে, ধর্মের মূল উৎস হলো, মানুষের অন্তরে স্রষ্টা কর্তৃক রেখে দেয়া মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তি।

এ মতবাদের অনুসারীরা মৌলিকভাবে স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তাদের একজন স্রষ্টা আছেন এ বিশ্বাস তাদের অন্তরে গভীরভাবে প্রথিত। যিনিশুধু সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি বরং স্রষ্টা মানুষের মাঝে এমন এক প্রবৃত্তি দিয়েছেন যা স্বভাবতই মানুষকে দীনের অনুসারী হওয়ার প্রতি ধাবিত করে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিভিন্ন প্রতিকূলতায় পতিত হয়ে তাদের অনেকের মধ্যে সেই স্বভাবজাত দীন অবশিষ্ট থাকে না। ফলে স্রষ্টা তাদের প্রতি প্রত্যাদেশসহ নবী রাসূল তথা বার্তাবাহক পাঠিয়ে তাঁদেরকে সতর্ক করেন এবং তাঁদেরকে স্বভাবজাত দীনের প্রতি পুণরায় ফিরিয়ে আনেন। তাদের মতে, মানুষ দীনে উপনীত হয়নি, বরং দীনই মানুষের কাছে প্রত্যাদেশ হিসেবে এসেছে। এমতবাদটি ঐশী মতবাদ হিসেবে ইউরোপে মধ্যযুগ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল। এটাকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক সমর্থন করেছেন।

এটা ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস এর সাথে সম্পৃক্ত। তবে ইসলাম ও অন্যান্য দীনের অনুসারীগণের মধ্যে পার্থক্য হলো, মুসলিমগণ এটা বিশ্বাস করেন যে, স্রষ্টা একমাত্র ইসলাম নামক দীনকেই স্বভাবজাত দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। যুগে যুগে সমস্ত নবী রাসূলদেরকে এ দীনের দিকে আহ্বানের জন্যই প্রেরণ করেছেন। সমস্ত রাসূলের শরীয়াতের দীনের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে ইসলাম শব্দটি কখনো উপরিউক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার কখনো শুধু সর্বশেষ শরীয়ত অর্থে ব্যবহৃত হয় যা শেষ নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অবর্তীর্ণ হয়েছে। কুরআনে উভয় প্রকার ব্যবহারই বিদ্যমান। পূর্ববর্তী রাসূলগণ নিজেকে মুসলিম এবং নিজ নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ্' বলেছেন একথাও আল কুরআন থেকে জানা যায়।

মূলত প্রত্যেক রাসূল যে দীন নিয়ে জগতে আগমন করেছেন তাকেই ইসলাম বলা হয়। আর মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মহান আল্লাহ দীনের পরিপূর্ণতা ঘোষনা করেন। পূর্ববর্তী রাসূলগণের ইসলাম একটি সীমিত শ্রেণির জন্য এবং বিশেষ যমানার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। নতুন নবী যে বার্তা

নিয়ে আগমন করতেন সেই জাতির জন্য সেটিই তখন হতো ইসলাম। এতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন হত না, শুধু শাখাগত বিধিবিধান ভিন্ন হত। শেষ নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেও দীন হিসেবে ইসলামকে দান করা হয়েছে। তা অপরিবর্তিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সকল দীন রহিত হয়ে গেছে। পূর্বেকার ইসলাম আর এখন ইসলাম নয় বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা দান করা হয়েছে।

এ মতের স্বপক্ষে প্রচুর দলীল প্রমাণাদি বিদ্যমান। যেমন

১। প্রথম মানুষ ছিলেন হযরত আদম (আঃ)। তিনি নবী হিসেবে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং প্রথম দীনের অনুসারী হলেন হযরত আদম (আঃ)। আর তাঁর দীন হলো ইসলাম। হাদীসে এসেছে,

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আদম কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি নবী, যার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেছেন। নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছে এবং তাঁর মধ্যে রূহ প্রবেশ করিয়েছেন।"[২৯]

২। সকল মানুষ একত্ববাদের এক আকীদাভুক্ত ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

"সমস্ত মানুষ ছিলো একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও সর্তকারী রূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করতো তাদের মধ্যে যে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্য সহ কিতাব নাযিল করেন এবং যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নির্দশণ তাদের কাছে আমার পরে, তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত যে বিষয়ে বিরোধিতা করতো। যারা বিশ্বাস করে, তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতো, আল্লাহ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"[৩০]

[২৯] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৬৫-২৬৬

[৩০] আল-কোরআন, সূরা আল বাকারা: ২১৩

৩। "Goldziher's illuminating comments

"If in many passages of the Koran it is said: "Allah guides whom he will, and lets whom he will go astray, such passage do not imply that God directly brings the latter class into the evil path. The decisive word *adalla* is not to be taken in such a connection as meaning to 'lead astray', but to allow to go astray, not to trouble about a person, not to show him the way out... Let us conjure up the picture of a lonely wanderer in the desert, – it is from this idea that the language of the koran concerning leading and wandering has sprung. The wanderer errs in the boundless expanse, gazing about for the right direction to his goal. So is man is his wandering through life. He who, through faith and good works, has deserved the good will of God, him he rewards with his guidance. He lets the evil- doers go astray. He leaves him to his fate, and takes his protection from him. He does not offer him the guiding hand, but he does not bring him directly to the evil path... Guidance is the reward of the good. 'Allah does not guide the wicked.' (sura. 9. v. 110)"[৩১]

Jhon B. Noss এর ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লেখ করেন

"Allah reveals his will and guides men in three distinct ways:
through Muhammad, his messenger; through the Quran, his revelation; and through the angles, (Considered in another way, the three are part of one process: revelation came to Muhammad by the agency of an angel, Revelation is the thing.)"[৩২]

[৩১] Noss, J. B.: *Man's Religions*, New York: Macmillan Publishing Compnay, 1980., p. 507-508
[৩২] Noss, J. B. 1980., *op. cit*., p. 508

৪। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"প্রত্যেকেই ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেছে। অতঃপর তাদের অভিভাবকগণ তাকে ভিন্ন পথ অর্থাৎ ইয়াহুদী খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক প্রভৃতির অনুসারী বানিয়েছে।"[৩৩]

মোটকথা হলো, সকল বিশ্ব মুসলিম, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের মধ্যে ধর্মনিষ্ট সবাই এব্যাপারে একমত যে, ধর্ম হলো মানব মনে স্বাভাবিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ যা মহান স্রষ্টা তাদের অন্তরে প্রথিত করেছেন। প্রতিটি মানব মনই তাঁর প্রভুকে খোঁজে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেতে চায়। যুগে যুগে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা যে চেতনাগুলোকে জাগ্রত করার জন্য প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন, যার মাধ্যমে মানবজীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। মূলত জীবনের সকল সমস্যার সমাধানই হলো দীনের প্রকৃত কাজ।

ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ

ধর্মের উৎপত্তি ও উৎস বিষয়ে ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ কারণে ধর্মের উৎস উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন রকমের পরস্পর বিরোধী বা বৈশাদৃশ্যমূলক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ঈশ্বর প্রত্যাদেশবাদ, অতিবর্তীবাদ, নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ অন্যতম। দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

'প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিধ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দারায তাঁর, "*আদ-দীন*" গ্রন্থে মোট ৬টি দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলো বিন্যস্ত করেছেন। যেমন:

১. প্রাকৃতিক মতবাদসমূহ
২. আধ্যাত্ত্বিক মতবাদসমূহ
৩. মনস্তাত্ত্বিক মতবাদসমূহ
৪. চারিত্রিক মতবাদসমূহ
৫. সামাজিক মতবাদসমূহ
৬. ঐশী মতবাদ

[৩৩] ইমাম বুখারী, মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *আল-জামউস সহীহ* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.) হাদীস নং ১৩৫৮

উপরোক্ত মতবাদ ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সেগুলো হলো–

৭. বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ

৮. রাজনৈতিক মতবাদ' [৩৪]

এ সমস্ত মতবাদ পরস্পর বিরোধী। এগুলোকে নির্দিষ্ট কোনো ছকে বাঁধা সম্ভব নয়। তার কারণ এগুলোর পেছনে সুনির্দিষ্ট কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। এগুলো বিভিন্ন চিন্তাধারা থেকে উদ্ভুত।

শ্রী প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থ ধর্মদর্শনে বলেছেন,

"ক. ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকে ধর্মের উৎপত্তি

এই মতানুসারে বিশেষ ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ Special Divine Revelation থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। প্রত্যাদেশ হলো দৈবাদেশ বা দৈববাণী। ইহুদী, খ্রীষ্টান ধর্মমতে এই অভীমতের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

i. প্রত্যাদেশ শব্দটি দ্বারা বোঝায় যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে তার প্রয়োজনীয় সত্য জ্ঞাত করে।

ii. সেইসব সত্যগুলো যেগুলো ঈশ্বর জ্ঞাত করেছেন।"[৩৫]

এই মতবাদের সমালোচক মায়েল এডওয়ার্ডস (Miall Educards) বলেন,

"এই মতবাদ ধর্মের উৎপত্তি বিষয়টিকে নিছক বৌদ্ধিক এবং যান্ত্রিক ধরনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"[৩৬]

মানবীয় বিচার বুদ্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ অতিবর্তীবাদীরা (Desits) এই মতবাদের সমর্থক। এই মতের সমর্থকবৃন্দ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকে ধর্মের উৎপত্তি, এই মতবাদ বর্জন করে মানুষের বিচারবুদ্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি এই অভিমত সমর্থন করেন। তাদের ধারণামতে ঈশ্বরের সত্তা, আত্মার অমরতা, নৈতিক নিয়মের প্রামাণ্য প্রভৃতি ধর্মের মৌলিক সত্যগুলোকে গাণিতিক সত্যতার নিশ্চয়তার মতনই প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে এবং

[৩৪] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৭

[৩৫] শ্রী প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত, *প্রাগুক্ত. পৃ.* ১৯২

[৩৬] ডি. মায়াল এডোয়ার্ডস, *ধর্মদর্শন*, অনু. সুশীল কুমার চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ২০

এই সত্যগুলো জগতের বিভিন্ন ধর্মের সাধারণ উপাদান। Miall Edwords বলেন, "ধর্মের উৎস দুটি শুদ্ধ প্রত্যাদেশ নিরপেক্ষ বা অ-প্রত্যাদেশমূলক ধর্মের উৎস হবে বিচারবুদ্ধি এবং সব বাস্তব ঐতিহাসিক ধর্মের উৎস হলো পুরোহিত বৃন্দের স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণা।"[৩৭]

"Lord Herbert, John Toland, La Mettrie, D' Alembert, Voltain প্রমুখ এই মতবাদ প্রবর্তণ করেন।"[৩৮]

ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ

নৃবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর দিক থেকে আধুনিক মতবাদ আলোচনা করা হয়। নৃবিজ্ঞানীর দিক থেকে আধুনিক মতবাদ আলোচনা করা হয়। নৃবিজ্ঞানের সাথে আলোচনা করা হয় সম্পৃক্ত ধর্মের ঐতিহাসিক বা প্রাগ ঐতিহাসিক উৎপত্তির প্রশ্নটি। নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম কোন দেশে প্রথম কিভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল, কিভাবে ধর্মের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে, ধর্মের সবচেয়ে প্রাথমিক রূপটি কেমন, কিভাবে অন্যান্য ধর্মের রূপগুলো বিকশিত হয়েছিল ইত্যাদি।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কেই নয়, বরং কোথায় মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উৎস এটা খুঁজে থাকে।

E.B Tylor এর সর্বপ্রাণবাদমূলক তত্ত্ব (The Arinistic theory) ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ যেখানে আদিম নর নারীর মন এবং অভ্যাস সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানসম্মত আলোচনার দ্বারা সমর্থিত। তিনি তাঁর বিখ্যাত এবং সর্বপ্রাণবাদ (animism) শব্দটির প্রবর্তন করেন। এই মতবাদ অনুসারে, আদিম নর নারী বিশ্বাস করতো যে, তাদের চারপাশের প্রাকৃতিক বস্তু হয় প্রাণবাদ কিংবা আত্মা তাদের আশ্রয় করে আছে। বৃক্ষ, নদী, পর্বত, ঝরণা, মেঘ আকাশ বা একটুকরা পাথরের ও অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া। আদিম মানুষের দৃষ্টিতে প্রকৃতি হলো প্রাণময়, অসংখ্য আত্মার দ্বারা পরিপূর্ণ।

Tylor এর মতে, "সর্বপ্রাণবাদ থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। ব্যক্তির চার পাশের কোনো কোনো প্রাণময় সত্তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে।"[৩৯]

সমালোচনা: প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থ *'ধর্মদর্শনে'* উল্লেখ করেছেন,

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[৩৮] *প্রাগুক্ত*
[৩৯] ডি. মায়াল এডোয়ার্ডস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

"যদিও এই মতবাদের সমালোচকবৃন্দ স্বীকার করেন যে, মানব সংস্কৃতির এক বিশেষ স্তরে সর্ব প্রাণবাদে বিশ্বাস সর্বজনীন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল, তবু তাঁরা মনে করেন, ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেবার পক্ষে এই মতবাদকে সন্তোষজনক গণ্য করা চলে না। তাঁর এই মতবাদের, বিশেষ করে দুটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত: সর্বপ্রাণবাদ কোন মৌলিক ধর্ম সম্বন্ধীয় মতবাদ নয়, বরং একটি মৌলিক দর্শনিক মতবাদ।

দ্বিতীয়ত: দার্শনিক মতবাদ হিসেবেও সর্বপ্রাণবাদ আদিম ধারনা নয়। সর্বপ্রাণবাদে আত্মার ধারণা রয়েছে, যে ধারণা মানুষের উন্নত চিন্তাশক্তির পরিণাম।"[৪০]

মায়েল এডওয়ার্ডস্ বলেন,

"কাজেই আমরা বলতে পারি না যে, সর্বপ্রাণবাদই ধর্মের উৎস। আমরা কেবলমাত্র বলতে পারি যে, আদিম মানুষের সমগ্র জীবনে ছিলো সর্বপ্রাণবাদের আধিপত্য।"[৪১]

John B. Noss তাঁর *Man's Religion* গ্রন্থে বলেছেন,

"All Religions imply in one way or another that human beings do not, and can not, stand alone, that they are vitally related with and even dependent on powers in nature and society external to themselves. Dimly or clearly, they know that they are not independent centers of force capable of standing apart from the world... In either case the religions, as a general rule, relate men closely with the power or powers at work in nature and society. Although belief in God in the higher religions has sometimes led many believers to think meanly of the world around them, in the faith that they are pilgrims and strangers here on earth and that heaven is their home, this belief is far from typical... The harmony thus sought is sometimes a harmony in action, as in

[৪০] প্রমোদবন্ধু সেন গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২
[৪১] ডি. মায়াল এডোয়ার্ডস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

primitive religions; or it is a moral and spiritual harmony, as in the great religions of the Middle east; sometimes what is sought is more than a harmony, it is a complete and final identity, as in most of the religions of India and East Asia... Their attitudes toward the sacred show the same ambivalences as are found among adherents of the great religion: fear and awe on the one hand, fascination and attraction on the other".[৪২]

ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

ধর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। Tiele তাঁর বিখ্যাত গ্যাফোর্ড (Gifford) বক্তৃতায় ধর্মকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন–

ক. প্রাকৃতিক ধর্ম

খ. নৈতিক ধর্ম

"Dr. Galloway ধর্মকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন,

১. উপজাতীয় ধর্ম (Tribal religion)

২. জাতীয় ধর্ম (National Religion)

৩. বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal Religion)"[৪৩]

উক্ত শ্রেণি বিভাগের মাঝে Dr. Galloway এর শ্রেণি বিভাগ অধিক যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, ধর্মের ক্রমবিকাশ সাধারণভাবে সামাজিক সংগঠনের ক্রমবিকাশের একটি পর্ব এবং ধর্মের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলো সমগ্রভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্তরগুলোর সঙ্গে সমশ্রেণিভুক্ত।

"সামাজিক অবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও বিবর্তিত হয়েছে। ধর্মীয় উন্নতির স্তরগুলি সামগ্রিকভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে।"[৪৪]

[৪২] Noss, J. B. 1980., *op. cit.*, p. 2
[৪৩] ডি. মায়াল এডোয়ার্ডস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
[৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

উপজাতীয় ধর্ম Tribal Religion

আদিম আধিবাসী অধ্যুষিত সামাজিক সংগঠনের প্রাথমিক রূপ উপজাতি। এটা অতি ক্ষুদ্র ও সীমিত সামাজিক গোষ্ঠি। এটা পরিবারের একটি সংযোজিত অংশ রূপেই পরিগণিত হয়। রক্তের সম্বন্ধই উপজাতীয় নর নারীদের মধ্যে সামাজিক শ্রেণি সূচনা করে এবং কোনো উপজাতি তার চারপাশের উপজাতি গুলোকে বাস্তব বা সম্ভাব্য শত্রুরূপে গণ্য করত। উপজাতি গোষ্ঠির সংগঠন খুব ক্ষুদ্র হলেও এদের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। উপজাতির অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি সভ্যকে সামাজিক রীতিনীতি গুলোর কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হয়। সেগুলো কেউ লঙ্ঘন করলে তাকে পেতে হয় শাস্তি। সব ব্যাপারে গোষ্ঠীই ছিল সর্বেসর্বা। গোষ্ঠী একটি মাত্র দলরূপে গণ্য করতো এবং ক্রিয়া করতো। উপজাতীয় রীতিগুলো লঙ্ঘন করার শাস্তি ছিলো খুবই কঠোর।

Durkhim বলেছেন,

"আদিম ব্যক্তি নিজের উপর এই সামাজিক রীতির চাপকে বাস্তব শাস্তির চাপ বলেই অনুভব করতো এবং এই রহস্যময় শক্তির অস্পষ্ট চেতনা বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হত।"[৪৫]

ধর্মীয় প্রথা এবং অন্যান্য প্রথার মধ্যে যে সব আগ্রহ নিহিত ছিল সেগুলি হল– খাদ্য, বিবাহ, জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু দীক্ষা, যুদ্ধ, বন্য প্রানীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া প্রভৃতি।[৪৬]

এসব রহস্যময় শক্তির উপস্থিতি ব্যক্তির মনে শ্রদ্ধা ভয়ের (Awe) উদ্রেক করে। ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনের শুরু একাধিক আত্মায় বিশ্বাস, যেগুলোতে রহস্যজনক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে এবং কতকগুলো আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে যাদের প্রভাবিত করে। ব্যক্তি নিজের মধ্যে যে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, পরবর্তীতে সেই আত্মাগুলো পর্বত, বৃক্ষ, স্বোতস্বিনী নদী প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত বলে ধারণা করা হয়। এভাবে প্রাণবাদ (animism) আত্মাবাদে (spiritism) রুপান্তরিত হয়।

[৪৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩
[৪৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

সমালোচনা: উপজাতীয় ধর্মের একাধিক ত্রুটি বিদ্যমান।

প্রথমত: এই জাতীয় ধর্মে ভয়ের প্রাধাণ্য। সর্বপ্রাণবাদী নিজেকে প্রতিকূল আত্মার কৃপার পাত্র বলে গণ্য করে।

দ্বিতীয়ত: উপজাতীয় ধর্ম অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধি যুক্ত এবং বর্জনমূলক মনোভাববিশিষ্ট। এই ধর্ম তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে উপজাতির সভ্য ভিন্ন অন্য কাউকে অন্তর্ভূক্ত করতে নারাজ।

তৃতীয়ত: উপজাতির মধ্যে ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্ব নেই। কেননা উপজাতির মধ্যে ধর্ম কোন অর্থেই ব্যক্তির নিজস্ব বিষয় নয়, ধর্ম হলো সমগ্র উপজাতির বিষয়।

"উপজাতীয় ধর্মের ত্রুটি অসংখ্য। ভয়ের ভূমিকাই এখানে প্রধান।"[৪৭]

জাতীয় ধর্ম National Religion

উপজাতির অস্তিত্ব বেশি দিন টিকে থাকে না। জাতির উদ্ভব অর্থে বোঝায় মানুষের আগ্রহের ব্যাপকতা, মানুষের কার্যের বর্ধমান পৃথককরণ এবং আনুষঙ্গিক ব্যক্তিগত চেতনার উন্মেষ। যখন উপজাতি জাতিতে রূপান্তরিত হয় এবং উপজাতীয় ধর্ম জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়- বহুআত্মা পূঁজাবাদ *(Polydaemonism)* বহুদেববাদে *(poly thesim)* রূপান্তরিত হয় তখন প্রাকৃতিক আত্মাগুলোতে ধীরে ধীরে নরত্ব আরোপিত হয়। নর সূলভ গুণ সম্পন্ন জাতীয় দেবতার একাধিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন–

গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো

মিশরের দেবতা ওসিরিস

বৈদিক দেবতা বরুণ

ভারতীয় দেবতা বিষ্ণু।

"জাতীয় ধর্মের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য–

i. দেবতাদের নৈতিক গুণসম্পন্ন করা
ii. বহুদেবতাবাদে একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর

[৪৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

iii. বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার উৎপত্তি, যেমন: উৎসর্গ, উপসনা"[৪৮]

উপজাতীয় ধর্মের দেবতাদের সঙ্গে তুলনা করলে জাতীয় ধর্মের দেবতাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট লক্ষ করা যায়। যেমন: প্রথম: উপজাতীয় ধর্মের দেবতারা নাম, গুণ ও ব্যক্তিগত চরিত্রের অধিকারী এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়: জাতীয় ধর্মের দেবতারা নৈতিক গুণের অধিকারী।

তৃতীয়: শুধু পরিচিত ব্যক্তি নয় দেবতারা বরং শ্রদ্ধারও পাত্র।

চতুর্থ: উপজাতীয় দেবতাদের ক্ষেত্রে কোনো বাহ্যবস্তু তাদের আবাসস্থল। কিন্তু জাতীয় ধর্মে দেবতাদের আবাসস্থল হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার জগতের ঊর্ধ্বে অন্য এক জগৎ।

বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal Religion)

বিশ্বজনীন ধর্মের প্রধান ৩টি বৈশিষ্টের হলো

১. এক ঈশ্বরবাদী।

২. বিশ্বজনীন ধর্মের আবেদন জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তির ব্যক্তিগত চেতনাকে উজ্জীবিত করে।

৩. দেশ-কাল, জাতি-বর্ণ সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে যায়। মানবতা ও মনুষ্যেতের মাধ্যমে সকল মানুষকে সমান মর্যাদা দেওয়া বিশ্বজনীন ধর্মের মর্মবাণী ও রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ।

"Most Successful religions contain two elements: an element of general and public information which, it is held, would be evident to anyone who looked at the facts of the world or the relevant arguments, quite apart from any privileged information; and an elements of special information in the from of disclosed mysteries or revelations given uniquely to the initiate or the person whose teaching the initiate is following."[৪৯]

[৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

[৪৯] David Hume: *Dialogues and Natural Histry of Religion*, The United States: Oxford University Press, 1993, p. X

গভীর নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই বিশ্বজনীন ধর্ম গড়ে ওঠে। জনকল্যাণ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্ভূত করা, অন্তরের পবিত্রতা, শূচিতা ও চারিত্রিক সংযমের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য উৎসাহদান এইগুলিই বিশ্বজনীন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

সারা বিশ্বের ধর্মগুলোর মধ্যে মাত্র ৩টি ধর্মই বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত। ধর্ম তিনটি হলো– ইসলাম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ। ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মে এক ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই এদিক থেকে বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে অসম্পূর্ণ।

"ক্রমে এমন কয়েকটি ধর্মমতের আবির্ভাব হল, সেগুলি কোনো একটি দেশের সীমানায় আটকে না থেকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য দূর দূরান্তের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যেমন: বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্ট্রান ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম; এগুলো প্রচারধর্মী ধর্ম। বিশ্বমানবতার কল্যাণ এদের লক্ষ্য।"[৫০]

দীন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সুন্দর ও দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করে

দীনের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সুগভীর ও মজবুত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকেই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান। একজন মুমিন বান্দা অপর একজন মুমিন বান্দার ভাই। মহান আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই।"[৫১]

আখিরাতের জীবনে দীনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আখিরাতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় দীন

দীনের অনুসারীরা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরও আর একটা জীবন আছে। সেখানে তাকে তার কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। মৃত্যুর পরে স্রষ্টার কাছে কৃত কর্মের হিসাব দেবার ভয়ে সে নিজেকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং দীন মানুষকে আখিরাতে মুক্তির পথ দেখায়। আল্লাহ বলেন,

"সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান যায়, কেউ অনু পরিমান সৎকাজ করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎককাজ করলে সে তাও দেখবে।"[৫২]

দীন অনুসরণ করার মাধ্যমে জান্নাত লাভ

[৫০] ডি. মায়াল এডোয়ার্ডস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫
[৫১] আল-কুরআন, সূরা আল হুজুরাত: ১০
[৫২] আল-কুরআন, সূরা আল-যিলযাল: ৬-৮

দীন যেভাবে দুনিয়াতে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক পথে পরিচালিত করে তার পুরস্কার হিসেবে মহান স্রষ্টা তাকে জান্নাত দিবে।

আল কুরআন এসেছে

"আর কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।"[৫৩]

সুতরাং দীন অনুসরণের মাধ্যমে মানবজাতি দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় কর্মে যেমন সফলতা অর্জন করতে পারে তেমনি পরকালীন জীবনে চরম সাফল্য তথা মুক্তি অর্জন করতে পারে।

[৫৩] আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান: ৮৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ধর্ম পরিচিতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ধর্ম পরিচিতি

ইসলাম ধর্মের পরিচিতি

"আরবি (দানা) থেকে দীন শব্দটি নির্গত। এটা সমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয় আবার কখনো অমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

* যখন এটি সমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয়,

১. পরাক্রমশীলতা, কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয়া

২. আধিপত্য, রাজত্ব, বাদশাহী

৩. পুরষ্কার, বৃত্তি, স্কলারশীপ, প্রতিদান

৪. বিচার, হিসাব, নিকাশ, গণনা

৫. আনুগত্য, বাধ্যগত, অনুগত

৬. অভ্যাস, আচার-আচরণ

৭. দাসত্ব, লাঞ্ছনা, নিয়ন্ত্রণ

৮. সম্মান, সম্ভ্রম

৯. অবাধ্যতা, আনুগত্যহীন

১০. সেবা, পরিচর্যা, কর্তৃত্ব

১১. শাসন

১২. অবস্থা।"[১]

"আর যখন 'দীন' শব্দটি যখন অসমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এর সাথে কোনো কোনো অব্যয় যোগ করে সমাপিকা ক্রিয়া করা হয়। আর অব্যায় ভেদে এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

১. নিয়ম-নীতি, মাযহাব, পথ বা পন্থা হিসেবে মেনে নেওয়া।

২. আনুগত্য ও বিনয় নম্রতা"[২]

[১] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, মে ২০১১, পৃ. ১৭
[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

দীন শব্দটিতে পরস্পর মর্যাদাবোধ ও আনুগত্য দুইটি দিকের সমন্বয় হয়েছে। যাতে একপক্ষ থেকে আনুগত্য পাওয়া যায় এবং অন্য পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়।

ইসলাম ধর্মের আভিধানিক অর্থ

ইসলাম শব্দটির আবিধানিক অর্থ

- মেনে নেওয়া
- আত্মসম্পর্ণ করা
- বিনম্র হওয়া
- আনুগত্য করা
- শান্তির পথে চলা

শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্বিধায় তাঁর যাবতীয় আদেশ নিষেধের আনুগত্য করা এবং তাঁর দেওয়া বিধান ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দেখানো পথ অনুসারে জীবন যাপন করাকে ইসলাম বলে।

"Islam is a verbal noun originating from the triliteral root S-L-M which forms a large class of words mostly relating to concepts of wholeness, submission, sincerity, safeness, and peace. In a religious context, it means "voluntary submission to God". Islam is the verbal noun of Form IV of the root, and means "submission to God" or "surrender to God."[৩]

একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সুন্দরভাবে ইসলামের মূল পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

"ইসলাম হলো–তুমি একথা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল, সালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানে রোযা পালন করবে এবং সামর্থ থাকলে বাইতুল্লাহর হজ্জ আদায় করবে।"[৪]

[৩] https://en.wikipedia.org/wiki/Islam
[৪] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুল ইমান, বাব নং- ২/২

"আল্লাহ মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে বহু আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিদান প্রেরণ করেছেন। এসব আদেশ-নিষেধ শরিয়ত হিসেবে প্রদান করেছেন। শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গরূপ হলো ইসলাম। এটা মানবজাতির জন্য নির্দেশিত সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান। মহান আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা।"[৫]

K. N. Tiwari ইসলামের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

"Amongst many ethical and religious duties as prescribed by Islam, absolute submission (Islam) to God in perfect piety is regarded as man's primary duty."[৬]

K. N. Tiwar, তাঁর গ্রন্থ *Comparative religion* এ প্রখ্যাত মনীষী A. C. Bouquet এর প্রদত্ত ইসলাম সম্পর্কিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন,

"The very word "Islam" means 'submission'. As A. C. Bouquel remarks in this connection, "Allah is seperated from his creatures by an impassable chasm, and the whole duty of man is Islam (submission).[৭]

"A 'muslim' is 'one who submits' or one who commits himself to Islam." The world Islam is a noun formed the infinitive of a verb meaning "to accept" "to submit", "to commit oneself", and means "submission" or "surrender", of this word Charles J. Adams says: "By its very form [as a verbal noun] it conveys a feeling of action and ongoingness, not of something that is static and finished, once and for all, but of an inward stale which is always repeated and renewed ... one who thoughfully declars "I am a Muslim" has done much more than affairm his membership in a community.... [He is saying] 'I am one who commits himself to God..."[৮]

[৫] আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরানঃ ১৯

[৬] Tiwari, K. N.: *Comparative Religion,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Ltd., 1997, p. 156

[৭] Tiwari, K. N. *op. cit.,* p. 157

[৮] Noss, J. B.: *Man's Religions,* 1980 New York: Macmillan Publishing Compnay, p. 496

ইসলামে দীনের পারিভাষিক অর্থ

A Dictionary of Islam গ্রন্থে এসেছে,"The religion of Muhammadans is called Islam, and the laws of God *Shari'ah.* There are three words used by Muslim writers for the word religion, namely, *Din, Millah,* and *Mazhab.* In the *Kitabu't Ta'rifat* the difference between these words is as follows:- Din is used for religion as it stands in relation to God, e.g. *Dinu, llah,* 'the religion og God'. *Millah,* as it stands in relation to the Prophet or lawgiver, e.g. *Millatu Ibrahim,* 'the religion of Abraham,' or *Millatu* 'r-Rasul, 'the prophet's religion.' *Majhab,* as it stands in relation to the decisions of the *Mujtahidun,* e.g. *Muzhabu Abi Hani fah.* The expression *Dm,* however, is of general application, whilst *Millah* and *Mazhab* are restricted in their use."[৯]

দীন সম্পর্কে wikipedia তে এসেছে, "Ad-Din '(of) theReligion/Faith/Creed), a suffix component of some Arabic names, meaning 'the religion/faith/creed', e. g. Saif al-Din' Sword of the Faith.' The Arabic spelling in its standard transliteration is *ad-Din,* due to the phonological rules involving "sun letter' (huruful 'ash-Shamsiyyah), the Arabic letter *(dal)* is assimilated letter of the Arabic definite article *(al).* The first noun of the compound must have the ending *–u* which according to the assimilation rules in Arabic names in general is in the nominative case, assimilates the following *a-*, thus manifesting into *ud-Din* in Classical and modern Standard Arabic."[১০]

[৯] Thomas Patrick Hughes: *A Dictionary of Islam*, New Delhi: Cosmo Publications, 2004, V.2, p. 554
[১০] https://en.wikipedia.org/wiki/Ad-Din

পারিভাষিক দিক থেকে দীন শব্দটিকে দু'ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়,

১. বিশেষ অর্থ–

"দীন শব্দটি যখন 'আল' দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়, তখন তা শুধু ইসলামকেই নির্দেশ করে। কেননা আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী 'আল' অব্যয় কোনো শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। সে লক্ষ্যেই পবিত্র কুরআন ও সুন্নায় দীনকে নির্দিষ্ট অব্যয় দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য হল ইসলাম। যেহেতু ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা; এতে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের যাবতীয় সমস্যার সঠিক ও সময়োপযোগী বৈজ্ঞানিক সমাধান রয়েছে, যার বাস্তব আদর্শ হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।"[১১] ইসলামই পূর্ণাঙ্গ জীবন হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে।

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[১২]

এছাড়া সকল নবী ও রাসূলের দীন হল ইসলাম। আদম (আ:) থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকলেই একই দীনের ধারক, বাহক ও প্রচারক।

"জেনে রাখুন, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের পূজা এ জন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দেবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১৩]

মূলত এটাই দীনের বিশেষ অর্থ। এ অর্থ অনুযায়ী ইসলামকেই পরিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দীন এর বিশেষ অর্থ নির্ধারণ করতে পারি। অনেক মুসলিম মনীষীগণ এ বিশেষ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে দীনের যে সব পরিভাষিক অর্থ উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ–

(ক) ড. মাউদ ইবন্ আব্দুল আযীয বলেন, "দীন হলে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐশী বিধান।"[১৪]

(খ) ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষার, "দীন হলো ঐশী এক চালিকা শক্তি যার মাধ্যমে জ্ঞানীগণ বর্তমানের সৌভাগ্য এবং ভবিষ্যতের কল্যাণ লাভের জন্য সচেষ্ট থাকেন।"১৫

[১১] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আব্দুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[১২] আল-কুরআন, সূরা-আল মায়েদাহ: ৩
[১৩] আল-কুরআন, সূরা আল যুমার: ৩
[১৪] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৩
[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

২. ব্যাপক অর্থ

দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে ব্যাপকভাবে দীন এর পরিচয় নিরূপণেও পার্থক্য ঘটেছে।

প্রথমত, একশ্রেণির ধর্মতত্ত্ববিদ যারা দীনকে চারিত্রিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত মনে করেন। তাদের মতে,

"দীন হল ঐশী নির্দেশের উপর ভিত্তি করে আমাদের কর্তব্যসমূহ অনুধাবন করা।"[১৬]

দ্বিতীয়ত, মুসলিম গবেষকগণই সত্যিকার অর্থে দীনের পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দানে সমর্থ হয়েছিলেন। কারণ তারা দীন কে বুঝেছিলেন কুরআন, সুন্নাহ ও বিভিন্ন দীনের বাস্তবতা থেকে।

ড. আব্দল্লাহ দারযে বলেন, "দীন হলো, আনুগত্য ও ইবাদতের উপযুক্ত ঐশী সত্ত্বার উপর বিশ্বাস।"[১৭]
ড. সাউদ ইবন আব্দুল আযীয আল খলাফ বলেন, "দীন হল এক বা একাধিক সত্ত্বার পবিত্রতায় বিশ্বাস এবং এমন কতগুলো আচার আচরণের নাম যা দ্বারা ঐ সত্তার ভালোবাসা, বিনয় ও আশা, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ পায়।"[১৮]

৩. আনুগত্য অর্থে: পবিত্র কুরআনে দীন শব্দের ব্যবহার

"বলুন, আমি তো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে।"[১৯]

৪. প্রতিদান ও হিসাব নিকাশ অর্থে

মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে?'[২০]

আল্লাহ আরো বলেন,

"না, কখনো না, তোমরা তো হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে থাক"[২১]

"তার চেয়ে দীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের আদর্শ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"[২২]

---

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[১৮] *প্রাগুক্ত*, ২৯
[১৯] আল-কুরআন, সূরা আল-যুমার: ১১
[২০] আল-কুরআন, সূরা মাউন: ১
[২১] আল-কুরআন, সূরা আল-ইনফিতর: ৯
[২২] আল-কুরআন, সূরা আন নিসা: ১২৫

৫. জীবন ব্যবস্থা অর্থে

"কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে, তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।"[২৩]

আল্লাহ আরো বলেন,

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।"[২৪]

৬. পথ ও পন্থা অর্থে

"তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।"[২৫]

৭. আইন ও বিধান অর্থে

"আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে।[২৬]

"রাজার আইনে তাঁর সহোদরকে তিনি আটক করতে পারতেন না, আল্লাহ ইচ্ছা না করলে।"[২৭]

৮. আক্বীদাহ্ ও মিল্লাত অর্থে

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এ বলে যে, আপনারা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং তাতে মতভেদ করবেন না।[২৮]

৯. কিয়ামত অর্থে

"তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিয়ামত অবশ্যাম্ভাবী।"[২৯]

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত দীন

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের ৮০ স্থানে দীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে

আদ-দীন -৪৭ বার

দীন -৯ বার

---

[২৩] আল-কুরআন, সূরা আল ইমরান; ৮৫
[২৪] আল-কুরআন, সূরা আল ইমরান: ১৯
[২৫] আল-কুরআন, সূরা আল কাফেরুন: ৬
[২৬] আল-কুরআন, সুরা আল নূর: ২
[২৭] আল-কুরআন, সূরা আল ইউসুফ: ৭৬
[২৮] আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা: ১৩
[২৯] আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত: ৫-৬

দানা -৪ বার

দীনাকুম -১০ বার

দীনাহুম -১০ বার এসেছে।

ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলাম সমস্ত যুগে সমস্ত নবী রাসূলের দীন। সুতরাং যে দিন থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছে সেদিন থেকেই ইসলামের উৎপত্তি। আদম আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ তা'আলা যখন পাঠিয়েছিলেন, তখনই তাঁকে ইসলামসহ পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"মানুষ একই দলভুক্ত ছিল, (অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ হলো), তারপর আল্লাহ নবীদেরকে সুসংবাদকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করলেন এবং তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন যথাযথভাবে, যাতে তিনি তাদের মধ্যে যাতে মতভেদ হয়েছে তাতে সঠিক ফয়সালা দিতে পারেন।"[৩০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশুই ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার পিতা-মাতা তাদেরকে ইয়াহূদী, নাসারা কিংবা মাজুসী বানায়।"[৩১]

সুতরাং ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা যা আল্লাহ তা'আলা আদম আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছেন। আর এটাই এমন এক জীবন ব্যবস্থা যার জন্য তিনি সমস্ত নবী রাসূলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এটিই তিনি শেষ নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছেন। ইসলামের মৌলিক ৩টি বিষয় ঈমান, ইহসান ও ইবাদত। এই তিনটি বিষয় অনুসরণের মাধ্যমে একজন মানুষ পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে উঠে।

প্রথমঃ ঈমান

ইসলাম হচ্ছে, মনে প্রাণে, মৌখিকভাবে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ইসলাম আরও বোঝায় ঈমানের ৬টি রূকনের উপর বিশ্বাস স্থাপন, ইসলামের ৫টি স্তম্ভের উপর আমল এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ইহসান অবলম্বন।

ঈমনের পরিচয় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–

---

[৩০] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা: ২১৩

[৩১] ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, *আল-জামেউস সহীহ*, (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা. বি), হাদীস নং- ১৩৫৮

"ঈমান হচ্ছে– 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেস্তাকুল, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।"[৩২]

ইসলামের বিশ্বাসগত দিকসমূহ

আল্লাহর উপর ঈমান, তাঁর ফিরিশতাদের উপর ঈমান, তাঁর গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান, তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান, আখিরাতের উপর ঈমান ও তাকদীরের ভালো মন্দের উপর ঈমান, ঈমানের এই ৬টি মূলনীতি আল-কুরআন ও হাদীসের বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন: মহান আল্লাহ রাব্বুল আল আমিনের বাণী,

"নেক কাজ শুধু এ নয় যে, 'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমরা তোমাদের মুখ ফিরাবে বরং নেক কাজ হলো, ঐ ব্যক্তির কাজ যে ঈমান আনে আল্লাহর উপর পরকালের উপর, ফেরেশতাদের উপর, কিতাবের উপর এবং নবীদের উপর।"[৩৩]

হাদীসে এসেছে

'আমাকে ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান দিন, তিনি বললেন: আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলদের এবং শেষদিনের উপর ঈমান আনয়ন করাএবং ভাগ্যের ভালো মন্দ হওয়ার উপর ঈমান রাখা। তিনি উত্তরে বললেন, আপনি সত্য বলেছেন...।"[৩৪]

১. আল্লাহর উপর ঈমান

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মুল বিষয়গুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুসারে আমল করাকে ঈমান বলে। ঈমানের রুকনসমূহের মধ্যে প্রধান রুকন হলো মহান আল্লাহর উপর ঈমান, যা ঈমানের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ মূলনীতি। এই মূলনীতির উৎসারিত এবং নির্ভরশীল হয়ে অন্যান্য মূলনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত।

'তাওহিদ' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো একত্ববাদ। মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, মহান আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়।"[৩৫]

---

[৩২] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ইমান, বাব নং- ২/৩
[৩৩] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৭
[৩৪] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৫০
[৩৫] আল-কুরআন, সূরা আশ-শুরা: ১১

"বলুন (হে নবী)! তিনি আল্লাহ। এক ও অদ্বিতীয়।"[৩৬]

তাওহিদের ৩টি অংশ

(ক) তাওহিদুর রুবিয়্যাহ (প্রভুত্বে একত্ববাদ)

(খ) তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্ববাদ)

(গ) তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ (ইবাদাতে একত্ববাদ)

"This is the most important article in Muslim theology. No statement about God seemed to Muhammad more fundamental than the declaration that God is one; and no sin seemed to him so unpardonable as associating another being with God on terms of equality. God stands alone and supreme. He existed before any other being or thing, is self-subsistent, Omniscient, and omnipotent (all seeing, all hearing, all-willing)."[৩৭]

"He is the creator, and in the awful day of judgement he is the sole arbiter who shall save the believer out of the dissolution of the world and place him in paradise."[৩৮]

২. ফিরিশতাদের উপর ঈমান

ফিরিশতাদের আরবি শব্দ আল-মালাইকাত যা মালাইকা শব্দের বহুবচন।এর অর্থ বার্তা বা বাণী। ফিরিশতাগণ হলেন যাদের সূক্ষ্ম নুরানী দেহ রয়েছে, যারা বিভিন্ন আকৃতি, চেহারা ও সম্মানিত কারো বেশ ধারণ করতে সক্ষম। যাদের বিশাল শক্তিমত্তা ও চলাফেরার অসীম ক্ষমতা রয়েছে, তাদের সংখ্যা এতবেশি যে এর সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় ইবাদত এবং নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর নির্দেশই পালন করে এবং আল্লাহরই ইবাদত করে। হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

[৩৬] আল-কুরআন, সূরা ইখলাস: ১
[৩৭] Noss, J. B., *op. cit., p* 506
[৩৮] *Ibid*

'ফিরিশতাগণ নূরের তৈরি আর জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোয়াহীন অগ্নি শিখা হতে এবং আদমকে সৃষ্টি করেছেন ঐ বস্তু হতে যা তিনি তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।'[৩৯]

৩. রাসূলগণের প্রতি ঈমান

নবি-রাসূলগণ মানুষের শিক্ষক। মানব জাতির হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যুগেযুগে বহু নবি রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দা। সকল সৃষ্টির মধ্যে তাঁরাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাঁরা মানব জাতিকে মহান আল্লাহর পথ ডেকেছেন, সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন, ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নবি-রাসূলগণের প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"বলুন রাসূল ঈমান এনেছেন তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে এবং মু'মিনগণও, তাদের সকলে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের কারো মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি।'[৪০]

৪. গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান

আসমানি কিতাবসমূহ আল্লাহ তা'আলার বাণী। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নিজ পরিচয় প্রদান করেছেন। নানা আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, সুসংবাদ, সতর্কবাণী ইত্যাদি এগুলোর মাধ্যমেই এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের নিকট এসব কিতাব পাঠিয়েছেন। দুনিয়াতে সর্বমোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করা হয়েছে। এসমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি।

"আহলে কিতাবগণ আপনার কাছে তাদের জন্য আসমান হতে একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করতে বলে।"[৪১]

এখানে গ্রন্থসমূহ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে সকল গ্রন্থ ও সহীফা যা আল্লাহ তা'আলা সেই কালামকে ধারণ করেছেন, যে কালাম তিনি রাসূলগণের প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। যেসকল গ্রন্থ আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের প্রতি নাযিল করেছেন সেগুলোর প্রত্যেকটির উপর ঈমান আনয়ন ঈমানের রুকন

[৩৯] ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ২৯৯৬
[৪০] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা: ২৮৫
[৪১] আল-কুরআন,সূরা আল-নিসা: ১৫৩

সমূহের মূলনীতি। এ রুকন ছাড়া ঈমান বাস্তবায়িত হয় না। আল-কুরআন ও সুন্নাহ সে ব্যাপারে প্রমাণ বহন করেছে। যেমন: আল্লাহর বাণী–

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, যে গ্রন্থ তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি এবং যে গ্রন্থ তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আনা। আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।"[৪২]

আসমানী গ্রন্থসমূহ

(১) তাওরাত : হযরত মূসা (আ:) এর উপর অবতীর্ণ

(২) ইঞ্জিল : হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ:) এর উপর

(৩) যাবূর : হযরত দাউদ (আ:) এর উপর নাযিল হয়

(৪) মহাগ্রন্থ আল কুরআন : হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"অতঃপর আপনার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর উপর সাক্ষীরূপে।"[৪৩]

নাযিল হওয়ার দিক থেকে আল-কুরাআন আল্লাহর সর্বশেষ গ্রন্থ এবং গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও সর্বাধিক পরিপূর্ণ। এটা পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের রহিতকারী। তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং আল কুরআন তা থেকে মুক্ত এবং আল্লাহর হেফাযত ও সংরক্ষণ দ্বারা সব কিছু থেকে সুরক্ষিত যেমনটি আল্লাহ জানিয়েছেন-

"আমরাই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক।"[৪৪]

[৪২] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা: ১৩৬
[৪৩] আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৮
[৪৪] আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর: ৯

৫. আখিরাতের উপর ঈমান

আখিরাত হলো পরকাল। আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। যেখানে মানুষের দুনিয়ার জীবনের সকল কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাত জীবনের এক একটি পর্যায়। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে মানুষ জান্নাত লাভ করবে। আর ঈমান না আনলে অসৎ কাজ করলে মানুষের স্থান হবে ভীষণ আযাবের স্থান জাহান্নাম। নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ক. কবরের শান্তি ও শাস্তির উপর ঈমান

পৃথিবীর প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং প্রত্যেকেই কবরে যেতে হবে। সেখানে তাদের নেয়ামত ও শাস্তির উপর ঈমান আনা আখিরাতের উপর ঈমানের একটি অংশ। কবরে শান্তি বা শাস্তি শরীর ও আত্মা উভয় এর উপর হবে। সুতরাং আত্মা দেহের সাথে মিলিত হয়ে প্রশান্তি লাভ করে অথবা শাস্তি ভোগ করে। তাই শান্তি বা শাস্তি-এ দু'য়ের উপরই বিশ্বাস আনতে হবে। ঈমানের যে সমস্ত মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাহর দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত বলেছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নেককারদের কবরে নেয়ামত আর গুনাহগার পাপী বদকারদের মধ্যে যারা শাস্তির যোগ্য তাদের কবরে আযাব ভোগ করার উপর ঈমান।

খ. পুনরুত্থানের উপর ঈমান

পুনরুত্থানকে আরবীতে 'আল-বাআছ' বলা হয়। এর দুটো অর্থ হয়-

প্রথম অর্থ: পাঠানো

দ্বিতীয় অর্থ: উঠানো, নড়াচড়া করানো।

আর দ্বিতীয় অর্থেই বলা হয়েছে, মৃতদের উত্থান, তাদেরকে তাদের কবর থেকে জীবিত করানো ও উঠানোর মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"অতপর আমরা তোমাদের পুনর্জীবিত করেছি তোমাদের মৃত্যুর পরে।"[৪৫]

গ. হাশর

কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, পুনরুত্থানের পর বান্দাগণ হাশরের মাঠে খালি পা, উলঙ্গ, খৎনাবিহীন অবস্থায় জমায়েতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

[৪৫] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ: ৫৬

"আর আমরা তাদের সকলকে একত্র করব আর তাদের কাউকে ছাড়ব না।"[৪৬]

ঘ. হাউজের বর্ণনা ও তার দলীল

হাউস হলো এমন এক বিরাট পানির ধারা যা আল্লাহ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হাশরের মাঠে দান করেছেন, সেখানে তিনি এবং তার উম্মত অবতরণ করবে।

ঙ. মীযানের বর্ননা ও তার দলীল

মীযান বা দাড়িপাল্লা যার রয়েছে একটি দাঁড়ি এবং দুটি পাল্লা, যার মাধ্যমে বান্দাদের আমল বা কর্মকান্ড ওজন মাপা হবে। ফলে সামান্য পরিমাণ ভালো ও মন্দের কারণে কোনো এক দিক প্রধান্য পেয়ে যাবে। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অনেক দলীল প্রমাণাদি দ্বারা মীযান সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

"আর কিয়ামতের দিন আমরা ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব, সুতরাং কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।"[৪৭]

"তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট"।[৪৮]

চ. শাফা'আত

শাফাআত শব্দের অর্থ : অসীলা ও চাওয়া। প্রচলিত অর্থ: অপরের কল্যাণ চাওয়া।

আল্লাহর নিকট শাফা'আত হলো– আল্লাহর কাছে অন্যের জন্য গোনাহ ও পাপ ক্ষমা করে দেওয়ার প্রার্থনা করা। আল্লাহর বাণী

"কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে"[৪৯] "যাকে অনুমতি দেওয়া হল সে ব্যতিত কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।"[৫০]

ছ. সিরাত

সিরাত শব্দের অর্থ স্পষ্ট রাস্তা। শরীয়তের পরিভাষায় সিরাত এমন এক পুল, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশের উপর প্রলম্বিত, যার উপর দিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে পার হতে হবে, যা হাশরের মাঠের লোকদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের রাস্তা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

[৪৬] আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ: ৪৭
[৪৭] আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ: ৪৭
[৪৮] আল-কুরআন, আল-আম্বিয়া: ২৮
[৪৯] আল-কুরআন, আল বাকারা ২৫৫
[৫০] আল-কুরআন, সূরা সাবা: ২৩

"আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমরা মুত্তকীদেরকে উদ্ধার করবো, আর যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।"[৫১]

জ. **জান্নাত**

যারা আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের জন্য প্রতিফলস্থান হলো জান্নাত। ৭ম আসমানের সিদরাতুল মুন্তাহার নিকট একটি অবস্থিত। সর্বোচ্চ জান্নাত হলো সুউচ্চ ফিরদাউস। তার উপরই আরশ অবস্থিত। আর সেখান থেকেই নহরগুলো প্রবাহিত। জান্নাতের মোট দরজা ৮টি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

"জান্নাতের ৮টি দরজা রয়েছে, তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়ান' যা দিয়ে শুধুমাত্র রোজাদারগণই প্রবেশ করবে।"[৫২]

ঝ. জাহান্নাম

কাফির, মুশরিক, বিশ্বাসগত মুনাফিকদের চিরস্থায়ী শাস্তির আবাসস্থল। আল্লাহ প্রিয় বান্দাদের জন্য যেমন চিরসুখের স্থান জান্নাত রয়েছে। ঠিক তার বিপরীত যারা আল্লাহকে প্রভু বলে স্বীকার করেনা, ইবাদত করে না বরং নাফরমানি করে তাদের জন্য রয়েছে সীমাহীন কষ্টের স্থান জাহান্নাম। জাহান্নামকে 'নার' বা 'দোজখ' ও বলে। পাপীরা জাহান্নামে ক্রমাগত অগ্নিদগ্ধ হবে। যাক্কুম নামক এক কাঁটায় দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ তাদের খাবার হিসেবে দেওয়া হবে। তীব্র পিপাসায় তাদের পান করতে দেওয়া হবে '*হামীম*' অর্থ অতি উত্তপ্ত পানি। পাপীরা জাহান্নামে অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করবে। হাদীসে এসেছে-

"তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের একাত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।"[৫৩]

৬. তাকদীরের উপর ঈমান

তাকদীর শব্দটি '*ক্বাদর*' থেকে নির্গত। শরীয়তের পরিভাষার ক্বাদর বলতে বুঝায় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার পূর্ব জ্ঞান অনুসারে তাঁর সৃষ্টি জগতে যা হবে তা নির্ধারণ করা। আল কুরআন এসেছে–

"তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তারপর নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে।"[৫৪]

---

[৫১] আল-কুরআন, সূরা মারইয়াম: ৭১-৭২
[৫২] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৩২৫৭
[৫৩] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৩২৬৫

"অবশ্যই আমরা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে"[৫৫] "আর আল্লাহর নির্দেশ ছিলো সুনির্ধারিত"[৫৬]

তাকদীরের উপর ঈমান আনা উম্মত তথা সহোবা ও তাদের পরবর্তী সবার 'ইজমা'।

দ্বিতীয়: ইহসান

"ইহ্সান শব্দটি 'হুসনুন' শব্দ হতে উদ্ভুত। এর অর্থ সুন্দর, বা সৌন্দর্য। অন্যের উপকার করা বা কোনকাজকে উত্তমরূপে ও নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা। ব্যবহারিক দিক দিয়ে ইহসান শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন: উত্তম কার্য করা বা কোন কার্য উত্তমরূপে সম্পাদন করা। তাছাড়া, দান করা, উপকার করা, সাহায্য করা, কারও সাথে সদ্ব্যবহার ও সৌজন্যমূলক আচরণ করা যাতে সে সন্তুষ্ট হয়। ব্যাপকার্থে যাবতীয় কাজের সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করাই ইহসান।"[৫৭]

প্রকারভেদ: ইহসান দু'প্রকার

১. স্রষ্টার প্রতি ইহসান,

২. সৃষ্টির প্রতি ইহসান।

স্রষ্টার প্রতি ইহসান

মহান আল্লাহ্র প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস, সুনিবিড় ও গভীরতম সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই স্রষ্টার প্রতি ইহসান। কেননা পৃথিবীতে মানুষকে পাঠানো হয়েছে কেবলমাত্র তারই ইবাদতের জন্য। আল্লাহর ঘোষণায়,

মহান আল্লাহর যাবতীয় ফরয ও নফল আদায় এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি ত্যাগ করার মাধ্যমে গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় এমনভাবে খেয়াল রাখা, যেন সে এমন সত্তার ধ্যান করছে যাকে সে ভালবাসে, ভয় পায়, তাঁর কাছে সওয়াবের আশা করে, তাঁর শাস্তির ভয় করে। আর মুহ্সিন হলেন ঐ সমস্ত লোক যারা সৎ কাজে অগ্রণী, যে সমস্ত কাজে ফযীলত রয়েছে সেগুলোতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

---

[৫৪] আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান: ২

[৫৫] আল-কুরআন, সূরা আল-কামাল: ৪৯

[৫৬] আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব: ৩৮

[৫৭] আবুবকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

"তারাতো এজন্যই আদিষ্ট হয়েছে যে, অন্যান্য যাবতীয় উপাস্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিষ্ঠা সহকারে একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে"।[৫৮] তাই আল্লাহকে সর্বাবস্তায় স্মরণ রেখে তাঁর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে তার বন্দেগী করার নামই স্রষ্টার প্রতি ইহসান।

সৃষ্টির প্রতি ইহসান

আল্লাহর সৃষ্টি জগতের উপকারসাধনই সৃষ্টির প্রতি ইহ্‌সান। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশমত সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহার, সৌজন্য প্রদর্শন, উপকার করা ও মঙ্গল কামনা করা-ই সৃষ্টির প্রতি ইহ্‌সান। আল্লাহ যেমনিভাবে মানুষের প্রতি ইহ্‌সান করেন তেমনি তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রতি ইহ্‌সান করতেও আদেশ করেন– "তুমি ইহ্‌সান কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ইহ্‌সান করেছেন।"[৫৯] অন্যত্র আল্লাহ আদেশ করেন এ ভাষায়, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আদেশ করেছেন আদল ও ইহসান করতে।"[৬০]

ইহসান সম্পর্কে আল-কুরআনে অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে,

"তোমরা ইহ্‌সান কর, নিশ্চয় ইহ্‌সানকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।"[৬১]

"যারা আমার (আল্লাহর) পথে চেষ্টা-সাধনা করে আমরা তাদেরকে পথ দেখাই-আর নিশ্চয়ই আল্লাহ (মুহসীন)- সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।"[৬২]

"তোমাদের উপর আল্লাহ্‌ যেমন ইহ্‌সান করেছেন তুমিও সেরূপ ইহ্‌সান কর।"[৬৩]

"ইহসানের প্রতিদান ইহসান-ই।"[৬৪]

"The Qur'an has through the centuries supplied Muslims with such comprehensive guidance for everyday life that their schools of the law have been able to prescribe a wide range of acts for Muslims, of either sex, from birth to death. ... The laws prohibiting wine and gambling, as well as the regulations covering the relations of the sexes and granting a higher

[৫৮] আল কুরআন, সূরা আল-বাইয়্যেনাহ: ৫
[৫৯] আল কোরআন, সূরা আল-কাসাস: ৭৭
[৬০] সূরা আল-নাহল: ৯০
[৬১] আল কোরআন, সূরা আল-বাকারা: ১৯৫
[৬২] আল কোরআন, আল-আনকাবৃত: ৬৯
[৬৩] আল কোরআন, আল-কাসাস: ৭
[৬৪] আল কুরআন, সূরা আর-রহমান: ৬০

status to women, must have meant to Muhammad's early followers a considerable change in their moral life.''[৬৫]

তৃতীয়ঃ ইবাদত

ইসলামের কার্যগত দিকসমূহ

ইসলাম ৫টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুয়ার হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"ইসলাম ৫টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত; এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সঠিক উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর 'রাসূল'; সালাত কায়েম করা'; যাকাত আদায় করা; রমযানে সাওম পালন করা এবং আল্লাহর ঘরে হজ্জ পালন করা।"[৬৬]

'হাদীসে জিবরীল নামে খ্যাত এক হাদিসে এসেছে, 'তিনি বলেন–

"হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "ইসলাম হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত হক্ক কোনো মা'বুদ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রামদানের সাওম পালন করা, আর যদি আল্লাহর ঘরে যাওয়ার সামর্থ থাকে তবে তার হজ্জ করা। তিনি (জিবরীল) বললেন-আপনি সত্য বলেছেন...।"[৬৭]

শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রদান করার অর্থ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তাকে ব্যতীত আর কাউকে ইবাদত করা যাবে না। আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' এর অর্থ, তিনি যা নির্দেশ করেছেন তা মেনে তার অনুসরণ করা, যা নিষেধ করেছেন তার থেকে বিরত থাকা, যা কিছুর সংবাদ দিয়েছেন তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং তিনি যেভাবে পথনির্দেশ করেছেন কেবলমাত্র সেভাবেই আল্লাহর ইবাদত করা। এই দুটি সাক্ষ্য ইসলামে প্রবেশের পথ এবং তার মহান স্তম্ভ। কোনো ব্যক্তি মুসলিম হতে পারবেনা যতক্ষণ না সে এই সাক্ষ্য মুখে স্বীকার করবে এবং অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং যে অনুযায়ী আমল করবে।

---

[৬৫] Noss, J. B., op. *cit., p* 510

[৬৬] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ইমান, হাদীস নং- ৮

[৬৭] ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, কিতাবুল ইমান, বাব নং- ২/৩৭

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

শাহাদাত প্রসঙ্গে K. N. Tiwari তার গ্রন্থে লিখেছেন,

"This repetition is intended not merely as a recital of words quite unmindfully but as a reaffirmation of the whole conviction that Allah is the only supreme God and that this important message has been brought to the people of the world by the revered Mohammad.[৬৮]

"Acceptance of this confession of faith and its faithful repetition constitute the first step in being a Muslim. These simple words are heard everywhere in the Muslim world and come down as if out of the sky from the minaret in the muezzin's call to prayer."[৬৯]

সালাত প্রতিষ্ঠা করা

সালাত ইবাদতগুলোর মধ্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সালাত বান্দা ও প্রভুর মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করে, সালাত প্রতিষ্ঠার দ্বারা বান্দা তার প্রভুর আনুগত্য প্রকাশ করে।

সালাতের শাব্দিক অর্থ দু'আ। সালাত আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো নামায। সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দোয়া করে, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তাই একে সালাত বলা হয়। ইসলাম যে ৫টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তার দ্বিতীয়টি হলো সালাত। মহান আল্লাহ মুমিনের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত ফরজ (আবশ্যক) করেছেন। সালাত একজন মু'মিনকে মন্দ ও গর্হিত কাজ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৭০]

[৬৮] Tiwari,K. N. *op. cit.*, p. 165
[৬৯] Noss, J. B., op. *cit., p* 511
[৭০] আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবুত: ৪৬

নামায সম্পর্কে আল্লাহর আদেশসূচক আয়াত

সালাত এর আভিধানিক অর্থ দোয়া করা, ক্ষমা চাওয়া, গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করা, কারো দিকে মুখ করা, অগ্রসর হওয়া এবং নিকটবর্তী হওয়া। কুরআনের পরিভাষায় নামাযের অর্থ হলো আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেয়া, তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া, তাঁর কাছেই চাওয়া এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়া। শরীয়তে এর অর্থ- এক বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর গুণগান করা, যাকে রুকু, সিজদা ও তাশাহুদ রয়েছে। রাসূলের সাল্লালাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাত্রে উম্মতে মোহাম্মাদীয় উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়। ঈমানের পর ইসলামের প্রধান স্তম্ভ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে নামায। ঈমান আনার সাথে সাথেই প্রত্যেক বালেগ ও আকেল লোকের উপর নামায আদায় করা ফরজ। রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- নামায হলো মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পবিত্র কুরআন যত আয়াতে নামাজের কথা বলেছে, প্রত্যেক স্থানে 'আকিমুস সালাত' বা সালাত কায়েম করার কথা বলেছে। 'ইকরামুস সালাত' বা নামাজ পড়ার কথা বলা হয়নি। কাজেই প্রত্যেক ইমানদারের দায়িত্ব হল নামাজ কায়েম করা। এই কায়েম হওয়া উচিৎ নিজের মন, মননে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে দৃঢ়ভাবে। নামায সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফের বহু স্থানে সরাসরি আদেশ দিয়েছেন।

সালাতের অর্থ

"সোয়াদ, লাম, ওয়াও শব্দমূল হইতে গঠিত। আভিধানিক অর্থ দুয়া, তাসবীহ, ইস্তিগাফার (ক্ষমা প্রার্থনা) রাহমাত ছানা (প্রসংসা), দয়া করুনা কামনা। সালাত শব্দটি যখন আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন ইহার অর্থ হয় রাহমাত আর যখন মাখলুক অর্থ্যাৎ ফেরেশতা, জিনের, দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন ইহার অর্থ হইবে কিয়াম, রুকু ও সিজদা, আর পক্ষী ও কীট পতঙ্গের দিকে সম্পর্কযুক্ত হয় তখন ইহার অর্থ হইবে তাসবীহ। পারিভাষিক অর্থ সালাত সেই সুনির্দিষ্ট ইবাদতের নাম যা আরকান-ই-ইসলাম তথা ইসলামের স্তম্ভসমূহ অন্তর্গত।"[৭১]

"ইবনুল আছীর আন নিহায়া: নামক গ্রন্থে সালাতের অর্থ লিখেছেন,

[৭১] ইসলামি বিশ্বকোষ, *সালখাদ আস স্লাবী*, ২৪ খন্ড (২য় ভাগ), সম্পাদনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, রবিউল আউয়াল, ১৪২০/জুলাই, ১৯৯৯. পৃ. ১১১

এক দু'আ, যেহেতু দু'আ সালাতের এক অংশ। তাই (মাজায মুরসাল হিসেবে) অংশের ভিত্তিতে পূর্ণ বিষয়ের নাম রাখা হইয়াছে। দুই অভিধানিক অর্থ তা'জীম আর এই সুনির্দিষ্ট ইবাদতকে এজন্যই সালাত বলা হয়েছে যে, ইহার মধ্যে আল্লাহর তা'জীমই আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।"[৭২]

সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

সালাত অন্তরে তৃপ্তি, আত্মার শান্তি ও মুক্তি দান করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো কঠিন কাজের সম্মুখীন হতেন তখন তিনি সালাত আদায়ের দিকে ছুটে যেতেন। সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতাশগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন। সালাত মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে বান্দা তাঁর প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করে। ঈমান মজবুত হয়, আত্মা পরিশুদ্ধ হয়।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৭৩]

"পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপমা ঐ প্রবাহমান নদীর ন্যায় যা তোমাদের কারও দরজার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে তথায় সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে।"[৭৪]

সালাতের সামাজিক গুরুত্ব

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে বহুস্থানে সম্মিলিতভাবে সালাত আদায়-এর কথা রয়েছে। সালাত এর কারণে দৈনিক ৫ বার মুসলমানগণ একত্র হবার সুযোগ পান। একে অপরের খোজ খবর নিতে পারেন। তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। নামাযের সারিতে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ফলে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে সাম্য সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তা'আলা ও জামাতে সালাত আদায় এর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"[৭৫]

সালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নিয়ামত ও কল্যাণপ্রসূ উপহার। সালাত মানুষকে সকল পাপাচার, অশ্লীলতা, প্রকৃতি পূজা এবং পার্থিব ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসের অন্ধ মোহ থেকে মুক্তি দান করে এবং পাক-পবিত্র ও শুচি শুভ্র আদর্শ জীবনের অধিকারী করে তোলে। সালাত মানুষের হৃদয়ের সকল সুকুমার বৃত্তি বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করে তোলে।

---

[৭২] ইসলামি বিশ্বকোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

[৭৩] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা- ১৫৩

[৭৪] ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন নিশাপুরী, *আস-সহিহ* (কায়রোঃ দারুল হাদীস, তা. বি) হাদীস নং- ৬৬৭

[৭৫] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাঃ ৪৩

সালাত কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও সময় নিষ্টার শিক্ষা দেয়। মুমিন মুসিলম ব্যক্তিকে দৈনিক ৫ বার নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করতে হয়। এটা যে কোনো মানুষকে জীবনে সময় নষ্ট না হতেও শিক্ষাদান করে। কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠার পেছনে সালাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ৫ বার নিয়মিত সঠিকভাবে সালাত আদায় করে, তাঁর মনে মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। সুতরাং সে তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেনা। সালাত তাকে সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধে সচেতন করে গড়ে তোলে। এরূপ ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রে অত্যন্ত দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে এবং জাতির অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়। সালাত মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অল্পে তুষ্টি অধ্যবসায় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলির উৎকর্ষ সাধন করে এবং বিপদাপদ ও জীবনের সংকটময় মুহূর্তে এসবই শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। বিপদাপদও সংকটময় মুহূর্তে সালাতের মাধ্যমে সহায়তা ও শক্তি অর্জনের উপদেশ দেয়।

আল হাদিসে সালাতের বর্ণনা

আল হাদীসে নামাযের বর্ণনা

"...রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে বললো এ ছাড়া আমার আরো নামায আছে কি? তিনি বললেন না তবে নফল নামায পড়তে পারো।"[৭৬]

ইসলামের ব্যাপক বৈশিষ্ট্য

"বলো আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম অতঃপর এর উপর অবিচল থাকা।"[৭৭]

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন কাজটি সবথেকে ভালো? তিনি বললেন, অভূক্তকে খাওয়ানো এবং চেনা অচেনা সবাইকে সালাম দেওয়া।" [৭৮]

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, কোন ধরনের মুসলিম উত্তম, তিনি বললেন যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলিমরা নিরাপদ।[৭৯]

"যার মধ্যে ৩টি বৈশিষ্ট্য আছে, সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে (এক) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছুর চেয়ে তাঁর নিকট অধিক প্রিয় (দুই) সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই কাউকে ভালোবাসে (তিন)

[৭৬] ঈমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং- ৮
[৭৭] প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৬৭
[৭৮] প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৮
[৭৯] প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৯

আল্লাহ তাকে কুফরী থেকে মুক্তি দানের পর পুর্ণবার কুফরীর মধ্যে ফিরে যেতে সে এতটা অপছন্দ করে যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে অপছন্দ করে।'[৮০]

ইমান মুহাম্মদ বাকী (রা:) বলেন,

"নিজেদের সালাতে অলসতা করিও না। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকালের সময় বলিয়াছিলেন; সালাতকে যে হাল্কা কিংবা গুরুত্বহীন মনে করিবে সে আমার কেহ নহে।"[৮১]

সালাত সম্পর্কে অন্যান্য মনীষীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা

K. N. Tiwari, A. C. Bouquet এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন,

"Accosding to A. C. bouquet, the innate psychological skill with which these devotional postures are planned is "remarkable, and the nearest parallel is to be found in the system of *Yoga* postures in India."[৮২]

John B. Noss তাঁর *Man's Religion* গ্রন্থে বলেছেন "In town or country or on tha desert, the devotee typically goes through a ritual of ablution, rolls out his prayer-rug, stands reverentially and offers certain prayers; bows down toward Mecca with hands on knees, to offer Allah less a petition than ascription of praise and declarations of submission to his holy will; then straightens up again, still praising Allah; then falls prostrate, kneeling with his head to the ground, glorifying God the while; then sits up reverentially and offers a petition: and finally bows down once more."[৮৩]

[৮০] প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৭৩
[৮১] ইসলামী বিশ্বকোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০
[৮২] Tiwari, K. N., *op. cit.*, p. 165
[৮৩] Noss, J. B., op. *cit., p* 511

যাকাত আদায় করা

যাকাত অর্থ

"বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া কখনো প্রশংসা, পবিত্রকরণ ও সংশোধণ অর্থে ব্যবহৃত। এ হিসেবে সম্পদের যে অংশ বের করা হয় তাকে যাকাত বলে। কারণ এর দ্বারা বরকতের মাধ্যমে মান বৃদ্ধি পায়। আর ক্ষমার মাধ্যমে ব্যক্তিকে পবিত্র করা হয়। যাকাত আদায় এর মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ হয়। আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গজব থেকে সমাজ মুক্ত ও পবিত্র হয়।"[৮৪]

অর্থনৈতিকভাবে ধনী ও গরিব উভয়শ্রেণির মানুষ সমাজে রয়েছে। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে মহান আল্লাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন। যাকাত আদায় এর মাধ্যমে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে সবল হয়ে ওঠে। ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হয়। এতে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্টখাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।

নিসাব হলো নূন্যতম সম্পদ যা থাকলে যাকাত ফরজ হয়। ইসলামে সালাত এর পরপরই যাকাত এর স্থান। যাকাত এর মাধ্যমে বিত্তশালীদের অর্থ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিত্তহীনদের দেওয়া হয়। এই আদান প্রদানের ফলে কর্পকহীন ব্যক্তি অর্থপ্রাপ্ত হয় এবং গোটা সমাজের অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হৃদয় পবিত্র হয়। ধনশালী ব্যক্তির অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে তার হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। সর্বনিম্ন যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত পরিমাণ মালের ওপর যাকাত প্রদান করা ফরজ বা অপরিহার্য করা হয়েছে তাকে নিসাব বলে। টাকার ক্ষেত্রে চল্লিশ, রূপার ক্ষেত্রে বাহান্ন তোলা, সোনার ক্ষেত্রে সাত তোলা, পণ্যদ্রব্যের হিসাবে রূপার অনুরূপ, পশুর ক্ষেত্রে ৫টি উট, ৩০টি গরু, ৪০টি ছাগল, শস্যের ক্ষেত্রে পাঁচটি 'ওয়াসাক' বা ছাব্বিশ মণ দশ সের (মতান্তরে আঠার মণ সাড়ে পঁয়ত্রিশ সের)। যাকাতের নির্ধারিত উদ্বৃত সম্পদের হার সাধারণভাবে শতকরা আড়াই ভাগ ধার্য করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"ধনীদের সম্পদে ভিখারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[৮৫]

[৮৪] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আব্দুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১

[৮৫] আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত: ১৯

যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ-ধনীদের সম্পদে দরিদ্রের নির্ধারিত পরিমাণ অংশের মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় যাকাত শুধু অপরিহার্য কর্তব্য নয়, এটা একটা জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শাসন ভার গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর কর্মচারীদের মাধ্যমে যাকাত আদায় করে 'বায়তুল মালে' জমা দিতেন। যাকাতের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ, দুঃস্থ, মিসকিন, গরিব, অকর্মন্যদের প্রতিপালনের কাজে ব্যয়িত হতো। যাকাতের মাল সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যাপারে ব্যক্তিগত অধিকার ছিলো না, রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলেও এই নিয়ম চালু ছিল।

যাকাত বন্টনের ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ সুস্পষ্ট। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে ভারসাম্যমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র কল্যাণকর ও স্থায়ী সেতুবন্ধন। ইসলামি নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক বিধান মেনে চললে সমাজে কখনো ধনী-দরিদ্রের গগণচুম্বী পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে না। প্রচলিত সমাজে ধনী দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হলেও ইসলামের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হলে এ বৈষম্য বিদ্যমান থাকতে পারে না। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা হচ্ছে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক সেতুবন্ধন।

আল কুরআনে বলা হয়েছে,

''যাকাত খাত নির্ধারিত করে দেওয়া হলো ফকীর, মিসকীন, যাকাত বিভাগের কর্মচারী আর যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য আর দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্থ, আল্লাহর পথে, মুসাফিরদের জন্য এ হচ্ছে আল্লাহর সুনিশ্চিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত ও প্রজ্ঞাময়।''[৮৬]

যাকাত বিধান মানুষের প্রতি সহমর্মিতা সংবেদনশীলতার মাধ্যমে বিশুদ্ধ, পবিত্র, মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠনে অবদান রেখেছে। কুরআনুল কারীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

[৮৬] আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ: ৬০

''আপনি তাদের সম্পদ হতে যাকাত আদায় করে দিন, যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে বিশুদ্ধ, মার্জিত করতে পারেন এবং তাদের রহমতের দো'আ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দো'আ হৃদয়ে স্বস্তি আনয়ন করবে। আল্লাহ সুক্ষ্মশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।''[৮৭]

যাকাত ব্যবস্থা দুঃখ বেদনা ও দারিদ্র মোচনের ক্ষেত্রে একমাত্র সুনিশ্চিত কার্য পন্থা। দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির ব্যাপারে একমাত্র যাকাত ভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম। জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামি সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেছেন,

"আমার রাজত্বে ফোরাতের উপকূলে একটি ছাগলছানাও যদি না খেয়ে মারা যায়, তবে আল্লাহর আদালতে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।''

যাকাতভিত্তিক ইসলামি অর্থনীতি আদতে দুঃখী দরিদ্র বিত্তহীন মানুষের দুঃখীজীবনের অবসানে অবদান রাখতে সক্ষম। উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, অভাবগ্রস্ত, ভিক্ষুক, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, বন্দী কৃতদাস মুক্তি, নওমুসলমানদের হৃদয়তুষ্টি, ঋণগ্রস্থ, ঋণ মুক্তি তথা সকল প্রকার দুঃস্থদের পুর্ণবাসনের জন্য যাকাত ব্যবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

আল-হাদীসে যাকাতের বর্ণনা

"মুজাহিদ ইবনে মূসা (র)... আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মাল আছে, অথচ সে তার যাকাত প্রদান করেনি, (কিয়ামতের দিন) সেগুলো বিষধর অজগর সাপে পরিণত হয়ে তার গলায় বেড়ি হবে। সে সাপের ভয়ে পালাতে থাকবে কিন্তু সাপ তার পিছু ধাওয়া করতে থাকবে। এর সত্যতা সমর্থনে তিনি তিলওয়াত করেন, "আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা কল্যাণকর এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যাতে তারা কৃপণতা করতে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি হবে। (৩:১৮০)"[৮৮]

[৮৭] আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ: ১০০

[৮৮] আবু আব্দুর রহমান আহমাদ আন-নাসাই (রহ), *সুনান-আন-নাসাই*, অধ্যায়: ২৩, অনুচ্ছেদ- ২, হাদীস নং: ২৪৪৩

পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ শস্যের মধ্যে কোন যাকাত নেই। পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কমে (রৌপ্যের দ্রব্যের জন্য) যাকাত নেই।"[৮৯]

"ইবনুল আব্বাস (রা.) বলেন, আবু সুফিয়ান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও পবিত্রতা রক্ষার আদেশদেন। ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয (রা) কে ইয়ামনে প্রেরণ করেন। অতঃপর বললেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি প্রশ্ন করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে সদাকাহ ফরজ করেছেন। যেটা ধনীর নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে প্রদান করা হবে।"[৯০]

"আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পন্য করেছে, তাদের ধারনা করা উচিত নয়, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যানকর হবে। অচিরেরই ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে। আল- ইমরানঃ ১৮০"[৯১]

"খালিদ ইবনু আসলাম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) এর সাথে বের হলাম। এক মরুবাসী তাঁকে বললো, আল্লাহ্ তা'আলার বানী, 'যারা সোনা-রূপা জমা করে

[৮৯] ইমাম আবু হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল যাকাত, অনুচ্ছেদঃ ১, হাদীস নংঃ ২১৩৫

[৯০] শাইখ ইমামুল হুজ্জাহ আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ্ আল বুখারী আল জু'ফী, *সহীহুল বুখারী*, যাকাত অধ্যায়ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীস নংঃ ১৩৯৫।

[৯১] ঈমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পর্বঃ ২৪/৩, হাদীস নংঃ ১৪০৩

রাখে আর আল্লাহর পথে তা ব্যায় করে না এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করুন। ইবনু' উমার (রা.) বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে আর এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য রয়েছে শাস্তি এতো ছিল যাকাত বিধান অবর্তীর্ণ হওয়ার আগের কথা। এরপর যখন যাকাত বিধান অবতীর্ণ হলো তখন একে আল্লাহ ধন-সম্পদের পবিত্রতা অর্জনের উপায় করে দিলেন।"[৯২]

"The *Zakat* is neither alms nor a tax, but a little of both, with stress laid on the individual to respect Muslim Social, moral, and spiritual values or face cammunity disapproval."[৯৩]

রমযানে সিয়াম বা রোজা রাখা

'সাওম' আরবি শব্দ। এর ফারসি প্রতিশব্দ হলো রোযা। এর আবিধানিক অর্থ বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নারী ও পুরুষের উপর রমযান মাসের এক মাস সাওম পালন করা ফরজ। এটা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে একটি।

সিয়াম শব্দের অর্থ বিরত থাকা। রমজান আল্লাহর, আনুগত্য পাবার বিরাট একটি রহমত। রমযান বান্দার জন্য এক বিরাট আমানত ও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট অনুগ্রহ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁকে এই অনুগ্রহ দান করেন। এর মাধ্যমে বান্দার সৎ কর্ম বৃদ্ধি পায়, তাঁর মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। আর এজন্য তাদের আমলনামার লেখা হয় মহাপুরস্কার ও সওয়াব। ফলে তারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সমর্থ হয়। মহান আল্লাহ রব্বুল আল আমিনের ভয়ে ও তাকওয়ায় তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাওম পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলের উম্মদের উপর কার্যকর ছিলো। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

''হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সাওম বা রোযা ফরয করা হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিলো। যাতে তোমরা তাকওয়া হাসিল করতে পারো।"[৯৪]

ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বীদেরও সাওম বা রোযা ফরজ ছিলো। নাসারা বা খ্রিস্টানদের ধর্মেও সাওম প্রবর্তিত ছিলো। আল্লাহ সাওমকে ফরজ করেছেন সাওমের মাধ্যমে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের দিকে

[৯২] ঈমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ১৪০৪
[৯৩] Noss, J. B., *op. cit., p.* 511
[৯৪] আল-কুরআন, সূরা-আল বাকারাহ: ১৮৩

ধাবিত করেন মহান আল্লাহ। সাওম এর মাধ্যমেই আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।''[৯৫]

সাওম হলো এক সার্বজনীন ইবাদত যা সাওম পালনকারীকে সজিবতা দান করে, হৃদয়ের পবিত্রতা ও চিন্তাধারায় বিশুদ্ধতা আনায়ন করে। সাওম পালনের মাধ্যমে বান্দা এক রুহানি তৃপ্তি লাভ করেন। সাওম পালনকারীর জন্য মহান আল্লাহ নিজে পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন, ''সাওম আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার প্রদান করবো।''[৯৬] প্রত্যেক সক্ষম মুসলিম নর-নারীর জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে। রোজার প্রকৃত হাকীকত ও তাৎপর্য হলো তাকওয়া ও হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাকওয়া হলো, আল্লাহর ভয়েভীত হয়ে পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার মাধ্যমে হৃদয়ের একটি বিশেষ অবস্থানে পৌঁছানো। তাকওয়া অর্জনের পর মানুষের হৃদয় আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পাপাচারের প্রতি দিন দিন আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকে। একারনেই ইসলাম রোজার প্রকাশ্য বিধিবিধানের প্রতি গুরুত্বআরোপের পাশাপাশি হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জনের প্রতি বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। রোজা যাতে অন্তঃসার শূণ্য আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না হয় এবং তা যেন একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই পালন করা হয় এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান ও ইহসান তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও উত্তম বিনিময় লাভের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রামাদানের রোজা রাখবে তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"[৯৭]

রোজার মাধ্যমে নৈতিক পরিশুদ্ধতা ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করা যায়। যে সমস্ত কাজ রোজার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থি এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তিনি মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

''রোযা অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে সংঘাত লিপ্ত হয় তবে সে যেন বলে, 'আমি রোজাদার।'[৯৮]

[৯৫] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৪
[৯৬] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৪৭৯২
[৯৭] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৩৮
[৯৮] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ১৮৯৪

অন্য হাদীসে মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

''রোজা ঢালস্বরূপ, যদি না সে নিজেই তা বিদীর্ণ করে দেয়।''[৯৯]

মিথ্যা ও গীবত রোজার বরকত নষ্ট করে দেয়। রোজা সৎকাজে অনুপ্রাণিত করে এবং অসৎ কাজ থেকে ব্যক্তিকে দূরে রাখে, নেক আমলের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হয়। তাই রোজাদার ব্যক্তিকে ইবাদাত, তিলাওয়াত, যিকর ও তাসবীহ মগ্ন থেকে সহানুভূতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতার মাধ্যমে আখিরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবির পথ করে নেওয়ার প্রতি বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। রোজার বরকতে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, মহত্ত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কেননা, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ব্যক্তিই কেবল ক্ষুর্ধাত্ব ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট বুঝতে পারে।

অপরদিকে কোনো ব্যক্তি যখন সাওম পালন করে তখনই উপলব্ধি করতে পারে যে, যারা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তারা কত কষ্টে কালাতিপাত করছে। আর তখনই আনাহার ক্লিষ্ট মানুষের প্রতি তার অন্তরে সহানুভূতি উদ্রেগ হয়। সাওম পালনের মাধ্যমে সাওম পালনকারীর আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মানুষ মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ে কিছুই পানাহার করে না। মানুষ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-ক্ষোভ ও কামভাবের বশবর্তী হয়ে অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। সাওম মানুষকে এসব কাজ থেকে মুক্ত থাকতে শেখায়। সাওম হলো কোনো ব্যক্তি ও তার মন্দ কাজের মধ্যে ঢাল স্বরূপ। সাওম পালনের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জন করা যায়।

সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। নিরন্ন অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়।

রমযান মাসে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের দান সাদকা করতে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি নিজেও তেমনিভাবে খুব দান-সাদকা করতেন।

সাওম একটি মৌলিক ফরজ কাজ। সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু সাওম এর প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে এসেছে–

''সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।''[১০০]

---

[৯৯] ইমাম নাসাঈ, আবু আব্দুর রাহমান আহমাদ ইবনে শোয়াইব, *আস-সুনান* (হালব; আল-মাতবু'আত আল ইসলামিয়া, ১৩৪৮ হিজরী) হাদিস নং ২২৩৩

[১০০] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৪৭৯২

সাওম পালনকারী ব্যক্তি অন্যায় অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার করে চলেন। হানাহানি খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকেন। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। অধিক সাওয়াব এর আশায় একে অপরকে সেহেরি ও ইফতার করায় এবং অভাবীকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বন্ধন আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয়। মানব জীবনে রোজার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হাদীসে এসেছে,

"রোজাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের ঘ্রানের চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট"।[১০১]

সিয়াম সম্পর্কে আল হাদিসের বর্ণনা

"রমযান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। দোজখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলে বন্দী করা হয়।"[১০২]

"মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মানব সন্তানের যাবতীয় কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোযা, এটা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিবো।' সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতের মুঠোয় মুহম্মাদের জীবন। নিশ্চয় রোজাদারদের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।"[১০৩]

"আবু হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মত তর্ক করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুইবার বলে, আমি সাওম পালন করেছি। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট। সে আমার জন্য আহার, পান কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এ পুরস্কার আমি নিজেই দানকরব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশগুন।[১০৪]

"আলী ইবনে হুজুর (রা) বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমযান মাস শুরু হলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোজখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানের দলকে শৃঙ্খলিত করা হয়।"[১০৫]

---

[১০১] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৮৯৪

[১০২] ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুস সিয়াম, অনুচ্ছেদ- ১, হাদীস নং- ২৩৬৩

[১০৩] ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ- ২৩, হাদীস নং- ২৫৭০

[১০৪] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়- ৩০/২, হাদীস নং- ১৮৯৪

[১০৫] আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন-নাসাঈ (রহ), *সুনান আন-নাসাঈ*, অধ্যায়: ২২, অনুচ্ছেদ- ৩, হাদীস নং: ২০৯৯

"তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত যে, এলোমেলো চুলসহ একজন গ্রাম্য আরব আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমাকে বলুন আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কত সালাত ফরজ করেছেন? তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তা স্বতন্ত্র কথা। এর পর তিনি বললেন, বলুন। আমার উপর কত সিয়াম আল্লাহ তা'আলা ফরজ করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রমযান মাসের সওম; তবে তুমি যদি কিছু নফল সিয়াম আদায় কর তা হল স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন আল্লাহ আমার উপর কী পরিমাণ যাকাত ফরজ করেছেন? রাবী বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহর আমার উপর যা ফরজ করেছেন, আমি এর মাঝে কিছু বাড়াবো না কমাবও না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করবে।"[১০৬]

হজ্জ

হজ্জ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। সংকল্প করা। নির্ধারিত শর্তসহ নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করার জন্য মক্কায় গমন করার ইচ্ছা করাকে হাজ্জ বলে। হজ্জ ইসলামের ৫ম ভিত্তি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়,

''আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যিলহজ্জ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পবিত্র বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহে যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে।'

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "যখন আমি ইব্রাহীমকে কাবা গৃহের স্থান নির্ধারণ করে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কোন কিছু শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাওয়াককারীদের জন্য। সালাতে দন্ডায়মান লোকদের জন্য রুকুকারীদের ও সিজদাকারীদের জন্য এবং মানুষের নিকট হাজ্জ এর ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূরদূরান্তর পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু হতে যা রিযক দান করেছেন এর উপর নির্দিষ্ট দিন গুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারবে অতঃপর নিজেদের শরীরের

[১০৬] ঈমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: ৩০/১, হাদীস নং: ১৮৯১

অপরিচ্ছন্নতা এবং নিজেদের মানৎ পূর্ণ করে ও প্রাচীন কাবাগৃহের তাওয়াক করে। এটাই বিধান। আর যে কেউ আল্লাহর পবিত্র অনুষ্ঠান সমূহের মর্যাদা রক্ষা করে তার জন্য তা হবে তার রবের কাছে উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু। ঐগুলো ছাড়া যা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা দূরে থাক মূর্তি পূজার অপবিত্রতা হতে এবং দূরে থাক মিথ্যা কথা হতে।[১০৭]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেছেন, "আল্লাহর ঘরের সম্মান ও মহত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা যিয়ারত করার সংকল্প গ্রহণই হচ্ছে হজ্জ।"[১০৮]

আল্লামা কিরমানী লিখেছেন, "কা'বা ঘরের অনুষ্ঠানাদি পালন এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়াই হচ্ছে হজ্জ।[১০৯]

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন সূরা আল ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে হজ্জ ফরজ করা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবীর মতে, ৫ম হিজরীতে হজ্জ ফরজ করা হয়েছে। 'নিসানুল আরব' গ্রন্থে আল আযহারী (র.) বলেছেন, "হজ্জ এমন সব পন্থাকে বলা হয়, তর্ক বিতর্ককালে যাহার মাধ্যমে বিরোধী পক্ষের উপর বিজয় অর্জিত হয়।"[১১০]

"হজ্জ মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন অনেক কল্যাণ বয়ে আনে। হজ্জ এর মধ্যে নানা প্রকারের ইবাদাত এর সমাবেশ ঘটেছে, যেমনঃ কাবা শরীফে তাওয়াফ করা, সাফা মারওয়ার মাঝে সা'ঈ, আরাফাতে মিনায়, মুযদালিফায় অবস্থান করা, কঙ্কর নিক্ষেপ, মিনায় রাত্রি যাপন, হাদী জবেহ, মাথার চুল মুড়ানো, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর নিকট বিনয় নম্রতা প্রকাশের জন্য বেশি বেশি যিকর করা। তাই হাজ্জ পাপমোচন ও জান্নাত লাভের অন্যতম কারণ।"[১১১]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করলো আর যে নির্লজ্জ কোনো কথা বার্তা ও ফাসেকী কোনো কর্মে লিপ্ত হলো না সে তার পাপ হতে ফিরে আসলো সেই দিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো।[১১২]

---

[১০৭] আল-কুরআন, সূরা আল হজ্জঃ ২৭-২৮

[১০৮] ঈমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ ১, টীকা।

[১০৯] ঈমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ ১, টীকা।

[১১০] ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২৬ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৮১।

[১১১] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আব্দুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২।

[১১২] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৫২১

বিশ্বের সকল মুসলমান একে অপরের ভাই। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে আগত মুসলমানদের আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়স্থানে একে অপরের মিলন, পরস্পরের পরিচয় লাভ, কল্যাণকর ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করার সুযোগ এটা এক বিশেষ রহমত। এর মাধ্যমে তাদের আক্বীদাহ, ইবাদাতে উদ্দেশ্য ও ওয়াসিলায় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটে। আর এই একত্রিত হওয়ার মাধ্যমেই তাদের মাঝে পরস্পর পরিচয় লাভ, বন্ধুত্ব সৃষ্টি এবং একে অপরের জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে আল্লাহর কথাই বাস্তবায়িত হয়। হজ্জ অতি উত্তম কাজের মধ্যে অন্যতম। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন কাজটি অতি উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন– আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। বলা হলো তারপর কোনটি? তিনি বললেন, গৃহীত হজ্জ।''[১১৩]

"পবিত্র হজ্জ পালনের মাধ্যমে দরিদ্রতা ও পাপ মোচন হয়। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''তোমরা হজ্জ ও উমরাহ পর্যায়ক্রমে করতে থাক। কারণ এ দুইটি দরিদ্রতা দূর করে আর পাপ মোচন করে। যেমন কর্মকারের অগ্নিকুন্ড লোহার, সোনার ও রূপার মরিচা দূর করে। আর গৃহীত হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত।"[১১৪]

হজ্জ মুসলিম উম্মাহার মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব মানব ঐক্য ও অবিচ্ছেদ্য সংহতির এক মহান নিদর্শণ। বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে নবী করিম মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''আরবের উপর অনারবের এবং অনারবের উপর আরবের কোনা প্রাধান্য নেই, সব মানুষই একই আদমের সন্তান।''[১১৫] হজ্জ এর মাধ্যমে আল্লাহর ঘরের জিয়ারতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর দিদার প্রার্থনা করে। বান্দা আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর তাওহীদ মেনে চলার ঘোষণা দেয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বুনিয়াদে সমগ্র জীবন পরিচালনার প্রতিশ্রুতি তালবিয়ার মাধ্যমে প্রদান করে। হজ্জের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সাদা, কালো, দীর্ঘকায় ও ক্ষুদ্রাকৃতি হৃষ্ট, পুষ্ট, জীর্ণ-শীর্ণ, বিচিত্র ভাষা ও বিচিত্র বর্ণের লোকদের আরাফাতে ও কাবার চারপাশে তাওয়াফ করা অবস্থায় একত্রিত করে সম্প্রীতি ও মৈত্রীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও সুমহান শিক্ষা প্রদান করে।

---

[১১৩] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৭৭৩
[১১৪] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৮১০
[১১৫] বিদায় হজ্জের ভাষণ, আরাফাতের ময়দান

হজ্জ এমন একটি ইবাদাত যেখানে দৈহিত ও আর্থিক ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, আত্মার পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এক মহান নি'আমত। হজ্জ মুসলিম উম্মতের জন্য হাশরের ময়দানের এক বাস্তব চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এই শিক্ষা ও স্বরণের মাধ্যমে দুনিয়াতে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার অনুপ্রেরণা লাভ করে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''এক উমরাহ হতে অপর উমরাহ এই দুইয়ের মাঝে কৃত পাপের কাফ্ফারা। আর গৃহীত হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত।''[১১৬]

হজ্জের মহানব্রত মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বজনীন জাতীয়তা, কাবা কেন্দ্রীক সভ্যতা ও তাওহীদ তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সার্বজনীন সমাজ গঠনের এক বাস্তব নমুনা। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মতের এর মধ্যে বিশ্বজনীনতার এক অনুপম আদর্শ প্রতিফলিত হয়।

"পবিত্র হজ্জের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহর রাহে উৎসর্গকৃত প্রাণের অধিকারী মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইব্রাহিম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ) ও হাজেরা (আঃ) এর ত্যাগ তিতীক্ষা, শ্রম কুরবানী আত্মসর্ম্পণ ও অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ সুমহান ঐতিহ্য হৃদয় মনকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। তাঁদের ত্যাগ তিতীক্ষার শিক্ষণীয় ঘটনাবলী মুসলিম মন-মানসকে অভিভূত করে, ত্যাগ তিতীক্ষার প্রেরণাকে চির জাগ্রত করে তোলে।"[১১৭] আল্লাহর ঘরের যিয়ারত ও আরাফাতের তাওবাহ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাহ মাগফিরাতের এক মহান সুযোগ লাভ করে।

হালাল অর্থ এর মাধ্যমে হজ্জ সম্পাদনকারীর ক্ষমা লাভের নিশ্চয়তা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছেন। হজ্জ ঐ সমস্ত ধনী মুসলামানদের উপর ফরজ যাদের পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজ্জের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন, ''মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে তার উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা অবশ্য কতর্ব্য।"[১১৮]

[১১৬] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৫১৯
[১১৭] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আব্দুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬
[১১৮] সূরা আল ইমরান: ৯৭

হজ্জের নিয়মাবলি

হজ্জের ফরজ ৩টি।

১। ইহরাম বাধা (আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ত করা)

২। ৯ই জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

৩। তাওয়াফে জিয়ারত (১০ই জিলহজ্জ ভোর থেকে ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত যেকোন দিন কাবা শরিফ তাওয়াফ করা।)

হজ্জের ওয়াজিব ৭টি। যথা:

১। ৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাতে মুযদালিফা নামক স্থানে অবস্থান করা।

২। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ (দৌড়ানো) করা।

৩। ১০, ১১, ১২ই জিলহজ্জ পর্যায়ক্রমে তিনটি নির্ধারিত স্থানে ৭টি করে কংকর (পাথর কণা) শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা।

৪। কুরবানি করা।

৫। মাথা কামানো বা চুল কেটে ছোট করা।

৬। বিদায়ী তাওয়াফ করা (মক্কার বাইরের লোকের জন্য ওয়াজিব)

৭। দম দেওয়া (ভুলে বা স্বেচ্ছায় হজের কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে তার কাফফারা হিসেবে একটি অতিরিক্ত কুরবানি দেওয়া)

ইসলামে হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে সূরা হাজ্জ নামে একটি সূরা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হজ্জের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বভাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। হজ্জ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। হজ্জে এসে সবাই একই পোশাক পরিধান করে। সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ করে বলতে থাকে, "লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" অর্থ হাজির, হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে হাজির।

ধন-সম্পদ, বর্ণ-গোত্র, জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ্জ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলামানদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। হজ্জ মুসলানদের আদর্শিক ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলেই সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান

আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রতিক্ষণ দেয়। হজ্জ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ শেখায়। পারস্পরিক ভাব ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সৌহার্দবোধ জাগ্রত করে। আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার কারণে সাধারণ মানুষ হাজিদের সম্মান করে।

আল হাদীসে হজ্জের বর্ণনা

"তোমাদের জান ও মাল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, শোন! আমি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, (হে আল্লাহর রাসূল)। অতঃপর তিনি বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে যে, শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী। তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।"[১১৯]

"ইবনুল উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও ওমরাহ একসাথে পালন করেছেন। তিনি হাদী পাঠান অর্থাৎ যুল-হুলাইফা হতে কুরবানীর জানোয়ার সাথে নিয়ে নেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে উমরাহ ইহরাম বাধেন, অতঃপর হজ্জের ইহরাম বাধেন। সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে উমরাহর ও হজ্জের নিয়্যাত করলেন। সাহাবীগণের কতক হাদী সাথে নিয়ে চললেন, আর কেউ কেউ হাদী সাথে নেননি। এরপর নবী মক্কা পৌছে সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছ, তাদের জন্য হজ্জ সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোনো নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে আসনি, তারা বাইতুল্লাহর এবং সাফা মারওয়ার তাওয়াফ করে চুল কেটে হালাল হবে। এরপর হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। তবে যারা কুরবানী করতে পারবে না তারা হজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতদিন সওম পালন করবে। নবী মক্কায় পৌছাতেই তাওয়াক করলেন।

[১১৯] ঈমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: ২৫/১৩২, হাদীস নং: ১৭৩২

প্রথমে হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করলেন এবং তিন চক্কর রামেল করেন আর চার চক্কর স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে তিনি সকালে মাকামে ইবরাহীমের নিকট দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন, সালাম ফিরিয়ে আল্লাহর রাসূল সাফায় আসলেন এবং সাফা মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর সাঈ করলেন। হজ্জ সমাধান করা পর্যন্ত তিনি যা কিছু হারাম ছিল তা হতে হালাল হয়নি। তিনি কুরবানীর দিনে হাদী কুরবানী করলেন, যেখান হতে এসে তিনি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। অতঃপর তাঁর উপর যা হারাম ছিল সে সব কিছু হতে তিনি হালাল হয়ে গেলেন। সাহাবীগণের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেরূপ করলেন। যেরূপ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন।[১২০]

ইসলাম সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য

ইসলাম সম্পর্কে কেদার নাথ তিওয়ারি তাঁর *Comparative Religion* গ্রন্থে বলেছেন,

"Nevertheless, it puts on a distinctive character of its own by virtue of the distinctive way of life that it teaches to its followers in the from of a rigorous discipline of daily life."[১২১]

"The faith and practice of Muslims after Muhammad's time were so very closely related to his teaching and personal example, it seems well to consider them now, even before we follow the story of the spread of Islam, for in essence what the Quran said and what Muhammad did, although still not finally condensed into fixed articles of faith and prescribed practices, inspired, motivated, and guided the history of Islam."[১২২]

"What is islam? It can not be treated simply as a set of more or less narrowly defined 'religious' beliefs, for it is also a way of life and an entire cultural camplex, including art and philosophical and literary works."[১২৩]

[১২০] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: ২৫/১০৪, হাদীস নং: ১৬৯১
[১২১] Tiwari, K. N., *op. cit.*, p. 153
[১২২] Noss, J. B., *op. cit., p.* 506
[১২৩] Noss, J. B., *op. cit., p* 556

তৃতীয় অধ্যায়

জরথুস্ত্র ধর্ম পরিচিতি

তৃতীয় অধ্যায়

জরথুস্ত্র ধর্ম পরিচিতি

জরথুস্ত্র ধর্মঃ পরিচিত, উৎপত্তি ও বিকাশ

Zoroastrianism বা *Mazdayasana* (জরথুস্ত্র) বা মাজুসি প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম। এক ঈশ্বর বিশ্বাসী ধর্ম যা ভালো এবং মন্দ এই দুই শক্তিতে বিশ্বাসী। 'মাজুস' ফার্সি শব্দ। আরবিতেও এর ব্যবহার আছে। পবিত্র আল কুরআনে উল্লিখিত ৬টি মৌলিক ধর্মের মধ্যে মাজুস ধর্ম অন্যতম। মাজুস ধর্মে বিশ্বাসীগণ মনে করেন ভালো এবং মন্দ এই দুই শক্তির মধ্যে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। বলা হয়ে থাকে, মাজুস নামে এক ব্যক্তির দিকে নির্দেশ করেই এই ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। কারো মতে, পারস্য বা ইরানের কোনো গোত্রের প্রতি সমন্ধযুক্ত অথবা এটা অগ্নি উপাসকদের উপাধী। অধিকাংশ গবেষকরাই মনে করেন, মাজুসীরাই পরবর্তী জরথুস্ত্র ধর্ম হিসেবে সমধিক পরিচিত। এটা মূলত মাজুসী বা মাজদাক ধর্মের সংস্কারকৃত এক নতুন রূপ। ইরানে আগত ইরানীদের ভাষায় ধর্ম প্রবর্তক Zoroaster বা Zarathustra বা জরথুস্ত্র এই ধর্মের প্রবর্তক। তাঁর নাম অনুসারেই এই জরথুস্ত্রীয় বা Zoroastrianism নামে পরিচিত। এটা পারস্য ইরান তথা মধ্য এশীয়ায় জন্ম ও উৎপত্তি লাভ করে এজন্য একে পারিস্যক ধর্ম এবং ভারতে এর অনুসারিদেরকে 'পার্শী ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

"He had planted the roots of his new faith deeply in the rich soil of Iranian folk- consciousness, where it was destined to flourish."[১]

"Zoroastrianism is the major ancient, pre-Islamic religion of Iran. It survives there in isolated areas but also, more prosperously, with the Parsees, or Parsis (hence Parsiism), of India, descendants of immigrants who went there from Iran some time after the Muslim conquest. In modern tijmes, a few adherents have transported the religion into the West. "[2]

[১] Noss, J.B. , *op. cit*., p. 336

[২] Jacob E. S. (ed):*The new Encydopaedin Britannica*, 2010, London: 15th Edition, Volume: 29; p. 1083

"The ancient religon of Persia is only peferred to once in the Quran, surah xxii: 17, as the religion of the Majus, the Magians, Most Muhammadan writers, especially amongst the shi'ahs, believe them to have formerly possessed a pevelation from God which they have since lost."[৩]

প্রতিষ্ঠাতা

Zoroaster বা জোরাস্টার ফার্সীতে উচ্চারন (*Zartusht* জরথুস্ত্র) *Zarathustra* নামেও পরিচিত। তিনিই এই ধর্মের প্রতিষ্টাতা। তার জন্ম ও সময় কাল নিয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

"It is impossible to be certain about the details of Zoroaster's life. The date of his birth is very uncertain. Persian tradition places the time at 660 B.C., which may be thirty or more years too early. This date, with misgiving, is accepted by most modern scholars, but others, with some plausibility, contend that Zoroaster must have lived at an earlier period, perhaps as early as 1000 B.C. or as late as the first half of the sixty century B.C."[৪]

১. "কারো মতে, খ্রিষ্টপূর্ব-৬৬০ সালে মোদিয়ার (বর্তমান ইরান) জন্মগ্রহণ করেন।
২. প্রাচীন ইরানীয় মত অনুযায়ী, তিনি আলেকজান্ডারের ইরান জয়ের (খ্রিষ্ট্রপূর্ব ৩০০) জীবিত ছিলেন।
৩. শাহারাস্তনীয় (৪৭৯-৫৪৮) মতে, সম্রাট কস্তাস্ব ইরন লহ্বাসব এর শাসন আমলে তার আর্বিভাব ঘটে।
৪. আধুনিক পন্ডিতদের মতে, জোরাস্টারের সময়কাল আরও বহুপূর্বে খ্রিষ্টপূর্ব দেড় থেকে এক হাজার অব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়।

[৩] Thomas Patrick Hughes, *op.cit.*, p. 733
[৪] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 334

৫. কারো কারো মতে, তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে কোনো এক সময় জীবিত ছিলেন, তবে অধিকাংশ আরব মনে করে থাকেন তাঁর সময়কাল ছিল, তৃতীয় শতাব্দী।

৬. প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তিনি প্রায় ৭৭ বছর জীবিত ছিলেন এবং রাজা হাইস্তাসপীসের সভায় বহুদিন ছিলেন। তাজাকিস্তান ও উত্তর বেলুচিস্থান হাইস্তাসপীসের রাজত্বের অনুভুক্ত ছিল।

৭. জরথুস্ত্র একটি সম্ভ্রান্ত তথা ম্যাগি বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা যূরশব ছিলেন আযারবাইজানের অধিবাসী। তিনি ২৬ মে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা নাম রাখেন জরথুস্ত্র বা সোনালী আলো।

৮. বলা হয়ে থাকে, তিনি ৩০ বছর বয়সে প্রত্যাদেশ লাভ করেন। ১২ বছর বিভিন্ন জায়গায় প্রচার কার্য চালানোর পর ৩৫ বৎসর বয়সে সম্রাট কস্তাসবের প্রসাদে গমন করেন। সম্রাট জরথুস্ত্র ধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত সম্রাটের আনুকুল্যে ধর্ম প্রচার করেন। রাজ দরবারের পৃষ্টপোষকতায় তিনি প্রায় ৩৫ বছর ধর্ম প্রচার করেন।"[৫]

৯. জরথুস্ত্র তার নিজ ভাষায় নাম 'আভেস্তা' তাঁর ইংরেজি নাম "Zoroaster' শব্দটি ৫ম শতকে গ্রীক শব্দ 'Zoroastres' *(Zwpoaotpns)* যেটি *xanthus* এর *Lydiaca* নামক গ্রন্থ এবং প্লেটোর *First Alcibades (122a1*) গ্রন্থে ব্যবহত হয়েছে। এই শব্দটি থেকেই ল্যাটিন শব্দ Zoroastres এবং পরবর্তীতে গ্রীক শব্দভান্ডার Zoroastris শব্দটি সংযুক্ত হয়। আবেস্তান শব্দের উচ্চারণ প্রণালী ও অর্থের '*Zara'* গ্রিক শব্দে '*Zoras'* এবং আবেস্তান শব্দ '*Ustra'* থেকে *aston* অর্থ star বা তারকা।"[৬]

১০. "The life and teaching of Zarathustra give an example, to those who tread the spiritual path, of the manner in which to begin the spiritual journey. Zarathushtra is said to have been born from the Huma tree. The interpretation of this idea is that the Spirit of Guidance does not come direct from heaven; he is born from the human family; the tree is the family."[৭]

[৫] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮

[৬] https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism

[৭] Hazrat Inayat Khan: *The Unity of Religions Ideals*, V.XI, 1990, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers PVT. Ltd., p. 175

"মাজুসী ধর্মের কেন্দ্র ছিল মিডিয়া (Media)। মিডিয়া মধ্য এশিয়ার তুরানী অঞ্চলে অবস্থিত। মাজুসী ছিল ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের একাটি বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণী।"[৮]

"One story tells that when Zoroaster was born, Durasan, the Chief-Magician of Iran, began to tremble in great fear. For he knew a child was born who would grow up to destroy magic and Idol-worship, and would banish all Magicians from the land. Durasan sent three of his magicians to bring the child Zoroaster to him in the Fire-Temple. Meanwhile Durasan had prepared a great fire on the altar. When the baby was brought to him he placed him in the center of the fire, and he and his magicians left the temple. That, thought Durasan, would be the end of Zoroaster. But he was mistaken. When Zoroaster's mother came home and found her baby gone, she ran to the Fire-Temple to pray. And there, on the altar, she found her child playing happily in the midst of the flames as if he were splashing about in a lukewarm bath."[৯]

আবেস্তান গ্রন্থে, *Zarathustra* শব্দটি প্রচীন ইরানী শব্দ *Zarathustra* এসেছে যার অর্ধেক শব্দ '*Ustra'* শব্দটি ইন্দো-ইরানীয় মূল শব্দ 'Camel' বা উট এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে অর্থ দাঁড়ায়, ''যে ব্যক্তি উট কে সামাল দেয়।"[১০]

মধ্য পার্সীয়ান সময় (300 BC) সময় এই শব্দটির পূর্নগঠণ কাজ চলে ৯ম থেকে ১২ তম শতকের গ্রন্থ গুলোতে 'Zardusht' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। 'Zarathustra' এর মূল শব্দের অর্থ এভাবে এসেছে, প্রচীন/পুরাতন উট সম্পর্কিত যা মধ্য পার্সীয়ান ভাষার ব্যবহত হয়। মধ্য পারস্যে, 'Zardu (x) শব্দটি প্রাচীন পার্সীতে 'Zarhust' মধ্য পার্সীতে ভাষার 'Zarhust' এবং আধুনিক পার্সী ভাষায় 'Zarhust'

[৮] ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ: ৩৪

[৯] Joseph Gaer: *How the Great Religions Began*, 1961, America: The Americean Laibreay, p. 124

[১০] https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism

এবং নব্য আধুনিক পার্সী ভাষায় (Zartosht)। জরথুস্ত্র একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। জরথুস্ত্র ধর্মের প্রবক্তা হিসেবে তিনি মানব ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর জন্মস্থান, সময়, ধর্মীয় মতবাদ এবং প্রভাব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে, মতবিরোধ রয়েছে। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁর প্রথম গ্রন্থের **১৩১** তম অধ্যায়ের উল্লেখ রয়েছে।

"Iranians are against making idols, construction of temples and hours for God and those who are involved in those activities are considered ignorant persons. In my view, contrary to Greeks, Iranians, did not like idols."[১১]

পাশ্চত্যের কাছে জরথুস্ত্র মেজাই ব্যবস্থার প্রতিষ্টাতা হিসেবে পরিচিত। অনেকেই মনে করেন জরথুস্ত্র মেজাইদের সাথে তুমুল বির্তক হয়। ম্যাগিরা ইন্দ্রজাল বিস্তার করে জয় লাভ করার চেষ্টা করে কিন্তু পরিশেষে জরথুস্ত্র জয় লাভ করেন।

গ্রিক গল্প বিশেষ করে প্লেটোর সময়ের বিভিন্ন উপাখ্যানে তাঁর সম্পর্কে এবং সময়কাল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জরথুস্ত্রের সময়কাল ছিল ট্রয়ের পতনের এক হজার বছর পূর্বে। ঐতিহাসিকগণ সামাজিক বিষয়গুলো জরথুস্ত্রের সময়কাল হিসেবে নির্ধারণ করতে বেশি আগ্রহী। এ হিসেবে প্রতিষ্টিত এক সাশানীয় রাজাদের জরথুস্ত্র পান্ডুলিপি '*পাহলবী বুন্দহিসন*' আরবদের পারস্য জয় করার সময় লিখিত হয়। এই গ্রন্থে বলা হয়, জরথুস্ত্র ৫৫৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১২]

প্রাচীন গ্রিকদের নিকট তিনি Zoroaster নামে পরিচিত। তার সময়কালে বর্ণনা দিয়ে Mary Boyee বলেন,

"It is impossible, therefore, to establish fixed dates for his life; but there is evidence to suggest that he flourished when the stone age was giving way for the Iranians to the Bronze Age, possibly, that is, between about 1400 and 1200 B.C."[১৩]

[১১] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *দর্শন ও প্রগতি*, (জরথুস্ত্র ও তাঁর ধর্মতত্ত্ব: একটি সমীক্ষা), ২৪ শ বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা: জুন-ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ: ২৩৪

[১২] মর্তুজা খালেদ, *জরথুস্ত্রবাদ ও প্রাচীন পারসিক ধর্ম: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, ২০. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা; জুন/ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৬৯

[১৩] ডা. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪

The Cambridge History of Iran গ্রন্থে বলা হয়েছে, "...Three possible dates of Zoroaster: 630-553, 628-551, 618-541, remarkably supported by a Syrian writer, Theodor bar konai, 628 Years and seven months before christ..."[১৪]

একদল পন্ডিত মনে করেন, জরথুস্ত্র ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহন করেন। তবে আধুনিক কালের কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, জরথুস্ত্র খ্রিষ্টপূর্ব ৬৬০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন আর তাঁর মৃত্যু হয় ৫৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

জরথুস্ত্রের জন্মসালের মতোই জন্মস্থান সম্পর্কে গবেষকগণের মধ্যে একাধিক অভিমত বিদ্যমান রয়েছে। একদল গবেষক তাঁর জন্মগ্রহণ পশ্চিম ইরান বলে মনে করেন। তাঁদের মতের পক্ষে যুক্তি হলো, জরথুস্ত্রের যাজক পরিবারের জন্ম এবং তিনি একজন মেজাই ছিলেন। দ্বিতীয় দলের গবেষকরা মনে করেন, তাঁর জন্ম উত্তর-পূর্ব ইরানে। তাঁদের অনুমোদনের ভিত্তি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রমাণ। উভয় দলেই অবশ্য জরথুস্ত্রের জন্মগ্রহণের সুনির্দিষ্টতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন।

"Another elusive matter is the determination of his birthplace. It seems likely he was born somewhere in east central Iran, but did his work farther to the east. One modern authority ventures to be quite specific: "The region in which he proclaimed his message was probably ancient Chorasmia- an area [soulth of the Aral Sea] comprising what is now Persian Khorasan, Western Afghanistan, and the Turkmen Republic of the U.S.S.R"[১৫]

আবেস্তার ইয়াসনা মতে অক্সাস নদীর তীরে বর্তমান ইরানের এর দক্ষিণ আজারবাইজান এলাকায় এক বৃহৎ গোত্র বাস করতো। গোত্র প্রধানের নাম স্পিটমা *(spitama)*। পরিবার প্রধানের নাম হিচাদাসপা *(Hechadcspa)*। তার ছিল দুই সন্তান *(Pourushaspa)* পুরোসামপা অর্থ্যাৎ অনেক অশ্ব এবং আরস্তি *(Arasti)* অর্থাৎ চটপটে। পুরোসামপা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন

[১৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪
[১৫] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 334

অভিজাত ফ্রাহিমরাভার *(Frahimrava)* কন্যা ডগদুভার *(Dughduva)* সাথে। *(Dughduva)* অর্থ দুধের তৈরি। তিনি ছিলেন ধর্ম পরায়ণা। পুরোসামপা ও ডগদুভা সুখী দম্পতি ছিলেন। তাঁদের ৫ সন্তানের মধ্য জরথুস্ত্র ছিলেন তৃতীয়। জরথুস্ত্র ছোটবেলা থেকেই মেধাবী এবং উদ্যেমী বালক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তীক্ষ দৃষ্টির পর্যবেক্ষণ; গভীর মমনশীলতা; কোনো বাহ্যিক ঘটনা দেখে তা সংঘটিত হবার অন্তনির্হিত কারণ ও তার অর্থ ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ছিল জরথুস্ত্রের। প্রজ্ঞাবান হিসেবে তাঁর খ্যাতি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। জরথুস্ত্র স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা থেকে সমসাময়িক শিক্ষকদের প্রচুর প্রশ্ন করতেন এবং তাঁদের জবাব কদাচিৎ তাঁকে সন্তুষ্ট করতো। বাল্যকাল থেকেই গভীর ধ্যানমগ্ন থেকে তিনি এক নাগাড়ে কয়েকঘন্টা ধরে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতেন। এভাবে ধ্যানমগ্ন থেকে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব গুলো পেয়ে যেতেন। কিংবদন্তি অনুযায়ী পনের বছর বয়সে জরথুস্ত্র হুবাই *(Hvovi)* নামের এক তরুনীকে বিবাহ করেন তবে কখন তিনি বিবাহ করেন সে সম্পর্কে জানা যায় না। সংসারে তাঁর মন বসেনি। মাত্র বিশ বছর বয়সেই তিনি গৃহ ত্যাগ করেন। সত্যের সন্ধানে দীর্ঘ ১০ বছর ঘুরে বেড়ান। ৩০ বছর বয়সে এক ভোরে নদী তীরে পানি আনতে যান। এমন সময় আহুরামাজদার (মঙ্গলের দেবতার) দূত বহুমানু *(vohu mahu)* তার কাছে এসে মেলে ধরেন স্বর্গীয় আলোকরশ্মি। এভাবে তিনি প্রথম আহুয়া মাজাদার সংস্পর্কে আসন তাঁর নিকট প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন।

"The traditional scene of the first and most startling vision is laid on the banks of the Daitya River near his home. A figure "nine times as large as a man" appeared before Zoroaster. It was the archangel Vohu Manah (Good thought). Vohu Manah quesioned Zoroaster and then bade him lay aside the "vesture" of his material body and, as a disembodied soul, mount to the presence of "Ahura Mazda", "the Wise Lord" and Supreme Being, holding court among his attendant angels.[১৬]

[১৬] Noss, J.B., *op. cit.*, pp. 334-335

"As the holy one I recognized thee, Mazda Ahura, when Good though (Vohu Manah) came to me and asked me, 'Who art thou? To whom dost thou belong? By what sign wilt thou appoint the days for questioning about thy possessions and thyself?

"Then said I to him: 'To the first (question), Zarathustra am I, a true foe to the Liar, to the utmost of my power, but a powerful support would I be to the Righteous, that I may attain the future things of the infinite Dominion, according as I praise and sing thee, Mazada.' "As the holy one I recognized thee; Mazda Ahura, when Good Thought came to me. 'To his question, 'For which wilt thou decide? (I made reply), 'At every offering of reverence to thy Fire, I will bethink me of Right (Asha) so long as I have power. Then show me Right, upon whom I call...'

'And when thou saidst to me, 'To Right shalt thou go for teaching; then thou didst not command what I did not obey: 'Speed thee, ere my obedience came, followed by treasure-laden Destiny, who shall render to men severally the destinies of the two-told awards."[১৭]

জরথুস্ত্র প্রথমে গোত্রীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন পন্থার তাঁর ধর্মমত প্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিনিয়ত বিচিত্র এবং নতুন নতুন বাধার মুখোমুখি হন বলে তার ধর্ম প্রসারের গতি অত্যন্ত শ্লথ হয়ে পড়ে। প্রথম বার বছরের তাঁর জ্ঞাতি বোন, স্ত্রী ও সন্তানসহ মোট ২২ জন এ ধর্মে দীক্ষিত হয়। এসময় জরথুস্ত্র তার মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য অন্যত্র গমন করেন। নতুন স্থানেও তিনি খুব বেশি সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কারণ অংশত যাযকদের ব্যক্তিস্বার্থ ও জনগণের অজ্ঞতা। অবশেষে তিনি পূর্বদিকে ব্যষ্ট্রিয়াতে গমন করেন। কাই (kai) রাজ্যের রাজধানী বলখ *(Balkh)* শহরের শাসক বিস্তার্প

[১৭] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 335

বাস করতেন। তিনি জ্ঞানী এবং বিজ্ঞ ব্যাক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ৪২ বছর বয়সে জরথুস্ত্র রাজা বিস্তর্পের সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাজা রাজ্যের জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ, পুরোহিত, শাসকদের আমন্ত্রণ জানান এবং সকলের উপস্থিতিতে তিনি ধৈর্য ধরে জরথুস্ত্রের ধর্মমত ও তাঁর সাথে রাজ্যের রাজা যাজকগণের বির্তক শোনেন। সভায় জরথুস্ত্র শাসককদের উত্থাপিত সকল প্রশ্নের বিতর্কিত বিষয়সমূহের উত্তর দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করেন। রাজা বিস্তার্প জরথুস্ত্রের বিজ্ঞ পান্ডিত্য দেখে জরথুস্ত্র ধর্ম গ্রহন করেন। রাজা এ ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে সভাসদ ও প্রজাবৃন্দকে। জরথুস্ত্র রাজ্যের সর্বত্র অবাধ ও রাজকীয় আনুকূল্যে তার বানী প্রচার ও প্রসারের সুযোগ লাভ করেন। ফলে অচিরেই তা রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে এবং দলে দলে লোক এ ধর্ম গ্রহণ করে।

জরথুস্ত্রের মৃত্যু সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত। পারসিক কবি ফেরদাউসীর শাহানামা অনুযায়ী জরথুস্ত্রের ৭৭তম বছরের তুরানীয় সৈন্যবাহিনী রাজ্য আক্রমন করে এবং গণহত্যা চালায়। উপসনালয়ে প্রার্থনারত ৮০ জন নিহত হন। এ সময় জরথুস্ত্র সৈন্যদের ছুরিকাঘাতে উপাসনালয়েরই নিহত হন।

আর কিংবদন্তি অনুযায়ী কিছু অশুভ শক্তি জরথুস্ত্রকে হত্যা চেষ্টা চালায়। গ্রীক কিংবদন্তি অনুযায়ী কিছু অশুভ শক্তির চক্রান্তে মানুষের হাতে নয়, বরং আকাশ থেকে নেমে আসা বজ্রপাতে জরথুস্ত্রের মৃত্যু হয়। অপর এক মত অনুযায়ী আততায়ী অপর একজনকে জরথুস্ত্র ভেবে হত্যা করে এবং আহুরামাজদা জরথুস্ত্রকে আকাশে তুলে নেন। অন্য এক কিংবদন্তি অনুযায়ী জানা যায়, ৭৭ বছর বয়সে একদিন রাতে জরথুস্ত্র তার পরিবারের সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানান, সান্ধ্য প্রার্থনার পর বিছানায় যান এবং রাতে ঘুমের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

জরথুস্ত্রের পর বিস্তার্পের রাজসভায় একজন সভাসদ তাঁর জামাতা জামাস্পা (Jamaspa) এ ধর্ম প্রচার করে যান। আবেস্তা জরথুস্ত্রবাদী পারসিকদের পবিত্র গ্রন্থ। এটা থেকে জরথুস্ত্র ও তার প্রদর্শিত ধর্ম মত সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। কিন্তু জরথুস্ত্রের সময় কাল সম্পর্কে জানা যায় না। তাঁর সময়কালে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানতে পারা না গেলেও বিভিন্ন ভাবে প্রাপ্ত সূত্রে সমূহের মতে, জরথুস্ত্র কিংবদন্তি বা উপাখ্যানের কোনো চরিত্র নয়, এ নামে একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব সত্যিই ছিলো।

*প্রাচীন গ্রন্থ "আবেস্তা" ও গাঁথার উপর নির্ভর করে জরথুস্ত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত এবং বিস্তৃত হলেও বর্তমানে জরথুস্ত্রবাদ সম্পর্কে আরো পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত প্রয়োজন হয় মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ আরো অনেক প্রশ্নের

উত্তর খোঁজার জন্য। কিন্তু ইতিহাস গর্ভে অনেক, তথ্য উপাত্তই হারিয়ে গিয়েছে। John B. Noss তার গ্রন্থ *Man's Religion'* এ লিখেছেন,

"Valuable records have disappeared in the tumults of a thousand years of history (300 B.C to 700 A.D), and perhaps the lacunac now existing will never be filled."[১৮] এটা জানা একেবারেই অসম্ভব যে, কোন সম্ভাব্য দুইটি মতবাদের উপর নির্ভর করে জরথুস্ত্রধর্ম বিস্তার লাভ করে এবং ঐ সময়ের সঠিক ইতিহাস।

"(প্রথমত) কখন জরথুস্ত্র ধর্মের আবির্ভাব ঘটে, সর্বশক্তির উৎস হিসেবে কখন আহুরা মাজদার উদ্ভব ঘটে, পূর্ব ইরানে কখন এর অস্তিত্ব ছিল, ব্যাবলনীয় সাম্রাজ্যে কখন এর আগমন; এবং জরথুস্ত্র ধর্মে কখন বহুত্ববাদের আবির্ভাব ঘটে (John B. Noss প্রথমটিকে সমর্থন দেন)।

(দ্বিতীয়ত) জরথুস্ত্রবাদের সমসাময়িক আর কোন একক ঈশ্বরবাদী ধর্মের অস্তিত্ব ছিল কি না পশ্চিম ইরানে, ম্যাগীদের আনুকূল্যে দারিউস (Darius) বিজয় এবং উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং 'আহরিমানের' বিপরীত হিসেবে 'আহুরা মাজদা' এর উদ্ভব কি না, ইন্দো ইরানীয় দেব দেবীর উদ্ভব এবং পবিত্র আত্মা এবং শয়তান এর সৃষ্টি একই স্থান থেকে কিনা ইত্যাদি।

প্রথম অনুমান থেকে ধরে নেওয়া হয় যে, যখন জরথুস্ত্র বাদ মেসোপটেমিয় সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে এবং উত্তর পশ্চিম ইরানে বিস্তার লাভ করতে থাকে।"[১৯]

"The genies of Zarathushtra can be measured by the fact that while in the localities in which he lived and taught polytheism was rampant and cruel cults and nocturnal orgies passed in the name of Religion, he boldly declared the oneness of Good and ascribed to him a spiritual character with which any material form of worship could all assort."[২০]

[১৮] Noss, J.B., *op. cit.,* p. 340
[১৯] Noss, J.B., *op. cit.,* p. 340
[২০] Haridas Bhattacharyya: *The Foundations of Living Faiths,* Calcutta: Univeersity of Calcutta, 1938, p. 424

জরথুস্ত্রের ধর্মতত্ত্ব

জরথুস্ত্রে প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে একটি। এই ধর্মে ঈশ্বর, জগৎ মানুষ, মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, উপাসনা পদ্ধতি, শয়তান, দেবতা, মৃত্যু, মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা বা স্বর্গ নরক প্রভুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। "Zarathushtra's spiritual attainment began by his communication with nature. He appreciated, adored, and worshipped the sublimity of nature, and he saw wisdom hidden in the whole of creation. He learned and recognized from that being of the Creator, acknowledged His perfect wisdom, and then devoted his whole life to glorifying the name of God."[২১] নিম্নে জরথুস্ত্রের ধর্ম দর্শন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

ধর্মগ্রন্থ

জরথুস্ত্র ধর্মের ধর্ম গ্রন্থ 'আবেস্থা' যা কতগুলো গাঁথার সমন্বয়ে গঠিত। আবেস্তা গ্রন্থের ইতিহাস পাহলবী গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। ফার্সি মূল 'ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার' গাঁথা অংশ যরাদশত কতৃক রচিত বলে পরিচিত। তবে আলেকজান্ডারের পারস্য বিজয়ের সময় আবেস্তার মূল গ্রন্থ আগুনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় পরবর্তিতে রাজা ভেলেক্স আরকসিয়া সম্রাজ্য (Arsacis Dynasty) আবেস্থা গ্রন্থ একত্র করার কাজ শুরু করেন। শাশানিয় সাম্রাজ্যের শাসন আমলে রাজা আরদাশির ধর্মীয় সাধু তানসারকে রাজা ভেলেক্স এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশ দেন। রাজা শাহপুর -১ ধর্মীয় সাধুকে আবেস্তা গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানার জন্য নির্দেশ দেন। তখন আবেস্তা গ্রন্থটি গ্রিক ভাষার অনুদিত ছিল।

রাজা সাপুর ২ এর অধিনে খশরু-১ আবেস্তা গ্রন্থটি পাহলভী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সমস্ত প্রাচীন গাঁথা গুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মাজদানের ধর্মীয় সাধু এর শাশানিয় সম্রাটদের আনুকুল্যে। বর্তমানে সময় গাঁথার একটি খন্ড বিদ্যামান। পরবর্তীতে শাশানিয় সম্রাজের পতনের ৫৯০ বছর পর ১২৮৮ সালে এটা পাওয়া যায়।"[২২]

[২১] Hazrat Inayat Khan, *op. cit.*, p. 175
[২২] https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism

এই গ্রন্থে শুধু তাঁর দর্শন ও ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয় বরং তাঁর আশা আকাঙ্কা, ভয়, দ্বন্ধ সমন্ধেও বিস্তারিত জানা যায়। তিনি যে ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন এ বিষয় নিয়ে কোনো সন্ধেহ থাকে না। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য তাঁর সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হয়। এসব কাহিনীর প্রধান ভিত্তি খ্রিস্টীয় ৯ম শতকের পাহলবী রচনা বলি।

এ গ্রন্থ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মাসুদী বলেন "জরথুস্ত্র ছিলেন মাজুসী ধর্মের নবী। তিনি যে গ্রন্থটি দিয়েছেন তা সাধারণ মানুষের কাছে 'যমযমাহ' নামে পরিচিত। তবে মাজুসীদের কাছে গ্রন্থটি 'বেস্তা' নামে প্রসিদ্ধ। অনারব বর্নমালার ৭০টি বর্নসমষ্টি নিয়ে এটি রচিত। এত অধিক বর্ণমালা আর কোনো ভাষাতে নেই। গ্রন্থটির ভাষা অনন্য, অভিনব, অসাধারণ। স্বর্ণখচিত অক্ষরে, শরী'আহ ও ধর্মীয় বিধি বিধান সহ পরকালীন জীবনের পুরস্কার ও শাস্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।"[২৩]

"The sacred book of the Zoroastrian faith, the *Avesta* was for centuries preserved orally; it was not put together before the third or fourth century A. D. during Sassaman times. It is more or less a miscellancy without cohesion; indeed, it is but the remnant of a far larger body of literature, a great part of which has perished."[২৪]

"The *Avesta* is, therefore, a collection of texts campiled in successive stages until it was completed under the Sasnians. It was then about four times larger than what has survived. A Summary of its 21 books, or *Nasks* (of which only one is preserved as such in the *Videvdat*), is given in one of the main treatises written during the brief Zoroastrian renascence under Islam in the 9th century; the Denkart, the 'Acts of the Religion". It is written in pahlavi, the language of the Sasanians."[২৫]

[২৩] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯
[২৪] Noss, J.B., *op. cit.*, pp 332-333
[২৫] Jacob E. S. (ed), 2010, *op. cit.*, Volume: 29; p. 1085

বর্তমানে গ্রন্থটি 'যেন্দাবেস্তা' নামে পরিচিত। মূলত 'যেন্দ' পদের অর্থ ভাষ্য, আর আবেস্তা অর্থ মুল পাঠ। অতএব 'যেন্দাবেস্তা' বলতে মূলপাঠ এবং ভাষ্যকে বুঝায়। যেন্দবেস্তা ৫টি অংশে সমন্ধিত–

ক. The Yesna (ইসনা)

এতে ৭২টি অধ্যায় বিদ্যামান। অধিকাংশই প্রার্থনা সংক্রান্ত, ধর্মীয় আচার অনুষ্টানে পুরোহিতরা এ গুলো পাঠ করে। যেমন, স্রষ্টা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

''Rediant, glorious, the greatest, the best, the most beautiful, the most firm, the most wise, of the most porfect from, the highest in righteusness, possessed of great joy, creator, fashioner, nourisher, and the most holy spirit (Dhalla, 1936 :155)''[২৬]

ইসনা এর আবিধানিক অর্থ প্রার্থনা করা বা পূঁজা করা, এই শব্দটি বৈদিক সংস্কৃতি '*Yajana'* এর সাথে সম্পর্কিত। সংস্কৃততে আধ্যত্মিক অর্থে ব্যবহত হয়েছে এবং জরথুস্ত্র ধর্মে আধাত্মিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং জরথুস্ত্র ধর্মের আধ্যাত্মিক অর্থে বলা হয়েছে, ''to do with water rather than fine"[২৭]

"The portion of the *Avesta* most important for us is the *Yasna*, because it contains the *Gathas or Hymns* of Zoroaster, written in an ancient dialect, Gathic, a dialect predating the Avestan language and closely related to the *Vedic*. These hymns give us our only really trustworthy information on Zoroaster's life and thought."[২৮]

খ. The vispered (ভিসপার্দ)

ভিসপার্দ এ ২৪টি অধ্যায় আছে, এর শ্লোকগুলো ঈশ্বরের কল্যাণ আবাহনের ঐকান্তিক প্রার্থনা সম্বলিত। এই সমস্ত শ্লোগুলোকে 'kandag' বলে যেখানে জরথুস্ত্রের দাশর্নিক জ্ঞানের প্রতিফলণ ঘটেছে।

[২৬] https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism
[২৭] *Ibid*
[২৮] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 333

'Vispened' শব্দটি আবেস্তান শব্দ 'Vispe ratvo' এর সাথে সম্পার্কিত। এর অনুবাদ হিসেবে এসেছে,

'প্রার্থনা করা সকল কিছুর কাছে।' প্রাচীন ও বর্তমান অর্থের সকল প্রভু বা নেতার আনুগত্য করা। জরথুস্ত্র এর গ্রন্থগুলোতে ভিসপার্দ এর অনুষ্টানকে জরথুস্ত্র গ্রন্থগুলোতে 'jesht-e visperad' যার অর্থ 'Worship through praise (Yasht) of all the patrons' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

গ. The Vindidad (ভিনদিদাদ)

এটা মূলত প্রার্থনা পুস্তক যার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে স্তুতিমূলক ধর্মানুষ্টান এবং অপরাধীর সাজা সংক্রান্ত বিষয়। এটা যাজকদের সাহিত্য বলা হয়। ২২টি অধ্যায় সম্বলিত ভিনদিদাদ অশুভ আত্মার শাস্তির বর্ণনা এসেছে। ৯ম শতকের গ্রন্থে আবেস্তা এই ভিনদিদাস্ত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ননা এসেছে , জরথুস্ত্র ধর্মে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে ভিনদিদাদ পাঠ করা হয়।

ঘ. The Yashts (ইয়াস্তস)

প্রশংসার স্তেত্র এবং সাধারণ পারসীকদের প্রার্থনা। এতে মোট ২১ টি অধ্যায় বিদ্যামান। Yashts শব্দটি মধ্য পারসীয়ান *Yast (rayer, worship)* থেকে সম্ভবত আবেস্থা গ্রন্থে এসেছে।

"The other portions of the *Avesta* the *Yashts* "Songs of praise", the *Viseperat*, containing invocations and rituals, the *Videvdat (or Vendidad),* full of spells against demons and of prescriptions for purification, the *Hadhoxt Nask* describing the soul's fate after death, and the *khordah Avesta* or "Little Avesta"- are less reliable because of their later date and change in emphasis and world-view."[২৯]

[২৯] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 333

ঙ. The khorda Avesta (ক্ষুদ্র আবেস্তা)

এটা আবেস্তার ক্ষুদ্র ভার্সন। ১৯ শতকে প্রথম আবেস্তার ক্ষুদ্র আবেস্তা প্রকাশ করা হয়।

আকদাহ্ বিশ্বাস

একেশ্বরবাদ: জরথুস্ত্র বহুদেবতাবাদকে সমালোচনা করেন। তিনি প্রচলিত ইরানীয় বহুদেববাদের সংস্কার করে একশ্বেরবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি ধর্মকে সমাজ জীবন থেকে বাদ দিয়ে তিনি সংস্কার করতে চাননি। এজন্য তিনি সাধারণ মানুষকে যাযাবর বৃত্তি বাদ দিয়ে চাষ কাজে নিযুক্ত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। পুরোহিতদের দৈত্যদের পুজারী বলে সমালোচনা করায় তার বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইরানীয় রাজা হাইস্তামপীয়কে তিনি নিজ ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হন। তিনি রাজসভাসদদেরও প্রতিপত্তি লাভ করেন। জরথুস্ত্র ভাষার এই একেশ্বরের নাম 'আহুরা মাজদা'। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং একমাত্র উপাস্য। তিনি সকল সৃষ্টির উৎস । তিনি শ্বাশত ও চিরন্তন সত্য। এটা 'আহুরা' ও 'মাযদা' শব্দ দ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক শব্দ। আহুরা অর্থ প্রভু আর মাযদা অর্থ 'মহান জ্ঞানী'। সুতরাং 'আহুরা মাজদা' অর্থ দাঁড়ায় মহান জ্ঞানী প্রভু।[৩০]

"That Ahura Mazda was an honorific designation is quite apparent. Mazda means "the wise" or "the full of light". Ahura is the same word as the Vedic Asura, meaning 'lord', and was an Indo-European name for outstanding figures among the devas or gods".[৩১]

পবিত্র আত্মা জরথুস্ত্র প্রাচীন পুঁথিতে বলেন,

"I repudiate the Daeves. I confess myself a worshipper of Mazda, a Zarathustrian, as an enemy of the Daevas, a prophet of the Lord, praising and worshipping the Immortal Holy Ones (the Amesha Spentas). To the wise Lord I promise all good; to him, the good, beneficent, righteous, glorious, venerable, I vow all the best; to him from whom is the cow, the law, the (celestial) luminaries, with whose luminaries (heavenly) blessedness is

[৩০] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০
[৩১] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 336

conjoined. I choose the holy, good Armaiti, she shall be mine. I abjure theft and cattle- stealing, plundering and devastating the village of Mazda-worshippers.”[৩২]

মৌলিক বিশ্বাস

Humata, Hlckhfa, Huvarshta (good thoughts, good words, good deeds) অর্থ্যাৎ

হুমাতা (ভালো চিন্তা)

হুকতা (উত্তম কথা)

হুভারসতা (সৎ কর্ম)

এই তিনটি নীতি জরথুস্ত্র ধর্মের মূল কথা। জরথুস্ত্রবাদে, আহুরা মাজদা সৃষ্টির আদি এবং অন্তে অবস্থান করছেন । তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। তিনি চিরন্তন সত্য ও শ্বাসত সত্য। জরথুস্ত্র নিজে তাঁর ধর্মগ্রন্থ Gathas গাঁথাতে লিখেছেন আহুরামাযদা ছাড়া আর কোনো ঐশ্বরিক সত্য নেই।

“Mazda express his will through a Holy spirit (Spenta Mainyu) and various modes of divine action, called the “Immortal Holly Ones” or Amesha Spentas (the Ameshaspands of later Persia). These modes of ethnical activitiy bear such names of *Vohu Manah* (Good Thought or Sense), Asha (Right), *Kshathra* (Power or Dominion), *Hourvatat* (Prosperity), *Armaiti* (Piety), and *Ameretat* (Immortality). *Asha* or (Arta) is the Vedic Rita. Vohu Manah is the divine mode that conducted Zoroaster to Ahura Mazda for his first revelation (here the allegorical meaning that Zoroaster was led by inspiration to the true God seems to suggest itself).

Armaiti, kshathra, Haurvatat, and Ameretat are gifts of Ahura Mazda to man and also forces and facts in their own right. In name at least, they all are abstract qualities or states, and it is a little perplexing to know just what Zoroaster’s conception of them was, whether he felt that they were good

[৩২] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 338

genii of Ahura Mazda, with their own being and individuality, or whether he meant to give them no more than the force of personalized abstractions."[৩৩]

"চরিত-দর্শনের ক্ষেত্রে যরদুশ্তেরসবচেয়ে মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে, মানুষের কর্মকাণ্ড তার চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার আওতাধীন। তাই সৎ চিন্তার ফল সৎকর্ম এবং অসৎ চিন্তা অনিবার্যরূপে অসৎ কর্মের দিকে নিয়ে যায়। যারদুশ্তের চরিত-দর্শনে আশার (সত্য ও সততা) গুরুত্ব সমধিক। আর তার বিপরীতে রাখা হয়েছে 'দুরূগ' তথা মিথ্যা ও অসত্যকে। তাঁর মতে, মন্দের ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যাচার। অনুমিত হচ্ছে যে, এই বিশ্বাস তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। কেননা, ইরানী চরিত-দর্শনে সত্য ও সততার স্থান সতত ঊর্ধে ছিল।"[৩৪]

জরথুস্ত্র ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

জরথুস্ত্র এক ঈশ্বরবাদী ধর্ম কিন্তু এটার মাঝে দ্বৈতবাদ বিদ্যমান। আহুরা মাজাদা সর্বশক্তিমান, সর্ব ক্ষমতার অধিকারী, সর্বজ্ঞানী ও সর্বউত্তম হিসেবে স্বীকৃত। তাকে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং লালন-পালনকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩৫]

"পবিত্র অমর আত্মার" মাধ্যমে তার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে। কেদার নাথ তিওয়ারির ভাষায়,

"Zoroaster preached a strict mono-theism in place of the prevalent polytheism. According to him Ahura Mazda is the only God whom people should adore and worship. 'Ahura' means 'Lord' and 'Mazda' means 'All-wise'. Thus by etymology, Ahura Mazda is the all-wise Lord."

"He reveals himself to mankind though six different modes, known as Amesha Spentas and usually translated and "Holy Immortals", These six modes can be regarded as the six aspect of the supreme God through which he so ofter reveals himself. Or else, they may be regarded as the six

[৩৩] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 337
[৩৪] ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[৩৫] Md. Masud Alam, *op. Cit*, P. 12

archangels through whom *Ahura Mazda* reveals himself to men. These six aspects or archangels are named as *Asha, Voha Mano* (through whom Ahura Mazda is reported to have revealed himself to Zoroaster), *Kshathra*, *Armaiti*, *Haurvataf* and *Ahmerelat*.[৩৬]

দুষ্ট আত্মার উদ্ভবের সমস্যা জরথুস্ত্র ধর্মে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে এবং অযৌক্তিকভাবেই সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিকে দুইভাবে বিভক্ত করে ফেলেছে একজন ভালো এবং অন্যজন মন্দ হিসেবে। আহুরা মাজদার চির প্রতিদ্বন্দ্বি দুষ্ট আত্মা।

দ্বৈতবাদ

জরথুস্ত্রের নীতি দ্বৈতবাদী যদিও জরথুস্ত্র ধর্মে এক ঈশ্বরের স্বীকৃতি রয়েছে। সৃষ্টির আদিতে আহুরা মাজদার দুই পুত্র ছিলো। সৎ এবং অসৎ এই দুই পথ বেছে নিল। প্রথম 'স্পেন্তা মৈন্যুৎ' গ্রহণ করলো সৎ বা মঙ্গল কে সুতরাং তার সঙ্গে রইল সত্য ন্যায় ও জীবন। আর দ্বিতীয় 'অগ্র মৈন্যু' গ্রহণ করলো অমঙ্গলকে । তাই তার সঙ্গে রইল ধ্বংস, অন্যায় আর মৃত্যু। জরথুস্ত্র ধর্মে পরবর্তী যুগে আহুরা মাজদা কে 'স্পেন্তা মৈন্যুর' সঙ্গে এক ও অসীম বলে কল্পনা করা হয়। আর এভাবেই তার বিরুদ্ধে শক্তি হলো 'অগ্রমৈন্যু বা আহরিমান বা অকল্যাণের ঈশ্বর'। সুতরাং নৈতিক দ্বৈতবাদ শেষ পর্যন্ত রুপান্তরিত হয় ধর্মীয় দ্বৈতবাদ। পারসীক ধর্মে জগতের মূল মঙ্গল ও অমঙ্গল এই দুই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এক ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিশ্চয়তা থাকলেও এই জগতে সর্বদাই মঙ্গল আর অমঙ্গলের বিরোধ বিদ্যমান।[৩৭]

"R.C. Zaehner recasts the date into this picture: in the beginning Ahura Mazda had twin "sons", identical in potentialities; they and Ahura Mazda himself were faced by free choice, the constant candition of being a person; one by choice of Truth and Right became Spenta Mainyu, the Good or, Holy Spirit; the other by misguided choice of the Lie became Angra Mainyu, the

[৩৬] Tiwari, K. N., *op. cit.*, pp. 93-94
[৩৭] https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism

Evil spirit, (*See The Dawn and Twilight of Zoroasterianism*, G. P. Putnam's sons, 1961)"[৩৮]

মন্দ বা অপবিত্র আত্মার উদ্ভবের মাধ্যমে জরথুস্ত্রবাদের দ্বৈতবাদের সৃষ্টি। জরথুস্ত্রবাদের অপবিত্র আত্মাকে অনেক বেশি সমালোচনা করা হয়েছে। "Zarathushtra considered that there were three aspects of sin and virtue: *Manashni, Gayashni,* and *Kunashni;* thinking, speaking, and doing, which means that a sin can be committed not by action alone, but even by intending to commit it, or by saying, 'I will do it.' And the same is true of virtue."[৩৯] Angra-Mainyu কে জরথুস্ত্র তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন সৃষ্টির সূচনা লগ্নে আহুরা মাজদার বিদ্রোহের জন্য এবং শয়তান ও দুষ্টবুদ্ধির বন্ধু হওয়ার জন্য। পরবর্তী আবেস্তাগ্রন্থে আহুরা মাজাদার সমক্ষমতা সম্পন্নভাবেই Angra-Mainyu কে উপস্থাপন করা হয়েছে। John B. Noss এবং David S. Noss লিখেছেন,

"The world was regarded as their joint creation. In the first chapter of the *Videvdat,* Ahura Mazda is portrayed as telling Zoroaster the story of his struggle with Angra Mainyu at the creation of the world."[৪০]

মানব মনে Angra-Mainyu এর এই প্রতিষ্ঠা হবার পর ইরানে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের মনেই প্রতিটি ভালো কাজের বিপরীত হিসেবে তার ছবি ফুটে উঠতে থাকে। যেমন শীতে তীব্র তুষারপাত, গ্রীষ্মের তাপদাহ, সাপ, পঙ্গপাল, পিপড়া, আত্মনিয়ন্ত্রণহীন ধনী, শয়তান, যাদুকর, লোভ লালসা, কাম অপরাধ প্রবণতা, যাদুবিদ্যা, শঠতা, অবিশ্বাস, বিতর্ক, মিথ্যা শপথ, অন্যায়, দুর্নীতি আরো অনেক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ যেমন মৃত বস্তু কবর দেওয়া, অথবা গলিত মাংস রান্না, আরো জঘন্য কাজ জরথুস্ত্রবাদে পরবর্তিতে যুক্ত হতে থাকে। Angra-Mainyu অর্বনণীয় ভাবে জঘন্য ও খারাপ কাজগুলো সম্পাদিত করতে থাকে। John B. Noss লিখেছেন:

[৩৮] Noss, J.B., *op. cit.,* p. 337
[৩৯] Hazrat Inayat Khan, *op. cit.,* p. 178
[৪০] Noss, J.B., *op. cit.,* p. 343

"Angra Mainyu's capacity for mischief was in fact boundless. The twenty-second chapter places the number of diseases created by him at 99,999, a stupendous number to the people of that time. But there was a final touch. He was the author of death."[৪১]

Angra-Mainyu তার খারাপ কাজগুলো সম্পাদিত করার জন্য তাকে আরো কয়েকজন সাহায্যকারী সৃষ্টি করে। তার এক এক জন সাহায্যকারী এক একটি খারাপ কাজ পরিচালনা করতে। তাদের আলাদা আলাদা নামও বিদ্যমান রয়েছে।

"The evil power that Angra-Mainyu possessed was many times multiplied by the demons he created to assist him, such as *Aka Manah* (Bad Thought), Andar (The Vedic Indra); *Naonhaithya* (the Vedic Nasatyas, "the heavenly twins", here reduced to one being), *Sauru, Fauru, Zairi*, and others. Besides these there were also "numberless myriads" of evil spirits, *daevas* (devils) all of them. In this connection we must not overlook Druj (the Lie), now appearing in the likeness of a female demon so destructive of righteousness among men that even Ahura Mazda, in one *Yasht*, exclaims: "Had not the awful Fravashis of the faithful given help unto me... deminion would belong to the Druj, The material world would belong to the Durj!"[৪২]

জরথুস্ত্র পরবর্তীতে এই দ্বৈতবাদের কারণে সমালোচিত হয়েছেন। মানব মনেও এই প্রশ্নের উদয় হয় কিভাবে অপবিত্র আত্মা ভালো বা পবিত্র আত্মার সাথে সাথেই সৃষ্টি হল? এই সমস্যা সমাধানের জন্য বলা হয় সব ভালো কিছু পবিত্র আত্মা থেকে এবং সকল খারাপ কিছু অপবিত্র আত্মা থেকে।

"This is one way to solve the problem of evil, to say that all good comes from God, all evil from the Devil. But cossistency demands that the Devil, if he is

[৪১] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 343
[৪২] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 343

the true author of evil, be co-eternal with God from the beginning of time; otherwise, God created evil in the beginning. Only later Zoroastrians embraced this logical corollary of their position"[৪৩]

শিষ্টাচার বিধি

১০ বছরের একজন তরুণ পার্শিয়ান (ইরানে) অথবা ৭ বছরে (ভারতে) অবশ্যই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হয়। শিষ্টাচার অনুষ্ঠানে তাকে শার্ট (Sadre) এবং কোমর বেষ্টনকারী পোশাক (Kusti) দেওয়া হয় যা কি না সে সারা জীবন ব্যবহার করে। গুরুত্বের দিক থেকে ৩ ভাবে পবিত্রকরণ করা হয়। Britainica গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ আছে।

"There are three types of purfication, in order of increasing importance: *the padyab,* or ablution; *the nahr,* or bath; and *the bareshnum,* a complicated ritual performed at special places with the participation of a dog–whose left ear is touched by the candidate and whose gaze puts the evil spirits to flight and lasting several days."[৪৪]

অগ্নির সামনে ধর্মগ্রন্থ আভেস্তার একটি বিরাট অংশ পড়তে পড়তে মূল উৎসব পালিত হয় যেখানে পবিত্র পানীর *(Haoma)* উৎসর্গ করা হয়। সেখানে আরো দুগ্ধ, রুটি, মাংশ বিশেষ করে পশুর চর্বি পরিবেশন করা হয়। এই পবিত্র অগ্নি এক নাগাড়ে জ্বালানো হয় এবং কমপক্ষে দিনে ৫ বার জ্বালানী সরবরাহ করা হয়। দিনে ৫ বার প্রার্থনা করা হয়। নতুন অগ্নি প্রোজ্জ্বলিত করার সময়ও বিভিন্ন উৎসব আয়োজন করা হয়।

যদিও জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে মানব মনে পবিত্র আত্বা ও শয়তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরস্থায়ী সে বিষয়টি জরথুস্ত্র ধর্মে নৈতিকতার মূল ভিত্তি হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তিতে ধর্মগ্রন্থ আবেস্তাতে বিশেষ করে

[৪৩] Ibid
[৪৪] Jacob E. S. (ed), *op. cit.*, p. 1087

Videvdat এ, বিশ্বাসীদের পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে প্রথম দিন থেকেই এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এই বিশ্বাস থেকেই প্রাচীন জরথুস্ত্রবাদে জীবন ব্যবস্থাই অনুরূপভাবে সাজানো হয়েছে। আত্মা পবিত্রকরণের জন্য আবেস্তা গ্রন্থে সকল উপাদান ও পদ্ধতির কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। Vindevdat গ্রন্থে শুধু মাত্র নৈতিক শিক্ষা ও নৈতিক নির্দেশনাই প্রদান করে না বরং শক্তিশালী Manthras (বৈদিক ও হিন্দু মন্ত্র) ব্যবহারের কৌশলও বিস্তারিত বর্ণনা করে যে পদ্ধতি ও কৌশল সমূহ জরথুস্ত্র গাঁথা (Gathas) তে বলে গিয়েছেন।

"In fact, all the *Gathas* became useful primarily as "spells of ineffable power, to be repeated without flow, by men who may or may not understand them.[৪৫]

মন্ত্রের (Mantras) সাহায্য যাযকগণ শয়তানের স্পর্শ এবং তার পথ থেকে দূরে রাখার জন্য *হোমনা জুস (Haoma Juice)* পরিবেশন করেন। এই শিষ্টাচার বিধি পালনের দিন যাযকগণ দুধ এবং পবিত্র পানির সাথে পবিত্র বৃক্ষের জল মিশ্রণ করে দেবতাকে উৎসর্গের মাধ্যমে সুরা পরিবেশন করে। শিষ্টাচার বিধি পালনের এই রীতি হাজার বছর ধরে জরথুস্ত্র ধর্ম পালনকারীদের মধ্যে চলে আসছে।

অপবিত্র ও কলুষ আত্মার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

'According to the *Videvdat*, contact with the human dead is the source of greatest defilement, Anyone touching a corpse must immediately be purified by ablutions with water, or, in certain contingencies with the urine of cattle.[৪৬]

উৎসব ও অনুষ্ঠান

জরথুস্ত্র বিশ্বাসীদের জন্য প্রভুর প্রার্থনা করা অন্যতম বাধ্যতামূলক উৎসবের মধ্যে একটি। পার্সীয় বর্ষ রীতিতে ৬ ঋতু ভিত্তিক অনুষ্ঠান পালন করা হয় *(Gahanbars)* এবং বছরের শেষ ও শুরুর দিন উৎসব হিসেবে পালিত হয়। ঈশ্বর কর্তৃক মাসের প্রতিটা দিন এবং বছরের ১২টি মাসই উৎসবের জন্য নির্ধারিত। মাসের একটি নির্ধারিত দিন কোনো নির্দিষ্ট দেবতার জন্য উৎসর্গকৃত থাকে। নওরোজ *(Noruz)* উৎসব

[৪৫] Noss, J.B., *op. cit.*, p.344
[৪৬] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 344

নতুন বছরের উৎসব হিসেবে পালিত হয়। জরথুস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে 'নওরোজ হলো সবচেয়ে আনন্দদায়ক আর প্রফুল্লতম দিন। *Britainica* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

"The festival to Mithra, or Mehragan, was traditionally an autumn one, as honoured as the spring feast of Noruz."[৪৭]

ঈশ্বর

জরথুস্ত্র তৎকালীন পারসিক সমাজে প্রচলিত বহুঈশ্বরবাদের স্থলে একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর মতে, আহুরা মাজদাই হচ্ছেন একমাত্র প্রভু এবং মানুষের উচিৎ তাঁর উপসনা বা পূঁজা করা। আহুরা মাজদা সম্পর্কে কেদার নাথ তিওয়ারি বলেন,

"Ahera mazda is the one supreme God who is regarded as all powerful, all wise and all good. He is also regarded as the Creator and Ruler of the world.[৪৮]

"The religion that Zoroaster taught was a unique ethical monotheism; that is to say, he held that the moral law requiring human righteourness proceeded from one good God. In calling the supreme God Ahura Mazda ('Wise Lord'), he did not resort to invention"[৪৯]

ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী লিখেছেন, "সমগ্র বিশ্ব-মানবতা যখন কাল্পনিক দেবদেবীর আরাধনায় রত ছিল, সেই সময় যরদুশ্ত মানুষকে এক প্রকৃত উপাস্যের উপাসনার আহবান জানান। এই উপাস্যের নাম ছিল 'খালিকে আকবার' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সিফাত (গুণাবলী) ছিল ছয়টি। সমষ্টিগতভাবে তিনি এগুলোর নাম দিয়েছেন 'আমীশা স্পিন্তা'।"[৫০]

[৪৭] Jacob E.S. (ed), *op. cit.,* p. 1087
[৪৮] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭
[৪৯] Noss, J.B., *op. cit.,* p. 336
[৫০] ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩৫

জরথুস্ত্র Gathas তে ঘোষণা করেছেন,

"Who is by generation the Father of Right *(Asha)* at the first? Who defermined the path of sun and stars? Who is it by whom the moon waxes and wanes again?... who upheld the earth beneath and the firmament from falling? who made the water and the plants? who yoked swiftness to winds and clouds?... what artist made light and darkness, sleep and waking? Who made morning, noon and night, that call the understanding man to his duty?... I strive to recognize by these things thee, O Mazda, creator of all things through the holy spirit."[৫১]

"The mystical meaning of Ahura Mazda, upon whom Zarathushra called, is the universal breath."[৫২]

তাঁর সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে,

''He is regarded as all good, perfectly Holy, all-strong and powerful, unconquerable, kind etc. He is further regarded as the invisible and intangible Creator and Rular of world.[৫৩]

আবেস্তার গাঁথার তথ্য অনুযায়ী আহুরা মাজদা ছাড়াও তাঁকে সাহয্য করার জন্য আরও সাতজন ক্ষুদ্র দেবতা রয়েছেন। তার হচ্ছেন

- স্পেনটা মানু (Spenta Mainu) বা পবিত্র আত্মা যা মানুষকে নিয়ন্ত্রন করে।
- বহু মানাহ্ (Vohu Manaha) বা সৎ মনঃ যা পশুর সাথে সম্পর্কিত।
- আশা বাশিস্থা (Asha Vahishta) বা সর্বজনীন সত্য ও আইন, যার প্রতীক আগুন এবং শক্তি।

[৫১] Noss, J.B., *op. cit.,* p. 337
[৫২] Hazrat Inayat Khan, *op. cit.,* p. 178
[৫৩] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৩৭

- কার্সাথ্রা (Khshathra) বা আধিপত্য যা ধাতব ও খনিজ সম্পদ।
- স্পেন্টা আরমাতি (Spenta Armaiti) বা কল্যাণ কর। যা পৃথিবী ও ভূমি নিয়ন্ত্রণ করে।
- হাউরভাতাত (Havrvatat) বা মুক্তি যা নিয়ন্ত্রণ করে পানি এবং
- আমিরিতাত (Amereta) বা অমরত্ব যা নিয়ন্ত্রণ করে বৃক্ষরাজি।

জরথুস্ত্র ঈশ্বরের দ্বৈতরুপে স্বীকৃত। আহুরামজদা সকল মঙ্গলকর জিনিসের স্রষ্টা। জরথুস্ত্রের দ্বৈতবাদ অনুযায়ী সৎ ও অসৎতের দ্বন্দ্ব চলছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। মানুষকে সৎ অথবা অসৎ যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে। অবশেষে, চুড়ান্ত ভাবে আহুরামজদা (মঙ্গল শক্তি) বিজয়ী হবে এবং আহরিমান (অপশক্তি) ধ্বংস হবে। আর এভাবেই উভয় এর মধ্যে দ্বন্দের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

জগৎ বা পৃথিবী

বিশ্বজগৎ ঈশ্বর কতৃক সৃষ্ট এবং তিনিই এর পরিচালক। কিন্তু ঈশ্বর কিভাবে এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তার বর্ণনা জরথুস্ত্র বাদে নেই। পৃথিবীর কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে নয়। মানুষ নৈতিকতা চর্চা ও লালনের মাধ্যমেই কেবল অশুভ শক্তির কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। এসম্পর্কে কেদার নাথ তিত্তয়ারি বলেন,

"Ahura Mezda has made the world with a perfectly ethical purpose''[৫৪]

"Jacques Duchesne-Guillemin in *Zoroastre* (Paris, 1948) and in an article on "The Religion of Ancient Iran" (in *History Religionum,* I, Brill, 1969) finds that, in Zoroaster's belief, Ahura Mazda not only created all things, but is "the father" of the "Amesha Spentas", "Which help him animate and govern the world," Supplanting the other ahuras and the daevas. Zoroaster certainly did not invent the ahuras and daeves; must of them can be traced back to the Indo-Iranian period. But what engaged him most was a religious reorientation. The *Gathas* are "a meditation on the Amesha Spentas", for "the

[৫৪] Tiwari, K.N. *op. cit.*, p. 95

subject of his day-to-day mental life consisted in thinking them over" and applying to them "novel epithets" that reinforced his "monotheistic solution."[৫৫]

শুভ শক্তি ও অশুভ শক্তির মাধ্যমে সবসময় যুদ্ধ চলছে, শুভ শক্তির বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলতেই থাকবে। আহুরামাজদা শুভ শক্তির বিজয় করবেন এবং এ পৃথিবীকে সকল অশুভ তৎপরতা ও দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত করবেন। এটা অবশ্যই ঘটবে এজন্য মানুষকে অবশ্য কর্তব্য হলো সততা, ন্যায়নীতি, সংযম দানশীলতা প্রভৃতি গুনাবলি দ্বারা পৃথিবীকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে তোলা। জগতের সবকিছুই আহুরামাজদার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

"Asceticism is decried in Zoroastrianism. Being a real creature of the world, one is to lead a life of perfect righteousness by following the moral virtues of truthfulness, chastity, charity, kindness etc. One will have a future life strictly in accordance with his performance in this word."[৫৬]

মানুষ

ঈশ্বর মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন তাঁর চুড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য। এজন্যই জরথুস্ত্রবাদে মানব মর্যাদা স্বীকৃত। মানুষদের কাজ হচ্ছে জগতে অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে পৃথিবীকে সুন্দর ও শান্তিময় করে তোলা। মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে পূত-পবিত্র, নিস্পাপ হয়ে। ঈশ্বর মানুষকে ভালো অথবা মন্দ যেকোনো একটি গ্রহনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। জরথুস্ত্রবাদে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবেই স্বীকৃত। মানুষ সিধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণ হয় তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির দ্বারা । মানুষ তার ইচ্ছা শক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দ্বারা শুভ বা কল্যাণের দিকে ধাবিত হতে পারে। আবার অকল্যাণ বা বিপথগামীও হতে পারে। এক্ষেত্রে সৎপথে পরিচালিত হলে আহুরামজদা

[৫৫] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 337
[৫৬] Tiwari, K.N. *op.cit.*, p. 96

তাকে স্বর্গে প্রবেশ করাবেন আবার বিপথে পরিচালিত হলে তাকে নরকে প্রবেশ করাবেন। জরথুস্ত্র মানুষকে উদ্দেশ্য দিয়ে বলেন,

"Hear with your ears the highest truths I preach,
And with illumined minds weigh them with care,
Before you choose which of two paths to tread–
Deciding man by man, each one for each,
Before the great New Age is ushered in
Wake up, alart to spread Ahura's word".[৫৭]

জরথুস্ত্র মানুষকে শিক্ষা দেয় ভালো চিন্তা করতে, ভালো কাজ করতে, সুস্থ, সুন্দর ও নৈতিক জীবন যাপন করতে। জরথুস্ত্র সন্ন্যাস জীবন অপছন্দ করেছেন। তাঁর মতে পৃথিবী একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র এখানে প্রতিটি মানুষকেই সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। মানুষ তার কর্মের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। পৃথিবী থেকে পলায়নের কোন সুযোগ নেই। আর এজন্যই মনুষকে তার সফলতার জন্য পূর্ণ নিষ্টার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

নৈতিক আর্দশ মেনে শুভ পথের দিকে ধাবিত হওয়ার মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করাই জরথুস্ত্র বাদের মূলকথা। জরথুস্ত্র অনুযায়ী মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। যে তার ইচ্ছা অনুযায়ী পাপ কিংবা পূণ্য করতে পারে। যে সমস্ত পূণ্য কাজ এর আদেশ করা হচ্ছে তার একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রদান করা হয়েছে। অধ্যবসায়, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, দয়া, শাসকের প্রতি অনুগত্য এবং জমি চাষাবাদের মাধ্যমে জীবন ধারণ করা পূণ্যকাজের অর্ন্তভুক্ত। অন্যদিকে অহংকার, আত্ম অভিমান, অর্থ লালসা, লোভ, অলসতা, হিংস্রতা, ব্যভিচার, গর্ভপাত, অপবাদ ইত্যাদি নিষিদ্ধ এবং পাপ কাজের অর্ন্তভুক্ত। জরথুস্ত্র দর্শনে মানব সমাজকে

[৫৭] Tiwari, K. N, *op.cit*, pp. 96-97

সুন্দর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উপর জোর প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জরথুস্ত্র সৎচিন্তা, সৎকথা ও সৎ কাজের কথা বলেছেন। কেদারনাথ তিত্তয়ারি বলেন,

''আমরা দেখি জরথুস্ত্র ভালো চিন্তা, ভালো কথা এবং ভালো কর্ম সম্পাদনের কথা প্রচার করেছেন যা প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য।[৫৮]

উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুনাবলী ও মূল্যবাধ অর্জনের ক্ষেত্রে জরথুস্ত্র মানুষকে সৎ গুনাবলী চর্চা উৎসাহিত করেছেন। কেদার নাথ তিত্তয়ারি এ প্রসঙ্গে বলেন,

"জরথুস্ত্র আরও চেয়েছেন মানুষ যেন সত্যবাদির মূল্য, ন্যায় বিচার, করুণা, সংযম দানশীলতা, সততা, পবিত্রতা, গবাদি পশুর যত্ন, মানবজাতির সেবা ইত্যাদি বিষয়ের কথা বারংবার আবৃত্তি করে।[৫৯]

একটি সমাজ তখনই ভালো সমাজ হিসাবে গণ্য হয় যখন উপরিউক্ত গুনাবলী সমাজের মানুষের মধ্যে চর্চা করা হয়। ধর্মকে নৈতিকতার উপর স্থাপন করতে গিয়ে সৎকর্ম এবং তার জন্য পরবর্তী জীবন প্রসারিত হয়। যে পুরস্কারের লাভের উপায় হিসাবে জরথুস্ত্রে আবির্ভাব ঘটে সৎকর্মের। আর সৎকর্মের অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সমাজ ছড়িয়ে পড়ে।

আহুরা মাজদার নৈতিকতা অনুসরণ করা হলো জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করা এবং শয়তানের বিরোধিতা করা। সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করার জন্য একজনকে অবশ্যই তার খাদ্য সামগ্রী উপার্জন করতে হবে। উপার্জন করার জন্য জরথুস্ত্র গবাদী পশু পালন, কৃষিকাজ করতে বলেছেন। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা এবং শয়তান বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দুটার মধ্যে আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান। অপবিত্র আত্মা মৃত্যুর দিক নির্দেশ করে। ঠিক সেভাবেই ভালো মন্দের বিপরীত এবং আলোর বিপরীত অন্ধকার এবং জীবনের বিপরীত মৃত্যু।

"Angra Mainya is always busy against husbandry: 'The lias stays the supporters of Right from prospering the cattle in district and province, infamous that he is."[৬০]

[৫৮] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯
[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

ভালো মন্দ ও শাস্তি ভোগ

জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাস করা হয় পৃথিবীতে মানুষের দ্বারা সকল মন্দকর্ম সংঘঠিত হয় অশুভ শক্তি আহরিমানের প্রভাবে। যে সর্বদা শুভ শক্তির বিরোধিতা করে। ভালো ও মন্দ সর্বদা একে অন্যের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে। তারা একে অপরের ঠিক বিপরীত। *Yasna* তে জরথুস্ত্রেও মন্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে,

''অতঃপর বাস্তবিকতাই মিথ্যার পতন হবে এবং এর ক্ষমতা নিঃশেষ হবে। এভাবে অশুভ শক্তি ধ্বংস হবে।"[৬১]

ভালো ও মন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব চির দিন ধরে চলে আসছে। আহুরা মাজাদা মানুষকে এই স্বাধীনতা প্রদান করেছেন যে সে ভালো কিংবা মন্দ যেকোন একটা গ্রহণ করতে পারে।

"Against Asha (Right or Truth) is Druj (the Lie); Truth is confronted with Falsehood, Life with Death. The Good Sprit (Spenta Mainyu) is opposed by Angra Mainyu, literally, "the Bad Spirit." It is characteristic of the *Gathas* to lay continual emphasis on the fundamental cleavage in the world of nature and in human life between right and wrong, the true religion and the false."[৬২]

নৈতিক ধর্ম হিসেবে পরিচিত জরথুস্ত্রবাদ। এ ধর্ম মতে মানুষ ইচ্ছা করলে পূণ্য কাজ করতে পারে, আবার পাপ কাজ করতে পারে। এ ধর্মাবলম্বীরা পৃথিবীতে মানুষের পাপ ও পুণ্য কাজের জন্য পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে বলে বিশ্বাস করে। একটি সমাজ সুষ্ট ও সুন্দর ভাবে পরিচালনার জন্য জরথুস্ত্রের মন্দ কর্ম ও শাস্তি ভোগের হুশিয়ারী সম্বলিত এ দর্শন তৎকালীন পারসিক সামাজ বিপুল সাড়া জাগিয়ে ছিল।

উপাসনা পদ্ধতি

আহুরামাকজদাকে কেন্দ্র করে জরথুস্ত্রবাদের সকল উপাসনা পরিচালিত হয়। উপাসনাকারীরা নিজেদের জীবনকে সু-পথে পরিচালতি করার জন্য আহুরামাজদার সাহায্য প্রার্থনা করে। কেদারনাথ তিত্তায়ারির ভাষায়,

---

[৬০] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 338

[৬১] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯; Yasna, 30:10

[৬২] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 337

‘‘Zoroastrian worship mainly consists in offering prayers to Ahura Mazda requesting him to offer help for living a righteous life’’[৬৩]

‘Gathas’ গ্রন্থে জরথুস্ত্র বলেছেন,

“At every offering to thy Fire, I will bethink me of Right so long as I have power.’’[৬৪]

জরথুস্ত্রবাদের ধর্মীয় আনুষ্টানিকতার মধ্যে অন্যতম অগ্নি উপাসনা। জরথুস্ত্রের পূর্বেই পারসীকরা আগুনের উপাসনা করতো। আলোর দেবতার প্রতি আস্থা রেখে এই ধর্মে অগ্নি উপসনা করা হয়। আলো হলো উত্তাপ ও শক্তির প্রতীক। জরথুস্ত্র আগুনের নতুন অর্থ প্রদান করেছেন। তিনি আগুনের এক বিশ্বজনীন তাত্ত্বিক ও নৈতিক অর্থ করেছেন। তাঁর মতে আগুন হলো ন্যায় বিচারের প্রতীক ও স্বর্গীয় আশার প্রতিভু। যারা ভ্রান্ত পথে চলে তারা আগুনের দ্বারা বিশুদ্ধ হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। জরথুস্ত্রের মতে,

“The happiness you grant has been promised through your mental fire and righteousness’’[৬৫]

পূর্বে জরথুস্ত্রের অনুসারীরা পাহাড়ের উপর আগুন জ্বালিয়ে রেখে উপাসনা করতো। তখন প্রতিটি উপাসনালয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। কোনো কোনো উপাসনালয়ে প্রাচীন কালথেকেই আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

“A number of sandalwood logs are kindled from the cremation. Then above the flame, a little too high to touch it, a metal spoon is held, with small holes in it, containing chips of sandalwood. When these ignite, the flame is made to kindle a fresh fire. This process is repeated ninety one times, to the accompaniment of recited prayers.’’[৬৬]

[৬৩] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০
[৬৪] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 338
[৬৫] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০
[৬৬] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 348

উপাসনার সময় এখানে সুগন্ধি কাঠ ব্যবহার করা হয়। বলা হয়েছে,

"Fuel and incense were probably given thrice daily. At the times ordained for prayer (sunrise, noon and sunset)[৬৭]

অনেক জরথুস্ত্ররবাদী সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সৌভাগ্য লাভের আশায় উপসনা করে।

"The standard benediction for many Zoroastrian ceremonies is a prayer for health, long life, and good fortune''[৬৮]

"The Zoroastrians divide each day into fire periods for religions devotions. During each of these periods worship in the fire-temples is required of the priests and is meant to be observed by lay persons there or elsewhere, morning and evening at least. Recitation of sacred texts and offering of traditional prayers provide the spoken substance of such worship. The priests at stated times recite from memory (in Avestan) whole books like the *Videvdat (Vendidad)* or the whole of the *Yasta* (72 chaptens); they perform other ceremonies lasting five hours or more. Their offices for the dead extend over the three days that the departing spirit is thought to remain on earth.''[৬৯]

অগ্নি মন্দির

উপাসনার জন্য জরথুস্ত্রবাদীরা মন্দিরে পবিত্র অগ্নি প্রোজ্জ্বলিত করে রাখে।

"Some, where the fire is more ancient or is purified to a greater degree, are holier. This matter of purifying the fire is distinctive of Zoroastrians and is of more than ordinary interest. The more holy fire has to be compounded of

[৬৭] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০
[৬৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১
[৬৯] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 348

sixteen different fires, all purified after a long and complicated ritual. One such fire is obtained in India from the cremation of a corpse.[৭০]

দেবতা ও শয়তান

জরথুস্ত্রের ধর্মতত্ত্বে দেবতা ও শয়তানের ধারণা বিদ্যামান। জরথুস্ত্র মত অনুসারে স্বর্গীয় আইনের প্রধান শত্রু হলো মিথ্যা। জরথুস্ত্রবাদের মৌলিক দিক হলো অপদেবতাকে চিহ্নিতকরণ। জরথুস্ত্র তাঁর গাঁথায় মিথ্যার সমালোচনা করলেও কোথাও কোথাও অপদেবতার নাম উল্লেখ করেন। জরথুস্ত্রবাদ অনুযায়ী, "সত্যিকার অর্থে দুটি মূল সত্তা রয়েছে। এরা আঙ্গাঅঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত এবং একে অন্যের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। তারা চিন্তায়, কথায় ও কাজে দুই ভিন্ন অংশ। মানুষের কর্তব্য হলো দুই এর মধ্যে থেকে যথার্থকে বেছে নেয়া। কারও উচিত নয় মন্দকর্ম যে করে তাকে পছন্দ করা।"[৭১]

"Now the two primal Spirits, who revealed themselves in vision as Twins, are the Better and the Bad in thought and word and action. And between these two the wise once choose right, the foolish not so. And when these twain Spirits came together in the beginning, they established Life and Not- Life, and that at the last the Worst Existence (Hell) shall be to the followers of the Lie, but the Best Thought (Paradise) to him that follows Right. Of these twain Spirits he that followed the Lie chose doing the worst things; the holiest Spirit chose Right.

Again: I will speak of the Spirits twain at the first beginning of the world, of whom the holier thus spake to the enemy:" Neither thought nor teachings nor wills nor beliefs nor words nor deeds nor selves now souls of us twain agree."[৭২]

[৭০] Noss, J.B., *op . cit.*, pp. 347-348
[৭১] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১
[৭২] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 337

এভাবেই পৃথিবীর শুরুতেই পবিত্র আত্মা আহুরা মাজদা থেকে এবং অপবিত্র আত্মা শয়তান থেকে এসেছে।

দুই শক্তির মধ্যে যে মন্দ শক্তিকে বেছে নিবে সে খারাপ কাজে উৎসাহিত হবে আবার কেউ সত্য বা উত্তমকে বেছে নিবে আহুরামামাজাদা তাকে সেই কাজ যথাযথভাবে করতে সাহায্য করেন। জরথুস্ত্র শুধু আহুরামাজাদাকে সত্যিকার কল্যাণকর দেবতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শয়তান শব্দটি হিব্রু শব্দ যার অর্থ শত্রু। এ প্রসঙ্গে 'Iran and Islam' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে।

"The belief in Satan is common to the Jews, Christians and Muslims like that of Adam. The Zoroastrians Satan is called Angora Mainyu in Avestic and means the Evill spirit."[৭৩]

মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস

মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মধ্য এশিয়ার পারসীকরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে। মৃত্যু, ত্রাণ কর্তার আগমণ, শেষ বিচার দৈহিক পুনরুত্থান এবং ঈশ্বরের অনন্ত প্রশংসার জন্য সমগ্র মানব জাতির মুক্তিতেও তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। জরথুস্ত্র ধর্মের অনুসারীরা কর্মফল স্বীকার করেন। জীবনের কৃতকার্যের উপর ভিত্তি করেই মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে স্বর্গ কিংবা নরক ভোগ করবেন বলেই তারা বিশ্বাস করেন। তাই জীবন সর্ম্পকে উত্তম ধারণাই পোষণ করেন তারা।

এজন্যই জীবন সৎ-চিন্তা, সৎ বাক্য ও সৎ কর্মেও উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। জীবন সম্পর্কে এদের মত হলো জীবনকে রক্ষা করতে হবে সুতরাং কৃষিকাজ করতে হবে ও সন্তান উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনে এর জন্য যুদ্ধও করতে হবে। পারসিকরা বিশ্বাস করেন ভালো কাজের জন্য যেমন আহুরা মাজাদার নিকট থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে ঠিক তেমনি মন্দ ও খারাপ কাজের জন্য শাস্তিও পেতে হবে। এই পৃথিবীর যত সব অন্যায়, অবিচার এবং অসমতা এর কোনো কিছুই পরকালে থাকবে না। জরথুস্ত্র ধর্ম মতে, অপরাধের স্বীকৃতি ও তপস্যার মধ্য দিয়ে পাপের আংশিক মুক্তি মেলে। ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পূর্ণকরলে

[৭৩] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

দোষ ত্রুটি থেকে মুক্তি লাভ হয়। এজন্য মৃতদের জন্য নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বিদ্যামান। এসব ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী যেই হোক না কেন, এসব ক্রিয়ার ফলদানের ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই ক্রিয়ার ফল ভোগ করে। পারসিক ধর্মে আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করে। জরথুস্ত্র ধর্ম মতে অগ্নির কাছে হোম বা পবিত্র পানীর উৎসর্গ করা হয়। বৈদিক ক্রিয়া কান্ডের মত জরথুস্ত্র ধর্মেও অনেক জটিল ক্রিয়া কর্মেও ব্যবস্থা রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে মরণোত্তর জীবনঃ স্বরূপ ও প্রকৃতি

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে মরণোত্তর জীবনঃ স্বরূপ ও প্রকৃতি

আখিরাত অর্থ পরকাল। মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে। মানুষের জীবনে দুইটি পর্যায় রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল হলো দুনিয়ার জীবন। আর মৃত্যুর পর যে নতুনজীবন শুরু হয় তাকে বলা হয় পরকাল বা আখিরাত। আখিরাতের জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। সে জীবন অনন্তকালের। এটা মানুষের চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার জীবনের কাজ কর্মের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে। আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অঙ্গ। এই বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকী হওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

''আর তাঁরা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।''[১]

তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পাশাপাশি আখিরাতে বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। পরবর্তী জীবন পরকালের সফলতা ও জান্নাত লাভ করার জন্য আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলার বাণী,

''আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।''[২]

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্যকাজে উৎসাহ যোগায়। কারণ আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি জানে, তাঁর কৃত কর্মের জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং সকল কাজের হিসাব প্রদান করতে হবে। ফলে সে দুনিয়াতে সৎ কাজে উৎসাহিত হয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। এভাবে মানুষ অসৎ চরিত্র বাদ দিয়ে সৎচরিত্রবান হয়ে ওঠে। অন্যদিকে আখিরাতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি সুযোগ পেলেই পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেননা সে পরকালীন জবাবদিহিতে বিশ্বাসী নয়। এভাবেই আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস সমাজে অত্যাচার ও পাপাচার বৃদ্ধি

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা: ৪

[২] আল-কুরআন,সূরা নিসা: ১৩৬

করে। মানব সমাজ কলুষমুক্ত, পবিত্র ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আখিরাতে বিশ্বাস অপরিহার্য। পবিত্রগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে,

''এ দুনিয়ার জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তুমাত্র। আর নিঃসন্দেহে আখিরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস।''[৩]

এই চিরস্থায়ী অনন্ত আখিরাতে জীবনের কয়েকটি স্তর রয়েছে।

মৃত্যু

আখিরাতে প্রবেশের দ্বার হলো মৃত্যু। একজন ব্যক্তির মৃত্যুর মাধ্যমে পরকালীন জীবনের শুরু হয়। আল্লাহ সকল প্রাণীর জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি বলেন-

''প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।''[৪]

"Death: Arabic *Maut*; *wafat*. It is distinctly taught in the Qu'ran that the hour of death is fixed for every living creature."[৫]

দুনিয়ার কোনো প্রাণীই মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে পারবে না। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সুস্থ-অসুস্থ, শাসক-শাসিত কেউই মৃত্যুকে এড়াতে পারবে না। নির্দিষ্ট সময় পর প্রত্যেকেই মৃত্যু বরণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

''তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করলেও।''[৬]

মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আখিরাতের জীবন শুরু হয়। পুণ্যবান মানুষের মৃত্যু হয় আল্লাহ তাআলার রহমতের সাথে আর পাপীদের মৃত্যু হয় খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে।

মুহম্মদ ইবনে সায়েদের পুত্র উমার জানিয়েছেন, তাঁর পিতা তাকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতে চলে যাবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে চলে যাবে তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করে বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে রাখা হবে অতঃপর একে জবেহ করা হবে। অতঃপর

[৩] আল-কুরআন,সূরা আল মুমিন: ৩৯
[৪] আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান: ১৮৫
[৫] Thomas Patrick Hughes, *op.cit.*, p. 82
[৬] আল-কুরআন, সূরা আন নিসা: ৭৮

একজন ঘোষণাকারী উচ্চ:স্বরে ঘোষণা করবে, "হে বেহেশতবাসীগণ। তোমাদের আর মৃত্যু নেই, হে দোযখবাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এতে বেহেশতবাসীদের আনন্দ বহুগুণ বেড়ে যাবে আর দোযখবাসীদের চিন্তা আরও বহুগুণবৃদ্ধি পাবে।[৭]

"আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঐ দিন (হাশরের দিন) জাহান্নামকে এভাবে হাজির করা হবে যে এর সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাকে টেনে নিয়ে যাবে।"[৮]

"নবী কারীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ অবস্থায় বলতেন যে, কোন নবীরই জান কবজ করা হয় না, যতক্ষণ না তাঁকে জান্নাতে তাঁর স্থান দেখানো হবে আর তাকে জীবনে অথবা মৃত্যুর যে কোন একটি হক বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়।"[৯]

"আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক কঠিন মেজাজের গ্রাম্য লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল কিয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের সর্ব কনিষ্ঠ লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি এ লোক বেঁচে থাকে তবে তার বুড়ো হবার আগেই তোমাদের উপর তোমাদের কিয়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন, অর্থাৎ তাদের মৃত্যু।"[১০]

"আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে। দুটি ফিরে আসে, আর একটি তার সঙ্গে থেকে যার। তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল তার অনুসন্ধান করে। তার পরিবারের বর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, এবং তার আমল তার সঙ্গে যায়।"[১১]

[৭] ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, অষ্টম খন্ড, অধ্যায়: ৫৩, হাদীস নং: ৬৯৭৮
[৮] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ৬৯৫৮
[৯] ইমাম বুখারী, *সহিহুল বুখারী*, অধ্যায় নং: ৮১/৪১, হাদীস নং: ৬৫০৯
[১০] *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: ৮১/৪২, হাদীস নং: ৬৫১১
[১১] *প্রাগুক্ত*, অধ্যায় নং: ৮১/৪২, হাদীস নং: ৬৫১৪

গোসল ও পবিত্রকরণ

লাশের ডান দিক ও ওযুর অংগসমূহ

"আমর ইবনে মানসূর (র)... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যার মৃত্যু হলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠান এবং বলেন, তোমরা তাকে কুল পাতাযুক্ত পানি দিয়ে গোসল করাও বেজোড় সংখ্যায়, তিন, পাঁচ অথবা সাতবার, যদি তোমরা তা প্রয়োজন মনে করো, আর শেষবারে কিছু কর্পূর দিবে। তোমরা কাজ সমাপ্ত করলে পর আমাকে জানাবে। আমরা কাজ সমাপ্ত করে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদের নিকট তাঁর লুঙ্গি দিয়ে বলেন, তোমরা এটি তার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। আমরা তার চুল তিন ভাগে ভাগ করে আঁচড়িয়ে দিলাম এবং তা পিছন দিকে রেখে দিলাম।"[১২]

শহীদকে গোসল দেয়া সম্পর্কে

"জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি তীর এসে এক ব্যক্তির বুকে অথবা কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হলো এবং তাতে সে মারা গেলো। সে যেভাবে নিজের কাপড় পরিহিত ছিলো ঠিক সেভাবেই তাকে (মৃতকে) ঐ কাপড়ে জড়ানো হলো। এ সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই ছিলাম।"[১৩]

শহীদদেরকে বিনা গোসল রক্তমাখা দেহে দাফন করতে হয়। এ ব্যাপারে ফিক্হবিদগণ একমত।

গোসলের সময় মৃতের সতর ঢেকে দেয়া

"আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার ঊরু (রান) কখনও অনাবৃত করো না এবং জীবিত ও মৃত কারো ঊরুর প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করো না।"[১৪]

পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সবসময় ঢেকে রাখা ফরয। এ অংশটুকু সতরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রান বা ঊরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

"আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, সাহাবীগণ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (লাশের) গোসল দিতে চাইলেন,

---

[১২] ইমাম আবু আবদুর রহমান আন-নাসাঈ: *সুনান আন-নাসাঈ*, অনুবাদ; *আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ* মূসা; ৩য় খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০১৪; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩১, হাদীস নং-১৮৮৫

[১৩] আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ আছ আস সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগষ্ট-২০০৮; ৪র্থ খন্ড, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩০, হাদীস নং-৩১৩৩

[১৪] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩১, হাদীস নং-৩১৪০

তাঁরা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, আমরা যেভাবে সাধারণ লোকের মৃতদেহ থেকে বস্ত্র খুলে নেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও কি সেভাবে বস্ত্রহীন করে নিবো না কি তাঁর পরিধেয় বস্ত্রসহ তাঁকে গোসল দিবো? যখন তারা এ নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হলেন, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ঘুম চাপিয়ে দিলেন। ঘুমের ঘোর তাদের প্রত্যেকের থুতনি (চিবুক) নিজ নিজ বুকের সাথে ঠেকে গেলো। এমতাবস্থায় ঘরের এককোণ থেকে অদৃশ্য আওয়াজ আসলো। কে সেই আওয়াজ দিলো তা জানা গেলো না। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাপড়ে আবৃত অবস্থায়ই গোসল দাও।' একথা শুনে তারা জেগে উঠলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জামা পরিহিত অবস্থায় গোসল দিলেন। তারা জামার উপর পানি ঢাললেন এবং হাতের পরিবর্তে জামা দিয়ে তাঁর শরীর রগরালেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি পরে যা জানতে পারলাম তা যদি পূর্বে মনে আসতো তাহলে তাঁর স্ত্রীরাই তাঁর গোসল দিতেন।"[১৫]

পরে যে কথাটি আয়েশা (রা)-র মনে পড়লো তা হচ্ছে- নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, 'তুমি যদি আমার জীবদ্দশায় মারা যাও তাহলে আমি তোমাকে গোসল দিবো এবং কাফন পরাবো।' ফাতিমা (রা)-কে আলী (রা) গোসল দিয়েছিলেন। জমহূর আলেমদের মতে স্বামীকে স্ত্রী এবং স্ত্রীকে স্বামী গোসল দিতে পারে। কিন্তু কুফার ফিক্হবিদদের মতে স্বামীকে গোসল দেয় স্ত্রীর জন্য জায়েয হলেও স্ত্রীকে গোসল দেয়া স্বামীর জন্য জায়েয নয়।

মৃতকে কিভাবে গোসল দিবে

"উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (যয়নাব রা.) যখন ইনতিকাল করলেন, তিনি আমাদের কাছে আসলেন। তিনি বললেন, আবশ্যকবোধে তোমার তাঁকে কুল পাতাসহ সিদ্ধ পানি দিয়ে তিন অথবা পাঁচ অথবা তদপেক্ষা অধিকবার গোসল করাও। শেষবারে কাফুর বা কিছু কাফুর দিবে। যখন তোমরা গোসল দেয়া শেষ করবে আমাকে খবর দিবে। (রাবী বলেন) অতএব আমরা গোসল দেয়া শেষ করে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি তাঁর একখানা কাপড় ছুড়ে দিয়ে আমাদেরকে বললেন, এটা তাকে জামা হিসেবে পরিয়ে দাও। মালেকের বর্ণনায় আছে, তা ছিলো তাঁর পরিধানের কাপড়।"[১৬]

[১৫] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩১, হাদীস নং-৩১৪১
[১৬] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩২, হাদীস নং-৩১৪৩

মৃত ব্যক্তিকে সাতবারের অধিক গোসল করানো

"ইসমাঈল ইবনে মাসঊদ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক কন্যা (যয়নব) মৃত্যুবরণ করলে তিনি আমাদেরকে তাকে গোসল করানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা তাকে তিনবার, পাঁচবার, সাতবার বা ততোধিকবার গোসল করাও, যদি তোমরা প্রয়োজন বোধ করো। তিনি বলেন, আমি বললাম, তাও কি বেজোড় সংখ্যায় করাতে হবে? তিনি বলেন, হাঁ, এবং শেষেরবার কিছু কর্পূর দিবে। আর তোমরা অবসর হয়ে পর আমাকে জানাবে। অতএব আমরা অবসর হয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর লুঙ্গিখানা দিয়ে বললেন, এটা তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।"[১৭]

উত্তম কাফন পরিধান করানোর নির্দেশ

"আবদুর রহমান ইবনে খালিদ (র)...জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন। তিনি মারা গেলে তাকে অনুত্তম কাফনে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের অভিভাবক হলে সে যেন তাকে উত্তম কাফন পরিধান করায়।"[১৮]

কোন্ ধরনের কাফন উৎকৃষ্ট?

"আমর ইবনে আলী (র)... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের সাদা পোশাক পরিধান করো। কেননা তা সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।"[১৯]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাফন

"ইসহাক (র)... আয়েশা (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সুহূল নামক স্থানের তিনখানা সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল।"[২০]

[১৭] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩৪, হাদীস নং-১৮৯০
[১৮] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩৭, হাদীস নং-১৮৯৬
[১৯] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩৮, হাদীস নং-১৮৯৭
[২০] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩৯, হাদীস নং-১৮৯৮

"কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সুহূল নামক স্থানের তিনখানা সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে জামা ও পাগড়ি ছিলো না।"[২১]

কাফন পরিধান

মানুষ মারা গেলে শেষ বিদায় জানাবার জন্য তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কাফন পরানো হয়।

কাফনের বর্ণনা

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন খুতবা দিলেন (বক্তৃতা করলেন)। তাতে তিনি তাঁর এক সাহাবীর কথা উল্লেখ করলেন। তিনি মারা গেলে তাকে অপর্যাপ্ত কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল এবং রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে রাতের বেলা কবর দেয়ার ব্যাপারে তিরস্কার করলেন, যাতে (লোকের) তার জানাযা পড়ার সুযোগ পায়। হাঁ, কেউ যদি রাতে কবর দিতে একান্তই বাধ্য হয়ে পড়ে সেটা ভিন্ন কথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, তোমাদের কেউ তার (মুসলমান) ভাইকে কাফন পরালে সে যেন তাকে উত্তমরূপে কাফন দেয়।"[২২]

'উত্তম' অর্থে এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত কাফনকেই বুঝানো হয়েছে। কাপড় নতুন এবং মূল্যবান হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়ামানের তৈরী তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। কাফনে কোন কামীস (জামা) ও পাগড়ী ছিলো না।"[২৩]

"হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা (উরওয়া) আয়েশা (রা)-র কাছ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে সুতীর কাপড়ের কথা উল্লেখ আছে। কেউ আয়েশা (রা)-র কাছে লোকজনের বক্তব্য 'তাঁর কাফনে দু'টি সাদা কাপড় ও একটি কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদর ছিলো' উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ইয়ামানী চাদরখানা (তাঁর কাফনের

[২১] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩৯, হাদীস নং-১৮৯৯
[২২] ইমাম আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩৩, হাদীস নং-৩১৪৯
[২৩] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩৩, হাদীস নং-৩১৫১

জন্য) দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সাহাবাগণ তা ফেরত দিয়েছে এবং তারা তাঁকে ঐ চাদর দিয়ে কাফন দেননি।"[২৪]

"ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে তিনখানা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। এগুলো ছিল নাজরান এলাকার তৈরী। এই তিনখানা কাপড়ের একটি ছিল চাদর, একটি ছিল লুঙ্গি এবং অপরটি ছিল মৃত্যুশয্যায় তাঁর পরনের জামা। আবু দাঊদ (র) বলেন, উসমান ইবনে আবু শাইবার বর্ণনায় আছে, তিনখানা কাপড়ে তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল– লাল বর্ণের দু'টি চাদর এবং যে জামা পরিহিত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।"[২৫]

স্ত্রীলোকের কাফনের বর্ণনা

"ছাকীফ গোত্রের কানিফের কন্যা লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা উম্মে কুলছূম (রা)-র ইন্তেকালের পর তার গোসল দানকারী মহিলাদের সাথে আমিও ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (কাফনের জন্য) প্রথমে দিলেন ইজার (তহবন্দ), অতঃপর কামীস (জামা), অতঃপর ওড়না (দোপাট্টা), অতঃপর চাদর, অতঃপর অন্য একটি কাপড় দিলেন। তা দ্বারা কাফনের উপর দিয়ে লাশ পেচিয়ে দেয়া হলো। লায়লা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাফনের কাপড়সহ দরজার কাছে বসা ছিলেন। তিনি একটা করে কাপড়গুলো আমাদেরকে দিলেন।"[২৬]

কাফন-দাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা

"সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যখন কোন নেক্‌কার ব্যক্তিকে তার খাটিয়ায় রাখা হয় তখন সে বলে, "আমাকে দ্রুত কবর দাও, আমাকে দ্রুত কবর দাও। আর যখন কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে তার খাটিয়ায় রাখা হয় তখন সে বলে, হায় আমার ধ্বংস! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?"[২৭]

[২৪] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩৩, হাদীস নং-৩১৫২
[২৫] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩৩, হাদীস নং-৩১৫৩
[২৬] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৩৫, হাদীস নং-৩১৫৭।
[২৭] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৪৪, হাদীস নং-১৯০৯

"কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমারা দ্রুত লাশ দাফন করবে। সে সৎকর্মপরায়ণ হলে তা হবে তার জন্য কল্যাণকর। তোমরা তাকে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে দিলে। আর সে যদি পাপাচারী হয়ে থাকে তবে তোমরা এক পাপাচারীকে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলে।"[২৮]

সালাত আদায়

(ক) শিশুদের জন্য জানাযার নামায পড়া

"আমর ইবনে মানসূর (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক আনসারী বালকের লাশ আনা হলে তিনি তার জানাযার নামায পড়েন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্যকার এ চড়ুই পাখীটি কতই না ভাগ্যবান! সে কোন পাপ কাজ করেনি এবং পাপ তাকে স্পর্শও করেনি। তিনি বলেন, হে আয়েশা! এর অন্যথাও হতে পারে। মহামহিম আল্লাহ জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এবং তার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশে থাকতেই। তিনি জাহান্নামও সৃষ্টি করেছেন এবং তার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশে থাকতেই।"[২৯]

বাচ্চাদের জন্য জানাযায় নামায পড়া

"ইসমাঈল ইবনে মাসঊদ (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরোহীরা লাশের পিছে পিছে যাবে এবং পদব্রজে গমনকারীরা লাশের যে পাশ দিয়ে ইচ্ছা যেতে পারে। বাচ্চা শিশুর জানাযার নামায পড়তে হবে।"[৩০]

(খ) শহীদগণের জন্য জানাযার নামায

"সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে তাঁর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাঁর সাথে থাকলো। অতঃপর সে বললো, আমি কি আপনার সাথে হিজরত করবো? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার

[২৮] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৪৪, হাদীস নং-১৯১১
[২৯] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৫৮, হাদীস নং-১৯৪৯
[৩০] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৫৯, হাদীস নং-১৯৫০

সম্পর্কে কোন সাহাবীকে ওসিয়াত করলেন। এক যুদ্ধে গনীমত হিসাবে কিছু বন্দী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হস্তগত হলো। তিনি সেগুলো বণ্টন করে দিলেন এবং বেদুঈনকেও ভাগ দিলেন। তার অংশ সাহাবীগণ তাকে দিলেন। সে অন্যান্য সাহাবীদের সওয়ারীর উট চরাতো। বেদুঈন এলে তারা সেগুলো তাকে দিলেন। সে জিজ্ঞেস করলো, এগুলো কি? তারা বলেন, তোমার অংশ যা তোমাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। সে সেগুলো নিলো এবং সেগুলোসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, এগুলো কি? তিনি বলেন, এ ভাগটা আমি তোমাকে দিয়েছি। সে বললো, এজন্য আমি আপনার অনুসরণ করিনি, বরং এজন্য অনুসরণ করেছি, যেন এখানে আমি তীর গ্রহণ করতে পারি এবং সে তার তীর দিয়ে তার গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করল এবং শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বলেন, যদি তুমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে থাকো তবে আল্লাহ তোমার সেই আশা সত্য করে দেখাবেন। কিছুক্ষণ পরেই সে শত্রু নিধনের জন্য দৌঁড়িয়ে গেলো। অতঃপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে আনা হলে দেখা গেলো তার ঠিক সেই স্থানেই তীর বিদ্ধ ছিল যেখানে সে ইঙ্গিত করেছিলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ কি সেই ব্যক্তিই? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, সে আল্লাহ্‌কে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ তাকে সত্য সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বীয় জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাকে সন্মুখে রেখে তার জানাযায় নামায পড়লেন। তার জানাযায় নামাযে তিনি যা প্রকাশ করলেন তা হলো, "হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি তোমার বান্দা, সে তোমার রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছিল। এখন সে শাহাদাত বরণ ররেছে। আমি তার জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম।" [৩১]

(গ) মহিলা ও শিশুর জানাযার নামায একত্রে পড়া

"মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র)... আম্মার (রা) বলেন, এক শিশু ও এক মহিলার লাশ একত্রে উপস্থিত করা হলে শিশুর লাশ লোকজনের সম্মুখভাগে রাখা হলো এবং মহিলার লাশ শিশুটির পিছনে রাখা হলো। তারপর একত্রে তাদের উভয়ের জানাযার নামায পড়া হলো। উপস্থিত লোকজনের

[৩১] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬১, হাদীস নং-১৯৫৫

মধ্যে আবু সাঈদ আল-খুদরী, ইবনে আব্বাস, আবু কাতাদা, আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আমি এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন এটাই সুন্নাত।"[৩২]

(ঘ) পুরুষ ও মহিলাদের জানাযার নামায একত্রে পড়া

মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি নাফে' (র)-কে বলতে শুনেছি, ইবনে উমার (রা) একত্রে নয়টি লাশের জানাযার নামায পড়েন। তারা পুরুষদের লাশ ইমামের সম্মুখে এবং মহিলাদের লাশ কিবলার দিকে রেখেছিলেন, সমস্ত লাশ এক কাতারে (পুরুষের এক কাতার এবং নারীদের লাশ এক কাতার) রাখা হয়েছিল। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র স্ত্রী উম্মে কুলছূম বিনতে আলী এবং যায়েদ নামের তার এক ছেলের লাশ একত্রে রাখা হয়েছিল। সেদিন ইমাম ছিলেন সাঈদ ইবনুল আস (রা)। আর উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছিলেন ইবনে উমার, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, আবু কাতাদা (রা) প্রমুখ। ইমামের সম্মুখে ছেলেটির লাশ রাখা হয়েছিল। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি বললো, আমি তা মেনে নিতে পারলাম না। রাবী বলেন, আমি ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও আবু কাতাদা (রা)-এর দিকে তাকালাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? তারা বললেন, এটাই সুন্নাত।"[৩৩]

(ঙ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া

"মাহমূদ ইবনে গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। জানাযার নামায পড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নিকট এক আনসারীর লাশ আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। সে ঋণগ্রস্ত। আবু কাতাদা (রা) বলেন, সেই ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আমার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তা আদায় করা জন্য কি এই অঙ্গীকার? তিনি বলেন, আদায় করার জন্য। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ান।"[৩৪]

[৩২] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৭৪, হাদীস নং-১৯৭৯
[৩৩] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৭৫, হাদীস নং-১৯৮০
[৩৪] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৭, হাদীস নং-১৯৬২

(চ) আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায পড়া

"উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) বলেন, খায়বারে এক ব্যক্তি মারা গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খিয়ানত করেছে (যুদ্ধলব্ধ মাল আত্মসাৎ করেছে)। আমরা তার মাল-সামান তল্লাশী করে তার মধ্যে ইয়াহূদীদের পাথরসমূহের মধ্যকার একটি পাথর পেলাম, যার মূল্য ছিল দুই দিরহাম সমতুল্য।"[৩৫]

(ছ) যেনার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জানাযা পড়া ত্যাগ করা

"মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর নিকট উপস্থিত হয়ে যেনার স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবারো স্বীকারোক্তি করলে তিনি এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবারো স্বীকারোক্তি করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের সম্পর্কে চারবার স্বীকারোক্তি করলো। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পাগল? সে বলবো, না। অতপর বললেন তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হাঁ। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাকে রজম করা হলো। পাথর মারা শুরু হলে সে অধৈর্য হয়ে দৌঁড় দিলে তাকে ধরে এনে পুনরায় পাথর মারা হলো। ফলে সে মারা গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন, কিন্তু তার জানাযা পড়লেন না।"[৩৬]

(ঙ) রজমকৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া

"ইসমাঈল ইবনে মাসঊদ (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহায়না গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি যেনা করেছি। সে ছিল গর্ভবতী। তিনি তাকে তার অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করে বলেন, এর সাথে সদয় ব্যবহার করো। তার গর্ভখালাস হলে পর তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতএব তার গর্ভখালাস হলে পর তার অভিভাবক তাকে নিয়ে এলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রজম করার নির্দেশ

[৩৫] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৬, হাদীস নং-১৯৬১
[৩৬] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৩, হাদীস নং-১৯৫৮

দিলেন। তার পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে জড়ানো হলো, অতঃপর তাকে রজম করা হলো। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। উমার (রা) বললেন, আপনি তার জানাযা পড়লেন, অথচ সে যেনা করেছে! তিনি বলেন, সে এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তরজন মদীনাবাসীর মধ্যে বণ্টন করা হলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। তুমি কি এর চেয়ে উত্তম তওবা দেখেছ, যে নিজের জীবনটাকে মহামহিম আল্লাহ্‌র জন্য কোরবানী করে দিয়েছে?"[৩৭]

(জ) আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায ত্যাগ করা

"ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তীরের ফলা দিয়ে আত্মহত্যা করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কিন্তু তার জানাযার নামায পড়বো না।"[৩৮]

(ঝ) মোনাফিকদের জানাযার নামায পড়া

"মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল মারা গেলে তার জানাযা পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আহ্বান করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম রাওয়ানা হওয়ার জন্য দাঁড়ালে আমি দ্রুত তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লা! আপনি কি ইবনে উবাইর জানাযা পড়বেন? অথচ সে অমুক অমুক দিন এই এই কথা বলেছিল। আমি গুণে তা বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন ঃ হে উমার! আমার থেকে সরে দাঁড়াও। আমি তাঁকে বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি বলেন ঃ আমাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। আমি অবকাশ গ্রহণ করেছি। যদি আমি জানতাম, আমি সত্তর বারের অধিক ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা হবে তাহলে আমি সত্তর বারের অধিক ক্ষমা চাইতাম। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়লেন, তারপর ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরই সূরা বারাআতের দুইটি আয়াত নাযিল হলো ঃ 'তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার নামায পড়বেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। তারা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে এবং তার নাফরমান অবস্থায় মারা গেছে' (৯ ঃ ৮৪)। আমি পরে

[৩৭] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৪, হাদীস নং-১৯৫৯
[৩৮] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৮, হাদীস নং-১৯৬৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে আমার সেদিনের সাহসিকতায় অবাক হলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।"[৩৯]

মসজিদে জানাযার নামায পড়া

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে বাইদার জানাযা মসজিদের ভিতরেই পড়েছেন।"[৪০]

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (যুক্তিসংগত ওজর ব্যতীত) মসজিদের অভ্যন্তরে জানাযার নামায পড়েছে, এতে তার কোন গুনাহ হবে না (বা সে কোন সওয়াব পাবে না)।"[৪১]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফিঈ (র) মসজিদে জানাযা পড়া জায়েয মনে করেন। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানীফা (র) মসজিদে জানাযা পড়া মাকরূহ মনে করেন, তবে সংগত কোন অসুবিধা থাকলে মসজিদে পড়া যায়।

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইদার দুই পুত্র– সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদের ভিতরেই পড়েছেন।"[৪২]

জানাযার নামাযের দোয়া

"ইসমাঈল ইবনে মাসঊদ (র)... আবু ইবরাহীম আল-আনসারী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মৃতের জানাযার নামাযে বলতে শুনেছেন, 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করো আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, পুরুষ, নারী, শিশু ও বয়স্ক সকলকে'।"[৪৩]

"আল-হায়ছাম ইবনে আইউব (র)... তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর জানাযার পড়লাম। তাতে তিনি সূরা আল-ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত

[৩৯] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৯, হাদীস নং-১৯৬৮
[৪০] ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৫৩, হাদীস নং-৩১৮৯
[৪১] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৫৩, হাদীস নং-৩১৯১
[৪২] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৫৩, হাদীস নং-৩১৯০
[৪৩] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৭৭, হাদীস নং-১৯৮৮

করলেন এবং এত উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন যে, আমরা তা শুনতে পেয়েছি। তিনি নামায থেকে অবসর হলে আমি তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলে পর তিনি বলেন, এটা সুন্নাত এবং সঠিক।"[৪৪]

মৃতের জন্য দু'আ করা

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমার কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করবে।"[৪৫]

দাফন

লাশ কবরে রাখার সময় যে দোয়া পড়তে হয়

"ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। আবু খালিদের বর্ণনায় আছে, যখন মৃতকে তার কবরে রাখা হয় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূল্লাহ', অপর বর্ণনায় আছে, 'বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা সুন্নতি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরবী। অন্যান্য সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এক সূত্রে এটা আবদুল্লা ইবনে উমার (রা) থেকে মওকূফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।"[৪৬]

লাশ কবরে রাখার সময় তার জন্য দু'আ করা

"ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লাশ কবরে রাখতেন তখন বলতেন, 'আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার (দীনের) উপর রাখা হলো'।"[৪৭]

কতজন কবরে (লাশ রাখার জন্য) নামবে

"আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলী (রা), আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা) গোসল করিয়েছিলেন। তারাই তাঁকে কবরে নামিয়ে রেখেছিলেন। আশ-শা'বী (র) বলেন, মারহাব অথবা ইবনে আবু মারহাব আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তারা আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কেও তাদের সাথে শরীফ করলেন।

[৪৪] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৭৭, হাদীস নং-১৯৮৯
[৪৫] ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৫৯, হাদীস নং-৩১৯৯
[৪৬] ইমাম আবূ তিরমিযী, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৫২, হাদীস নং-৯৮৫
[৪৭] ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৮৫, হাদীস নং-৩২১৩

দাফন সম্পন্ন করে আলী (রা) বললেন, মৃত ব্যক্তির দাফন কাজ তার পরিবারের লোকদেরই সম্পন্ন করা উচিত।"[৪৮]

লাশ কিভাবে কবরে রাখতে হবে

"আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-হারিস (রা) তার মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়াত করে গেলেন– আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) যেন তার জানাযা পড়ান। অতএব তিনি তার জানাযা পড়ালেন। অতঃপর তিনি তাকে পায়ের দিক থেকে কবরে রাখলেন (পায়ের দিক আগে নামালেন)। তিনি বললেন, এটাই সুন্নাত তরীকা।"[৪৯]

শাফিঈ মতে, মুর্দাকে মাথার দিক থেকে কবরে নামানো সুন্নাত; হানাফী মতে ডান দিক থেকে নামানো সুন্নাত।

কবরের পাশে কিভাবে বসবে

"আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বের হলাম। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখলাম, তখনও কবর খনন করা শেষ হয়নি নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখি হয়ে বসে গেলেন। আমরাও তাঁর সাথে বসলাম।"[৫০]

কোন মুসলমানের মুশরিক নিকটাত্মীয় মারা গেলে

"আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আপনার পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ চাচা আবু তালিব মারা গেছে। তিনি বললেন তুমি গিয়ে তোমার পিতার গর্ত খনন করে তাকে মাটি দিয়ে আমার কাছে না আসা পর্যন্ত মাঝখানে অন্য কিছু করো না। রাবী বলেন, আমি তাকে মাটি দিয়ে সরাসরি তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে গোসল করার নির্দেশ দিলেন। অতএব আমি গোসল করলাম এবং তিনি আমার জন্য দু'আ করলেন।"[৫১]

দাফনশেষ প্রত্যবর্তনের সময় কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

"উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের দাফন শেষ করে সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং

[৪৮] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৫, হাদীস নং-৩২০৯
[৪৯] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৬, হাদীস নং-৩২১১
[৫০] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৭, হাদীস নং-৩২১২
[৫১] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৯, হাদীস নং-৩২১৪

সে যেন (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে সেজন্য দু'আ করো। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৫২]

বারযাখ বা কবর

দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়কে বারযাখ বলে। মানুষের মৃত্যুর পরপরই বারযাখ বা কবরের জীবন শুরু হয়ে যায়। এটা কিয়ামত ও দুনিয়ার জীবনের মধ্যবর্তী পর্দা স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ''আর তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।''[৫৩]

দুনিয়াতে মানুষকে মৃত্যুর পর কবরস্ত করা হয়। এসময় মুনকার-নাকির নামক দুজন ফেরেশতা কবরে আসেন। তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে ৩টি প্রশ্ন করেন। এগুলো হলো,

১। তোমার রব কে?

২। তোমার দ্বীন কী?

৩। তোমার নবি কে? অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হবে, এই ব্যক্তি কে?

যাদেরকে কবর দেওয়া হয় না তারাও এ প্রশ্ন থেকে রেহায় পান না। দুনিয়াতে যারা ইসলামের অনুসরণ করে জীবন যাপন করবে তারা এপ্রশ্ন গুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবে। তাদের জন্য কবরের জীবন হবে শান্তিময়। আর যারা ইসলাম অনুসরণ করবে না তারা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। তারা বলবে, 'আফসোস! আমি জানি না।' কবরের জীবনে তারা কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। বারযাখ বা কবর আখিরাতের জীবনের সর্বপ্রথম পর্যায়। বারযাখের জীবনে মানুষ দুনিয়ার ভালো কাজের জন্য শান্তি আর খারাপ কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করবে।

নবী করিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"আমাকে ও কিয়ামতকে পাঠানো হয়েছে এ দুটি আঙ্গলের মত। 'আল্লাহ ইরসাদ করেছেন, কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের মত বরং তা থেকেও দ্রুত। আল্লাহ সব কিছু করতেই সক্ষম। সূরা নাহল-১৬:৭৭"[৫৪]

[৫২] প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৭২, হাদীস নং-৩২২১

[৫৩] আল-কুরআন, সূরা-আল-মুমিনুন: ১০০

[৫৪] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ৮১/৩৯

কবরের আযাব সম্পর্কে

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে বা তোমাদের কাউকে কবরে রাখা হয় তখন তার কাছে কালো বর্ণের এবং নীল চোখ বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আসেন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার এবং অপরজনকে বলা হয় নাকীর। তারা উভয়ে (মৃতকে) জিজ্ঞেস করেন, এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তুমি কি বলতে? মৃত ব্যক্তি মুমিন হলে পূর্বে যা বলত তাই বলবে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা উভয়ে বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি একথাই বলবে। অতঃপর তার কবর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সত্তর গজ করে প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং এখানে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর তাকে বলা হয়, তুমি ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলবে, আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই তাদেরকে সুসংবাদ দিতে। তারা উভয়ে বলবেন, তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার মত এমন গভীর ঘুম দাও, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না। অবশেষে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার বিছানা থেকে তাকে তুলবেন। মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হলে (প্রশ্নের উত্তরে) বলবে, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে একটা কথা বলত আমিও তাই বলতাম। আমি এর অধিক কিছুই জানি না। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। অতঃপর জমীনকে বলা হবে, একে চাপ দাও। জমীন তাকে এমন শক্তভাবে চাপ দিবে যে, তার পাঁজরের হাড়সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যাবে। (কিয়ামতের দিনে) আল্লাহ তাকে তার এ বিছানা থেকে তোলার পূর্বে পর্যন্ত সে এভাবেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আলী, যায়েদ ইবনে সাবিত, ইবনে আব্বাস, বারআ ইবনে আযিব, আবু আয়্যুব, আনাস, জাবির, আইশা ও আবু সাঈদ (রা) সকলেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কবরের আযাব সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।"[৫৫]

"মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন' (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭), আয়াতটি কবরের আযাব সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। কবরে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা আল্লাহ্‌র বাণী, 'যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান

[৫৫] ইমাম আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৯ , হাদীস নং-১০০৯

এনেছে তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন' (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)-এর জ্বলন্ত প্রমাণ।"[৫৬]

কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

"মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দাকে তার কবরে রাখার পর যখন তার সাথীরা ফিরে যায় তখন সে তাদের পায়ের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমনি মুহূর্তে তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখিয়ে) এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? যদি সে মুমিন হয় তবে বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জাহান্নামে নিজের স্থান দেখে নাও। আল্লাহ তোমাকে এর পরিবর্তে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে উভয় স্থান দেখানো হবে।"[৫৭]

কাফেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

আহ্‌মাদ ইবনে আবু উরায়দুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন বান্দাকে তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা তার নিকট থেকে ফিরে যায়, আর সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায় তখন তার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলতে? ঐ ব্যক্তি মুমিন হলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাকে বলা হবে, তুমি তোমার জাহান্নামের স্থানের দিকে লক্ষ্য কর; আল্লাহ তোমাকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম স্থান দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তি উভয় স্থান দেখতে পাবে। আর কাফের বা মুনাফিককে বলা হবে, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? সে বলবে, আমি কিছুই জানি না, অন্যরা যেরূপ বলতো আমিও তদ্রূপ বলতাম। তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চেষ্টা করোনি এবং অনুসরণও করোনি। অতঃপর তার কর্ণদ্বয়ের মাঝখানে এমন এক আঘাত করা হবে যার ফলে সে বিকট শব্দে চিৎকার করবে যা মানুষ ও জিন ব্যতীত তার আশপাশের সকলে শুনতে পাবে।"[৫৮]

---

[৫৬] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-১১৪, হাদীস নং-২০৫৯
[৫৭] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-১০৯, হাদীস নং-২০৫২
[৫৮] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-১১০, হাদীস নং-২০৫৩

কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা

"ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে দুরুস্‌তা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ-দাজ্জাল' ('হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট দোযখের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার নিকট মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আশ্রয় চাই')।"[৫৯]

পুনরুত্থান সম্পর্কে

"কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বারের উপর তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় তোমরা নগ্নপায়ে, নগ্নদেহে ও খৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে।"[৬০]

"মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতেন দিন মানবজাতিকে নগ্নদেহে খৎনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। প্রথম যাঁকে কাপড় পরিধান করানো হবে তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, 'যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো' (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১০৪)।"[৬১]

"আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অবশ্যই তোমাদেরকে নগ্নপদে ও নগ্নদেহে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে। আমি বললাম, পুরুষ ও নারীরা পরস্পরের প্রতি কি তাকাবে না? তিনি বলেন, তাদের পরস্পরের প্রতি তাকাবার খেয়াল আসা তো দূরের কথা, তখন অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর।"[৬২]

"মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন লোক জন তিন দলে বিভক্ত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। একদল তো বেহেশতের আশা করবে, কিন্তু অপর দল দোযখের ভয়ে ভীত থাকবে। তারা দুইজন, তিনজন, চারজন বা দশজন করে এক একটি উটে আরোহণ করে আসবে। আর অবশিষ্ট লোকদেরকে আগুন

[৫৯] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-১১৫, হাদীস নং-২০৬২
[৬০] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-১১৮, হাদীস নং-২০৮৩
[৬১] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-১১৮, হাদীস নং-২০৮৪
[৬২] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-১১৮, হাদীস নং-২০৮৬

তাড়িয়ে নিয়ে আসবে। আগুন তাদের সাথে দুপুরে অবস্থান করবে যেখানে তারা দুপুরে অবস্থান করবে। তা তাদের সাথে রাতে অবস্থান করবে যেখানে তারা রাতে অবস্থান করবে। তা তাদের সাথে ভোরে অবস্থান করবে যেখানে তারা ভোরে অবস্থান করবে। তা তাদের সাথে সন্ধ্যায় অবস্থান করবে যেখানে তারা সন্ধ্যায় অবস্থান করবে।"[৬৩]

কিয়ামত

কিয়ামত অর্থ দন্ডায়মান হওয়া। আকাইদ শাস্ত্রে কিয়ামত বলতে দুটি অবস্থাকে বোঝানো হয়।

প্রথমত: কিয়ামত অর্থ মহাপ্রলয়। আল্লাহ তাআলা এ গোটা বিশ্ব মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে তাঁর ইবাদত এর জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন গোটা বিশ্বে মহান আল্লাহর ইবাদাত করার মতো কেউ থাকবে না। এমনকি আল্লাহর নাম নেওয়ার মতোও কাউকে পাওয়া যাবে না। সকল মানুষ গোমরাহি ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। সে সময়ই আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন। তাঁর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। ফলে চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি সব খসে পড়বে, পাহাড় পর্বত তুলায় ন্যায় উড়তে থাকবে, ভূগর্ভস্ত সকল সম্পদ বের হয়ে আসবে, সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে এবং গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সময় শুধু মহান আল্লাহ তা'আলা থাকবেন। আর কেউ বিদ্যমান থাকবে না। এই মহাপ্রলয়ের নাম কিয়ামত।

দ্বিতীয়ত: কিয়ামতের অপর অর্থ দন্ডায়মান হওয়া। পৃথিবী ধ্বংসের বহুদিনপর আল্লাহ তাআলা আবার সকল জীব ও প্রাণীকে জীবিত করবেন। আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফিল (আঃ) পুণরায় শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। তখন মানুষ পুণরায় জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশের জন্য সমবেত হবেন। ঐ সময় কবর থেকে উঠে দাঁড়ানোকে বলা হয় কিয়ামত। একে ''ইয়াওমুল বাআছ" বা পুণরুত্থান দিবস বলা হয়।

মহান আল্লাহ রব্বুল আল-আমীন এই উভয় প্রসঙ্গে বলেন,

''আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলীও পৃথিবীর সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।'[৬৪]

[৬৩] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-১১৮, হাদীস নং-২০৮৭

[৬৪] সূরা আয়-যুমার: ৬৮

"সাহাল (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি এবং কিয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি, এ বলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যাঙ্গুলী উঁচু করে একত্রিত করে দেখালেন।"[৬৫]

"আবু হুরাইয়ারাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর লোকজন তা দেখবে, তখন সকলেই ঈমান আনবে। এ সম্পর্কে আল্লাহর বানী "তখন তার ঈমান কাজে আসবে না যে ঈমান আনেনি, কিংবা যে ব্যক্তি ঈমান এনে নেক কাজ করেনি। কিয়ামত সংঘটিত হবে যে, দুব্যক্তি (বেচা কেনার) জন্য পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে। কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমন কি তা ভাঁজ করার সময় পাবে না। কিয়ামত (এমন অবস্থায়) অবশ্যই সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি তার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করে রওয়ানা হবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ পাবে না আর কিয়ামত (এমন অবস্থায়) সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (তার পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরি করবে কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সময়ও পাবে না। আর কিয়ামত (এমন অবস্থায়) কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোকমা উঠাবে, কিন্তু সে তার খাওয়ার সময় ও সুযোগ পাবে না।"[৬৬]

কিয়ামতের ভয়াবহতা

কিয়ামতের ভয়াবহতার ফলে যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাব

"তবে কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন, যেদিন, যুবককে পরিনত করব বৃদ্ধে, যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ, তাঁর ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।"[৬৭]

মানুষের অন্তর বদল হয়ে যাবে

"সেসব মানুষ যাদেরকে ব্যবসায় বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করা থেকে ও যাকাত আদায় থেকে বিরত রাখতে পারে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।"[৬৮]

---

[৬৫] ইমাম বুখারী, কিতাবুর রিকাক বাব কাউলিনন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুয়িস্ত আনা ওয়াসসায়া কাহাতাইন
[৬৬] ইমাম বুখারী, *সহিহুল বুখারী*, অধ্যায়: ৮১/৪০, হাদিস নং: ৬৫০৬
[৬৭] সূরা মুয্‌যাম্মিল: আয়াত-১৭-১৮
[৬৮] সূরা নূর: আয়াত-৩৭

চক্ষু স্থির হয়ে যাবে

"অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন হলে হঠাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ ব্যাপারে উদাসীন, আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।"[৬৯]

কলিজা বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে

"তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন (কিয়ামত) প্রসঙ্গে, দুঃখে-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে, এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে, এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন আছে সে বিষয়ে তিনি জানেন। আল্লাহ্ বিচার করেন সঠিক ভাবে, আল্লাহ্ ছাড়া তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারা বিচার করতে অক্ষম, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[৭০]

অন্তর কাঁপতে থাকবে

"সেদিন প্রথম শিঙ্গা ধ্বনি প্রকম্পিত করবে, তাকে অনুকরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গার আওয়াজ। কত অন্তর সেদিন ভয়েভীত হবে, তাদের দৃষ্টিসমূহ (ভীত হয়ে) অবনমিত হবে।"[৭১]

চোখ ভয়ে ভীত হয়ে অবনমিত হবে

"অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, যেদিন আহ্বানকারী (ইস্রাফীল) ডাকবে। এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে, অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন তারা কবরগুলো থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়। তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে কাফেররা বলবে, কঠিন এ দিন।"[৭২]

মানুষ ভয়ে নতজানু হয়ে থাকবে

"এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি ডাকা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে।"[৭৩]

[৬৯] সূরা আম্বীয়াঃ আয়াত-৯৭
[৭০] সূরা মু'মিনঃ আয়াত-১৮-২০
[৭১] সূরা নাযিয়াতঃ আয়াত-৬-৯
[৭২] সূরা আল কামারঃ আয়াত-৬-৮
[৭৩] সূরা জাসিয়াঃ আয়াত-২৮

তা হবে দুর্ভোগের দিন

"এটা এমন একদিন যেদিন কারো বাকস্ফূর্তি হবে না এবং তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না তাওবা করার, সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।"[৭৪]

সেদিন হবে সংকটময় দিন

"যে দিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, সেদিন হবে এক সংকটের দিন, যা কাফেরদের জন্য সহজ নয়।"[৭৫]

সেদিন কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ডাকে সাড়া দাও সেই দিবস আসার পূর্বে যা আল্লাহ্‌র বিধানে অপ্রতিরুদ্ধ, যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য তা নিরোধ করারও কেউ থাকবে না।"[৭৬]

"সেদিন মানুষ বলবে আজ পালাবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নেই।"[৭৭]

সেদিন কোন চাতুরতা, সর্তকতা, বাক পটুতা ও চক্রান্ত কোন কাজে আসবে না

"সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।"[৭৮]

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং উচ্চপদ কোন কাজে আসবে না

"কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হতো, আমার আমলনামা। আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো, আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।"[৭৯]

[৭৪] সূরা মুরসালাত: আয়াত-৩৫-৩৭
[৭৫] সূরা মুদ্দাসসির: আয়াত-৮-১০
[৭৬] সূরা শূরা: আয়াত-৪৭
[৭৭] সূরা কিয়ামা: আয়াত-১০-১১
[৭৮] সূরা তূর: আয়াত-৪৬
[৭৯] সূরা হাক্কা: আয়াত-২৫-২৯

সেদিন স্ত্রী সন্তান, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না

"এবং তোমার সে দিবসের ভয় কর যেদিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে কিছুমাত্র উপকৃত হবে না এবং কোন ব্যক্তি থেকে কোন সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না, কোন ব্যক্তি থেকে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।"[৮০]

"যখন ঐ ধ্বংস ধ্বনি আসবে সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের নিকট থেকে এবং তার মা ও পিতা থেকে, তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে, সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।"[৮১]

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান কোন কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট আসবে নিরাপদ কলব নিয়ে।"[৮২]

অন্তরঙ্গ বন্ধু পরস্পর শত্রু হয়ে যাবে

"বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে পরস্পর শত্রু, তবে তাকওয়াবান ছাড়া।"[৮৩]

সেদিন মানুষ তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে নিজে বাঁচতে চাইবে

"সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো এবং পর্বতগুলো হবে রঙিন পশমের মতো, আর বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না, তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টি গোচর। অপরাধী সেদিন শাস্তির পরিবর্তে দিতে চাইবে সন্তান সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং দুনিয়ার সকলকে, যাতে এ মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। না কখনো না এটাতো লেলিহান অগ্নি, যা গোত্র থেকে চামড়া খসিয়ে দিবে।"[৮৪]

কিয়ামত অত্যন্ত ভয়ানক ও তিক্ততর

"অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত সময় এবং কিয়ামত হবে কঠিনতম ও তিক্ততার। নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্তি ও আযাবে নিপতিত, যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে (সেদিন বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।"[৮৫]

---

[৮০] সূরা বাক্বারা: আয়াত-৪৮
[৮১] সূরা আবাসা: আয়াত-৩৩-৩৭
[৮২] সূরা শু'আরা: আয়াত-৮৮-৮৯
[৮৩] সূরা যুখরুফ: আয়াত-৬৭
[৮৪] সূরা মা'আরিজ: আয়াত-৮-১৬
[৮৫] সূরা কামার: আয়াত-৪৬

কিয়ামত প্রসঙ্গে বর্ণিত যে সকল সূরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বৃদ্ধ করে দিয়েছিল

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন, আমাকে সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, মুরসালাত, আম্মাইয়া তাসাআলুন, ইযাস সামছু কুব্বিরাত বৃদ্ধ করে দিয়েছে।"[৮৬]

কিয়ামতের ভয়াবহতা শিশুকে বৃদ্ধ করে দিবে, গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে ও মানুষদেরকে দেখে মাতাল বলে মনে হবে

"আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ আদম (আ)-কে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আদম! আদম (আ) বলবেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার খেদমতে ও অনুসরণে উপস্থিত, আর সর্বময় মঙ্গল আপনারই হাতে, তখন আল্লাহ্ বলবেন, মানুষের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে আলাদা কর, আদম (আ) জিজ্ঞেস করবে জাহান্নামী কত জন? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা ঐ সময় যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী সন্তান গর্ভপাত করে ফেলবে, আর লোকদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন মাতাল, অথচ তারা মাতাল নয়, বরং আল্লাহ্র আযাবই এত বেদনাদায়ক হবে।

আবূ সাঈদ (রা) বলেন, একথা শ্রবণ করে সাহাবাগণ অস্থির হয়ে গেলে এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে আমাদের মাঝে ঐ সৌভাগ্যবান কে হবে যে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বললেন, নিশ্চিন্ত থাক ইয়াজুজ মাজুজের মধ্য থেকে হবে ৯৯৯ জন, আর তোমাদের মধ্য থেকে একজন নিয়ে এক হাজার পূর্ণ হবে।"[৮৭]

আকাশ ফেটে লাল চামড়ার মতো হয়ে যাবে

"যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন তা রক্ত রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ নিবে।"[৮৮]

সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে

"এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।"[৮৯]

---

[৮৬] ইমাম তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন বাব সূরাতুল ওয়াকিয়া

[৮৭] ইমাম মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব বায়ান কাওনি হাজিহিল উম্মা নিসঅ আহলিল জান্না

[৮৮] সূরা রহমান : আয়াত-৩৭

[৮৯] সূরা হাক্কা : আয়াত-৩৭

আকাশ গলিত স্বর্ণের ন্যায় হয়ে যাবে

"সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর ন্যায়।"[৯০]

সেদিন আকাশ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে

"সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে।"[৯১]

সেদিন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে।"[৯২]

চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে

"চাঁদ জ্যোতিহীন হয়ে যাবে।"[৯৩]

চাঁদ ও সূর্যকে আলোহীন করে একত্রিত করে দেয়া হবে

"এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে"[৯৪]

তারকারজী আলোহীন হয়ে যাবে

"অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে।"[৯৫]

নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে

"যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে।"[৯৬]

বিশ্বজগত প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে

"বিশ্বজগত যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।"[৯৭]

আল্লাহ্‌র ভয়ে বিশ্বজগত কাঁপতে থাকবে

"যেদিন বিশ্বজগত ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ।"[৯৮]

বিশ্বজগত তার ভাণ্ডারগুলো খুলে দিবে

"যখন বিশ্বজগত তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দিবে।"[৯৯]

---

[৯০] সূরা মা'আরিজ : আয়াত-৭০
[৯১] সূরা তূর : আয়াত-৯
[৯২] সূরা তাকভীর : আয়াত-১
[৯৩] সূরা কিয়ামা : আয়াত-৮
[৯৪] সূরা কিয়ামা : আয়াত-৯
[৯৫] সূরা মুরসালাত : আয়াত-৮
[৯৬] সূরা তাকভীর : আয়াত-২
[৯৭] সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত-৪
[৯৮] সূরা যিলযাল : আয়াত-১৪
[৯৯] সূরা যিলযাল : আয়াত-১-২

মাত্র একটি ফুৎকারে বিশ্বজগত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে

"যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুঁৎকার এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তলিত হবে এবং চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।"[১০০]

দুনিয়াকে এমন মসৃণভাবে সম্প্রসারিত করা হবে যে তাতে কোন মোড় ও টিলা থাকবে না

"এবং যখন দুনিয়াকে সম্প্রসারিত করা হবে।[১০১]

"অতঃপর দুনিয়াকে মসৃণ সমতল ভূমি করে ছাড়বেন তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না।"[১০২]

"এবং অবশ্যই আমি তা উদ্ভিদ শূন্য মাটিতে পরিণত করে দিব।"[১০৩]

পাহাড় মেঘমালার ন্যায় সচল হবে

"তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে, এটা আল্লাহ্‌র, যিনি সব কিছুকে করছেন সুসংহত।"[১০৪]

পাহাড়গুলো মরীচিকায় পরিণত হবে

"এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে।"[১০৫]

পহাড়গুলো ধূলিকণায় পরিণত হবে

"তারা আপনাকে পাহাড় প্রসঙ্গে প্রশ্ন-করে অতএব আপনি বলুন, আমার প্রভু পাহাড়গুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।"[১০৬]

পাহাড়গুলো ভেঙ্গে চুরামার হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে

"এবং পর্বতমাল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।"[১০৭]

পাহাড়গুলো ধুনিত রঙিন পশমের ন্যায় হবে

"এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মতো।"[১০৮]

সমুদ্রের পানিকে উত্তাল করা হবে

"যখন সমুদ্রসমূহের উদ্বেলিত করা হবে।"[১০৯]

---

[১০০] সূরা হাক্কা : আয়াত-১৩-১৪
[১০১] সূরা ইনশিকাক : আয়াত-৩
[১০২] সূরা তূর : আয়াত-১০৬-১০৭
[১০৩] সূরা কাহাফ : আয়াত-৮
[১০৪] সূরা নামল : আয়াত-৮৮
[১০৫] সূরা নাবা : আয়াত-২০
[১০৬] সূরা ত্বাহা : আয়াত-২০৫
[১০৭] সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত-৫-৬
[১০৮] সূরা কারিয়াহ : আয়াত-৫
[১০৯] সূরা তাকভীর : আয়াত-৬

"যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে।"[১১০]

শিঙ্গার ফুঁৎকারের মধ্য দিয়ে কিয়ামত আরম্ভ হবে

"এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, এটা হবে ভয় দেখানোর দিন।"[১১১]

শিঙ্গায় আকৃতি কোন প্রাণীর শিংয়ের ন্যায় হবে যাতে ফুঁ দেয়া হবে

"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বরেন " এক বেদুইন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গা কি? তিনি বললেন, (কোন প্রাণির) শিং তাতে ফুঁ দেয়া হবে।"[১১২]

শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সময় ফুঁ দাতার ডান পাশে জিবরাঈল (আ) এবং বাম পাশে মিকাঈল (আ) অবস্থান করবে

"আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তার ডান দিকে থাকবে জিবরীল এবং বাম দিকে থাকবে মীকাঈল।"[১১৩]

শিঙ্গার আওয়াজ এত বিকট হবে যে মানুষ তা শোনা মাত্রই মৃত্যুবরণ করতে আরম্ভ করবে

"আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে আর তা শোন মাত্রই মানুষ স্বীয় গর্দান এক দিকে হেলিয়ে দিবে এবং অপর দিকে উঠাবে (মৃত্যুবরণ) করবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি শিঙ্গার শব্দ শুনবে সে হবে ঐ ব্যক্তি যে তার উটের হাউজ নির্মাণ করতে ছিল, সে আওয়াজ শোনা মাত্রই পড়ে যাবে এবং অন্য মানুষও তা শুনে পড়ে যেতে থাকবে।"[১১৪]

শিঙ্গার শব্দ শ্রবণকারীদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নে'মাল ওকীল" বলার জন্য নির্দেশ দিবেন

"আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কিভাবে আরাম উপভোগ করব, ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে নিয়ে স্বীয় কপাল নিচু করে আল্লাহ্র প্রতি কান তাক করে অপেক্ষা করছে যে, তাকে নির্দেশ দেয়া মাত্র সে শিঙ্গায় ফুঁ দিবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসময় আমাদের কি

---

[১১০] সূরা ইনফিতার : আয়াত-৩
[১১১] সূরা ক্বাফ : আয়াত-২০
[১১২] ইমান তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন সূরা যুমার : ৩/২৫৮৬
[১১৩] ইমাম রাযিন, *আলবানী লিখিত-মেশকাতুল মাসাবীহ কিতাব আহওয়ালুল কিয়াম*, বাব আন্নাফখু ফিসসুর (আল ফাসলুস সালেস)
[১১৪] ইমাম মুসলিম, *কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া*, বাব যিকরু দ্দাজ্জাল

করা উচিত হবে? তিনি বললেন, তখন তোমরা বলবে, আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম দায়িত্বশীল, আমরা আল্লাহ্র ওপর ভরসা করি।"[১১৫]

শুক্রবারে শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে

আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শুক্রবার দিনগুলোর সর্দার ও আল্লাহ্র নিকট মর্যাদা পূর্ণ, তা আল্লাহ্র নিকট ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়ে উত্তম, তার মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এদিনে আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, আর এদিনেই তাঁকে দুনিয়ায় নামিয়েছেন এবং এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এদিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যখন কোন বান্দা যে দোয়া করবে আল্লাহ তাই কবুল করবেন, যদি তা হারাম কোন কিছু না হয়। এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে, আল্লাহ্র এমন কোন প্রিয় ফেরেশ্তা, আকাশ, যমিন, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র নেই যা শুক্রবারে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত না থাকে।"[১১৬]

শিঙ্গায় দু'বার ফুঁ দেয় হবে প্রথম ফুঁয়ের পর সমস্ত সৃষ্টিজীব মৃত্যুবরণ করবে এবং দ্বিতীয় ফুঁয়ের পর সমস্ত সৃষ্টিজীব জীবিত হবে

"শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে ফলে আকাশ ও যমিনে যারা আছে সবাই বেঁহুশ হয়ে যাবে তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করুন, অতপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তা দেখতে থাকবে।"[১১৭]

"আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, আর যারাই তা শ্রবণ করবে তহারা স্বীয় গর্দান এক দিকে ঝুকিয়ে দিবে এবং অন্য দিকে উঠাবে (মারা যাবে) সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এ শব্দ শুনতে পাবে, সে তার উটের হাউজ নির্মাণ করতে থাকবে, এমহতাবস্থায় সে বেহুঁশ হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে অন্য লোকেরাও বেহুঁশ হয়ে যাবে, এর পর আল্লাহ্ কুয়াশার ন্যায় বৃষ্টি প্রেরণ করবেন বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ফলে মানুষের দেহ সতেজ হবে, অতপর দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন মানুষ সাথে সাথে উঠে দেখতে থাকবে।"[১১৮]

---

[১১৫] ইমাম তিরমিযী, *আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন*, সূরা যুমার ৩/১৫৮৫

[১১৬] ইমাম ইবনে মাজাহ, *আবওয়াব ইকামাতুসসালা*, বাব ফি ফাযলিল জুমআ, ১/৮৮৮

[১১৭] সূরা যুমার : আয়াত-৬৮

[১১৮] ইমাম মুসলিম, *কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া*, বাব যিকরি দ্দাজ্জাল

কিয়ামত সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা

"আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন। তার ও তার প্রতিপালকের মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকিয়ে তার পার্থিব জীবনে পাঠানো আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সে তার বাঁয়ে তাকিয়েও তার পার্থিব জীবনে কৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সে তার সামনে তাকাতেই দেখতে পাবে দোযখ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম সে যেন তাই করে।"[১১৯]

"ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহর কাছ থেকে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে কি কাজে ব্যয় করেছে; তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে এবং সে যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিল তদনুযায়ী সে কি কি আমল করেছে।"[১২০]

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, দেউলিয়া কে? তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি দেউলিয়া যার দিরহামও (নগদ অর্থ) নেই, কোন সম্পদও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে দেউলিয়া সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত-সহ বহু আমল নিয়ে হাযির হবে এবং তার সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত (হত্যা) করেছে, কাউকে মারধর করেছে, ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। সে তখন বসবে এবং তার সৎকাজ থেকে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে, ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা নেয়ার পূর্বেই তার সৎকাজ নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"[১২১]

---

[১১৯] ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ), *জামে আত-তিরমিযী*, চতুর্থ খন্ড, অধ্যায়: ৩৭, অনুচ্ছেদ: ১, হাদীস নং: ২৩৫৭

[১২০] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৩৫৮

[১২১] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৩৬০

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী মিকদাদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের এত কাছে নিয়ে আসা হবে যে, তা মাত্র এক অথবা দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থানকরবে। সুলাইম ইবনে আমের (র) বলেন, আমি জানি না উক্ত মাইল দ্বারা যমীনের দূরত্ব জ্ঞাপক মাইল বুঝানো হয়েছে, না চোখে সুরমা লাগানোর শলাকা বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, সূর্য তাদের গলিয়ে দেবে। তারা তখন নিজেদের আমল (গুনাহ) অনুপাতে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত,কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো মুখ পর্যন্ত ঘাম পৌঁছে লাগামের মত বেস্টন করবে। এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দ্বারা মুখের দিকে ইশারা করেন, অর্থাৎ লাগামের মত বেস্ট করাকে বুঝলেন।"[১২২]

"ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্ন পদে, নগ্ন শরীরে ও খতনাবিহীন অবস্থায় হাযির করা হবে, যেভাবে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন: "যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই" (সূরা আম্বিয়া: ১০৪)। সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)- কে পোশাক পরানো হবে। আমার সাহাবীগণের মধ্যকার কতক লোককে গ্রেপ্তার করে ডানে-বামে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা তো আমার সাহাবী। আমাকে তখন বলা হবে, আপনি তো জানেন না, আপনার পরে এরা যে কি সব বিদআতী কাজ করেছে। আপনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হতে তারা পূর্বাবস্তায় ফিরে যেতে থেকেছে। তখন আমি আল্লাহর সৎকর্মপরায়ন বান্দা ঈসা (আ)-র মত বলব, (সূরা মাইদা" ১১৮): "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করে তবে নিশ্চয় আপনি মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়"।[১২৩]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সূক্ষ্মভাবে যার হিসাব নেয়া হবে সে তো ধ্বংস হয়ে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

[১২২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৩৬৩
[১২৩] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৩৬৫

আল্লাহ্ তো বলেছেন, "যার ডান হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে, অতি সহজেই তার তার হিসাব-নিকাশ হবে" (সূরা ইনশিকাক: ৭-৮)। তিনি বলেন: সেটা তো শুধু নামমাত্র পেশ করা।"[১২৪]

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "যেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত পরিবেশন করবে" (সূরা যিলযাল: ৪) তিলাওয়াত করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান পৃথিবীর পরিবেশনযোগ্য বৃত্তান্ত এই যে, সে সমস্ত নারী-পুরুষের সেইসব কাজের সাক্ষ্য দিবে, যা তারা তার বুকে করেছে। সে বলবে, অমুক দিন অমুক ব্যক্তি এই কাজ করেছে। এভাবে সে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তিনি বলেন, এই হবে পৃথিবীর পেশকৃত বৃত্তান্ত"।[১২৫]

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করল, শিংগা কি? তিনি বলেন, এটা একটা শিং যাতে ফুৎকার দেয়া হবে।"[১২৬]

"আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, ঠিক আছে আমি সুপারিশ করব। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করব? তিনি বলেন, সর্বপ্রথম তুমি আমাকে পুলসিরাতের ওখানে তালাশ করবে। আমি বললাম, আপনাকে যদি পুলসিরাতে না পাই? তিনি বলেন, তাহলে মীযানের ওখানে খুঁজবে। আমি আবার বললাম, যদি মীযানের ওখানেও আপনার সাক্ষাত না পাই? তিনি বলেন, তাহলে হাওযে কাওসারের ওখানে খুঁজবে। এ তিনটি স্থানের যে কোন একটিতে আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকব।"[১২৭]

"সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে হাওয হবে। আর তাঁরা এ নিয়ে পরস্পর গর্ববোধ করবেন যে, কার হাওযে কত বেশী লোক আগমন করবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, আমার হাউজেই সবচাইতে বেশী লোক আগমণ করবে।" [১২৮]

---

[১২৪] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৩৬৮
[১২৫] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৩৭১
[১২৬] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৩৭২
[১২৭] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৩৭৫
[১২৮] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং: ২৩৮৫

হাশর

"হাশর হলো মহাসমাবেশ। মহান আল্লাহর নির্দেশে সকল প্রাণীর মৃত্যুর পর পুণরায় জীবিত করা হবে। অত:পর একজন আহবানকারী ফেরেশতার ডাকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে। এই ময়দান বিশাল ও সুবিন্যাস্ত। পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই সেদিন এই মাঠে একত্রিত হবে। মানুষের এই মহাসমাবেশকে হাশর বলে। হাশরের ময়দান হলো হিসাব নিকাশের দিন, জবাবদিহির দিন। এদিন একমাত্র আল্লাহ হলেন একমাত্র বিচারক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি (আল্লাহ) বিচার দিবসের মালিক।"[১২৯]

সেদিন মানুষের সকল কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। হাশরের ময়দানে মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে। যারা পুণ্যবান তাঁরা ডান হাতে আমলনামা লাভ করবে। আর পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে। হাশরের ময়দানে একমাত্র আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। হাশরের ময়দান ভীষণ কষ্টের স্থান। সেদিন সূর্য মাথার উপর একেবারে নিকটেই থাকবে। মানুষ প্রচন্ড তাপে ঘামতে থাকবে। সেদিন সাত শ্রেণির লোক আরশের ছায়া তলে স্থান লাভ করবে। এদের মধ্যে একশ্রেণি হলো সেসব ব্যক্তি যারা যৌবনকারে আল্লাহর ইবাদাত করেছে। হাশরের ময়দানে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। একমাত্র হাউজে কাউছারে পানি থাকবে। সে দিন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতগণকে হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন। পাপীরা সেদিন তৃষ্ণায় নিদারুণ কষ্ট ভোগ করবে। মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেকীর পাল্লা ভারী করার জন্য বহু আমল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

''দুটি বাক্য আছে, যা দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রিয়, উচ্চারণ সহজ এবং মিযানে ভারী। এই দুটি বাক্য হলো- ''সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানান্নাহিল আযিম।"[১৩০]

অর্থ: ''পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি মহান ও অতিময় পবিত্র"

[১২৯] আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতিহা: ৩

[১৩০] আরবী দোয়া

মিযান

মিযান শব্দের অর্থ দাঁড়ি পাল্লা। হাশরের ময়দানে মানুষের পাপ পুণ্যের সূক্ষ্ম হিসাব করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে পাল্লা প্রতিষ্ঠা করবেন তাকে মিযান বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ''আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করবো।''[১৩১]

সেদিন যার পূণ্যের ওজন ভারী হবে সে জান্নাতে যাবে এবং যার পাপের ওজন ভারী হবে সে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ''এবং যাদের পাল্লা (পুণ্যের) ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।''[১৩২]

"সুতরাং তখন যার দাঁড়িপাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, পক্ষান্তরে যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে হাবিয়া।"[১৩৩]

শাফায়াত

শাফায়াত অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়াতের পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহর নিকট নবি রাসূল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে। কিয়ামতের দিন দুটি কারণে শাফায়াত করা হবে। যথা:

১. পাপীদের ক্ষমা ও পাপ মার্জনার জন্য।

২. পুণবানদের মর্যাদাবৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভের জন্য।

কিয়ামতের দিবসে মহান আল্লাহ রব্বুল আল আমীন সকল মানুষের কাজ কর্মের হিসাব নিবেন। অত:পর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন। তখন আল্লাহ পুণ্যবানকে জান্নাতে ও পাপীদেরকে জাহান্নামে যাবার নির্দেশ দেবেন। নবি-রাসূল ও পুণ্যবান বান্দাগণ এসময় আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন ফলে অনেক পাপীকে মাফ করা হবে। এরপর জাহান্নাম থেকে তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করবেন। আবার অনেক পুণ্যবানও এদিন শাফাআত পাবেন ফলে তাঁদের মর্যাদাবৃদ্ধি পাবে।

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করা হবে। সেদিন সূর্য খুব নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখকষ্টে পতিত হবে। এসময় তারা হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ),

[১৩১] আল-কুরআন, সূরা আল- আম্বিয়া; ৪৭
[১৩২] আল-কুরআন, সূরা মুমিনুন: ১০২-১০৩
[১৩৩] আল কুরআন, সূলা-কারিয়া: আয়াত নং: ৬-৯

হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে হিসাব নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর শাফাআত করতে অনুরোধ করবে। তাঁরা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করলে সকল মানুষ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হবে। তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করবেন। অন্যদিকে কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে। নবি-রাসূল, ফেরেশতা, শহিদ, আলেম, হাফিয এ শাফাআতের সুযোগ লাভ করবেন। আল কুরআন ও সিয়াম কিয়ামতে শাফাআত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ সেসব শাফাআত কবুল করবেন এবং বহু মানুষকে জান্নাত দান করবেন। শাফাআত করার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকারে।

‘‘আল কুরআনে এসেছে, “কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করবে?’’[১৩৪]

“যাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সে ব্যতিত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।[১৩৫]

শাফাআত একটি বিরাট নিয়ামত। মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআত ব্যতীত কিয়ামতের দিন শাফাআত লাভ করা সম্ভব নয়।

সিরাত

সিরাত শব্দের অর্থ পুল, রাস্তা, পদ্ধতি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সিরাত হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি অন্ধকার পুল। এই পুলপার হয়ে নেক আমলকারী বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এই পুলে আরোহন করে তা অতিক্রম করতে হবে। সিরাত সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে,

‘‘ এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।’’[১৩৬]

“আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমরা মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।’’[১৩৭]

---

[১৩৪] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা- ২৫৫

[১৩৫] আল-কুরআন, সূরা আল-সাবাঃ ২৩

[১৩৬] আল-কুরআন, সূরা আল মারইয়ামঃ ৭১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, ".. 'তারপর পুল নিয়ে আসা হবে, এবং তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে', আমরা বললাম, হে আল্লাহ রাসূল, 'পুল' কি? তিনি বললেন, "তা পদস্খলনকারী, পিচ্ছিল, যার উপর লোহার হুক ও বর্শি এবং চওড়া ও বাঁকা কাঁটা থাকবে, যা নাজদের সা'দন গাছের কাঁটার মত। মু'মিনগণ তার উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও অন্যান্য বাহনের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ-সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ জাহান্নামের আগুনে জ্বলসে যাবে। এমন কি সর্বশেষ ব্যক্তি টেনে-হেঁচড়ে, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে কোনরকম অতিক্রম করবে"।[১৩৮]

নেক আমলকারী বান্দাগণকে মহান আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দিবেন। নেকআমলকারীগণ এর সিরাত তাদের আমল অনুসারে প্রসস্ত হবে। ঈমানদারগণ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী সিরাত অতিক্রম করবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ ঝড়ের গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউ দৌড়ে কেউ হেঁটে হেঁটে আবার কেউ হামাগুড়ি দিয়ে সিরাত অতিক্রম করবে। অন্ধকার পুল হলো সিরাত। মুমিন বান্দার জন্য আলোর ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু যারা ঈমানদার নয়, পাপী তাদের জন্য কোনো আলোর ব্যবস্থা থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ায় যে দৃঢ় ঈমান ও বেশি নেক আমলের অধিকারী হবে তার জন্য ততবেশী আলোকিত হবে। ঈমানের আলোতে সে সহজেই পথ অতিক্রম করতে পারবে। অন্যদিকে যারা পাপী তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন। জাহান্নামীদের জন্য সিরাত অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। তাদের জন্য সিরাত চুলের চাইতেও সুক্ষ্ম ও তরবারি অপেক্ষা ধারালো। এ অবস্থায় তারা কিছুতেই সিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। বরং তারা করুণভাবে জাহান্নামে পতিত হবে।

জান্নাত

জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান, বাগান, সুশোভিত কানন। ফারসি ভাষায় একে 'বেহেশত' বলা হয়। বাংলায় বলা হয় 'স্বর্গ'। ইসলামি পরিভাষায় পরকালীন জীবনে পুণ্যবানগণের জন্য পুরস্কার স্বরুপ যে আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে জান্নাত বলে। জান্নাত হলো চিরশান্তির স্থান। সেখানে সব ধরনের নিয়ামত বিদ্যমান। মুমিনগণ সেখানে চিরকাল অবস্থান করবেন। তাঁরা সেখানে তাঁদের

[১৩৭] আল-কুরআন, সূরা আল মারইয়াম: ৭১-৭২
[১৩৮] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৭৪৩৯, ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ১৮৩।

মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হবেন। তাঁরা যা চাইবেন সাথে সাথেই তাই লাভ করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন -

''সেখানে (জান্নাত) তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন।''[১৩৯]

বস্তুত জান্নাতে সুখ, শান্তি, নিয়ামত অফুরন্ত। এর বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। সেখানে সবকিছুই সুন্দর ও আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুসজ্জিত। জান্নাতে ঘর-বাড়ি, আসন, আসবাবপত্র সহ সবকিছু স্বর্ণ-রৌপ্য মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত। জান্নাতে থাকবে রেশমের গালিচা, দুধ ও মধুর নহর। মিষ্টিপানির স্রোতধারা। বস্তুত আনন্দ উপভোগের সব রকমেরই জিনিস জান্নাতে বিদ্যামান থাকবে।

"অবশ্যই জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে যা আল্লাহ প্রস্তুত করেছে তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য। এক স্তর থেকে অন্য স্তরের মধ্যে পার্থক্য আসমান ও জমিনের মাঝখানে দূরত্বের সমান''[১৪০]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য ৮টি জান্নাত তৈরি করেছেন। এগুলো হলো–

১। জান্নাতুল ফিরদাউস

২। দারুল মাকাম

৩। দারুল কারার

৪। দারুস সালাম

৫। জান্নাতুল মাওয়া

৬। জান্নাতুল আদন

৭। দারুন আদন

৮। দারুল খুলদ

জান্নাত চরম সুখের আবাসস্থল। দুনিয়াতে যারা ইসলামের পরিপূর্ণ ভাবে অনুসরণ করে চলবে তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে। সকল কাজকর্মে আল্লাহ তাআলার আদেশ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চললে জান্নাত লাভ সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

''আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত, হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।[১৪১]

[১৩৯] আল-কুরআন, সূরা হা-মিম আস-সাজদার: ৩১-৩২
[১৪০] ইমাম বুখারি, হাদিস নং- ২৭৯০
[১৪১] আল-কুরআন, সূরা আন-নাবিযাত: ৪০-৪১

জান্নাত গুলোর সর্বশ্রেষ্ঠ হলো জান্নাতুল ফিরদাউস। জান্নাত লাভের জন্য দুনিয়াতে সর্বপ্রথম ঈমান আনতে হবে। আল্লাহ বলেন–

''(হে নবি!) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত।''[১৪২]

আকাইদের সব বিষয়ের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং নেক কাজ করতে হবে। নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে। হাদিসে এসেছে, "জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, তন্মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান যা দিয়ে শুধু রোযাদারগণই প্রবেশ করবেন''[১৪৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এসেছে, "তোমরা কি সন্তুষ্ট হবে না যে, তোমরা হবে বেহেশতবাসীদের এক চতুর্থাংশ। খুশীতে আমরা 'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, তোমরা হবে বেহেশত বাসীদের এক তৃতীয়াংশ? এবারও আমরা খুশীতে আল্লাহু আকবর ঘোষণা দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, অবশ্য আমি আশা রাখি তোমরাই হবে বেহেশ্ত বাসীদের অর্ধেক। আর তা কিভাবে, এসকলই আমি তোমাদের থেকে সে বর্ণনা দিচ্ছি। কাফেরদের সংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা হবে, মিশকালো বর্ণের একটি বলদের গায়ের পশমের মধ্যে যেমন- একটি সাদা চুল অথবা তিনি বলেছেন, ধবধবে সাদা বর্ণের একটি বলদের গায়ের পশমের মধ্যে একটি কালো চুল।"[১৪৪]

"আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটে আর জাহান্নাম ও সেই রকম।"[১৪৫]

"ইবনু ওমর (রা) বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে, প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তার জান্নাত অথবা জাহান্নামের ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়, এবং বলা হয় যে, এই হলো তোমার ঠিকানা তোমার পুনঃরুত্থান পর্যন্ত (এটা তোমার সামনে পেশ করা হতে থাকবে)।"[১৪৬]

[১৪২] আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা: ৪৫
[১৪৩] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৩২৫৭
[১৪৪] ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমাম, অনুচ্ছেদ: ৮৩, হাদিস নং: ৪৩৬
[১৪৫] ইমাম বুখারি, *সহিহুল বুখারী, অধ্যায়: ৮২/২৯ হাদিস নং: ৬৪৮৮*
[১৪৬] ইমাম বুখারি, *সহিহুল বুখারী, অধ্যায়: ৮১/৪২ হাদিস নং: ৬৫১৫*

জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা

আল-কুরআনে জান্নাতের রূপ

পরিভাষার পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসানের পর মু'মিনের অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সুসজ্জিত আবাস প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে জান্নাত বা বেহেশত বলে।

আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে প্রেরিত সকল নবী ও রাসুল এবং তাঁর নাজিলকৃত সমস্ত কিতাবে এ বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আখিরাতের জীবনই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী জীবন। আর সেখানে মানুষের স্থায়ী আবাস হল জান্নাত অথবা জাহান্নাম। জান্নাত হলো আল্লাহ তা'য়ালার রহমত, দয়া ও অনুগ্রহের অনুপম নিদর্শন। অনুরূপভাবে জাহান্নাম হলো আল্লাহ তা'য়ালার রাগ,অভিশাপ ও কঠোরতার নির্দশন । কুরআন মাজীদ যেহেতু সর্বশেষ কিতাব এবং তার পরে আর কোনো কিতাব অবতীর্ণ হবে না, এ কারণে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় জান্নাত ও জাহান্নামের বিষয়টাও এতে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষের মাঝে নেক আমলের অনুপ্রেরণা ও বদআমল হতে বাঁচার অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য ভূমিকা রাখে। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন পাকের যে সব আয়াতে জান্নাতের কথা বর্ণনা করেছেন সেখানে ক্ষমার কথা আগে বলেছেন। আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মুল্য হতে পারে না। তাই জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তায়ালার ক্ষমা ও অনুগ্রহ।

কুরআনের কয়েকটি স্থানে জান্নাতের বিস্তৃতি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের চাইতেও অধিক বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে বোঝাবার জন্যে জান্নাতের প্রশস্ততাকে এ দু'টির সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। এর প্রশস্ততায় তা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। মোট কথা, জান্নাতের রূপ কেমন তা মানুষের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ্‌ তায়ালা কুরআনে পাকে যতটুকু বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় জান্নাতের সাথে তুলনা করার মত দুনিয়ার কোন সামঞ্জস্যশীল বস্তু নেই।

কুরআনে পাকে অসংখ্য স্থানে জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে, তবে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে জান্নাতের বিবরণ, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয় ২১টি সূরায় অবতীর্ণ হয়েছে।

জান্নাতের নিয়ামতের বিবরণ

"(৪০) তবে আল্লাহ্‌র খাস বান্দারা ব্যতিত, (৪১) তাদেরই জন্য রয়েছে (আল্লাহর) নির্ধারিত রিয্‌ক, (৪২) ফল-ফলাদি এবং তারা হবে সম্মানিত, (৪৩) তারা থাকবে জান্নাতুন-নাঈমে, (৪৪) তারা সুসজ্জিত আসনে মুখোমুখী হয়ে সমাসীন থাকবে, (৪৫) ঘুরে ঘুরে তাদের পূর্ণ পাত্রে বিশুদ্ধ পানীয় পরিবেশন করা হবে, (৪৬) পান-কারীদের জন্য তা হবে অতি উজ্জ্বল, সুস্বাদু (৪৭) তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না, আর তাঁরা তাতে মাতালও হবে না, (৪৮) এবং তাদের কাছে থাকবে আনত-নয়না, বিশুদ্ধ নারীগণ, (৪৯) যেন তারা সুরক্ষিত ডিমের ন্যায়, (৫০) তারপর তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে, (৫১) তাদের কেউ বলবে, (দুনিয়ায়) আমার ছিল এক সাথী, (৫২) সে বলতো, তুমি কি কিয়ামতে বিশ্বাসী? (৫৩) যখন আমরা মরে যাব এবং আমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদের প্রতিফল দেয়া হবে? (৫৪) আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? (৫৫) তারপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে, (৫৬) সে (জান্নাতী ব্যক্তি) বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো প্রায় আমাকে ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। (৫৭) যদি আমার প্রতি রবের অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে আমিও তো জাহান্নামীদের মধ্যে শামিল হতাম।"[১৪৭]

"(১৭) নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে এবং আরাম আয়েশে। (১৮) আর উপভোগ করবে তা যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তাদের জাহান্নামের আযাব থকে রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবে, তোমরা খাও পান কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা পৃথিবীতে যা করতে তার জন্য। (২০) তারা শ্রেণীবদ্ধভাবে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে, আর আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হূরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (২১) আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা ঈমানে তাদের অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে মিলিত করবো তাদের সন্তানদের এবং আমি বিন্দুমাত্র কম করবো না তাদের কর্মফল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (২২) আর

[১৪৭] সূরা আস-সাফ্‌ফাত: ৪০-৫৭

আমি তাদের দেব ফল-ফলাদি এবং গোশ্ত, যা তারা পছন্দ করে। (২৩) সেখানে তারা দেব-পাত্র আদান করবে, যাতে থাকবে না কোন অসার কথাবার্তা, আর না কোন পাপকর্ম। (২৪) তাদের চারিদিকে তাদের সেবায় নিয়োজিত কিশোরেরা ঘুরে ঘুরে বেড়াবো, যারা হবে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়। (২৫) তারা পরস্পরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৬) এবং বলবে, আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে পরিবার পরিজনের মাঝে ভীত অবস্থায় ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন।"[১৪৮]

"(১০) আর অগ্রবর্তীজন, অগ্রবর্তীই। (১১) তারাই (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত। (১২) (তারা পাবে) নিয়ামত পূর্ণ জান্নাত। (১৩) এদের মধ্যে বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। (১৪) এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্যে থেকে, (১৫) তারা স্বর্ণ-খচিত আসনের উপর, (১৬) হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে বসবে, (১৭) তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে চির কিশোরেরা, (১৮) পান-পাত্র, জগ এবং স্বচ্ছ শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে; (১৯) যা পান করলে তারা মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হবে না এবং জ্ঞানও হারাবে না। (২০) আর তারা তাদের কাছে তাদের পছন্দমত ফল-ফলাদি নিয়ে ঘুরাফেরা করবে। (২১) এবং তাদের পছন্দমত পাখির গোশত নিয়ে, (২২) তারা সুরক্ষিত মুক্তা-সদৃশ, (২৪) তারা পৃথিবীতে যা কিছু করতো এগুলো তারা পুরস্কার স্বরূপ। (২৫) তারা সেখানে কোন অসার কথা শুনবে না, আর না কোন গুনাহের কথা। (২৬) কিন্তু শুধু শুনবে 'সালাম' আর 'সালাম'। (২৭) যারা ডান দিকে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান! (২৮) তারা থাকবে এমন জান্নাতে, যেখানে রয়েছে কাঁটাহীন কুলগাছ, (২৯) কাঁদি ভরা কলা গাছ, (৩০) এবং দীর্ঘ সুবিস্তৃত ছায়ায়, (৩১) সাদা প্রবাহমান পানিতে, (৩২) এবং নানা ধরণের ফল-ফলাদিতে, (৩৩) যা শেষ হবার নয় এবং তাদের জন্য তা নিষিদ্ধও হবে না। (৩৪) আর তারা সেখানে থাকবে সমুচ্চ বিছানাসমূহ, (৩৫) এবং সেখানে থাকবে জান্নাতী রমণীগণ, যাদের আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি, (৩৬) তাদের আমি করেছি চির কুমারী, (৩৭) কামিনী, সমবয়স্কা, (৩৮) এগুলো ডান দিকের লোকদের জন্য। (৩৯) তারা একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে, (৪০) আর একদল হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকেও।"[১৪৯]

[১৪৮] সূরা আত-তুর: ১৭-২৭
[১৪৯] সূরা আল-ওয়াকিয়া: ১০-৪০

"(৮৮) যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়, (৮৯) তাহলে তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত। (৯০) আর সে যদি হয় ডান দিকের দলের একজন, (৯১) তাহলে তাকে বলা হবে : হে ডানদিকের দল তোমাকে সালাম।"[১৫০]

"(৪৬) আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়াতে ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত। (৪৮) জান্নাত দু'টি হবে ঘন-পল্লব সম্বলিত বহু শাখা বিশিষ্ট। (৫০) উভয় জান্নাতে রয়েছে দু'টি প্রবাহমান প্রস্রবন। (৫২) উভয় জান্নাতে রয়েছে সব ধরনের ফল-ফলাদি দু'দু প্রকারের। (৫৪) তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে ফরাশের উপর (রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানা), যার আস্তর পুরু রেশমের। তাদের নিকটবর্তী হবে জান্নাত দু'টির ফল। (৫৬) সে সবের মাঝে থাকবে আনতনয়না রমণীগণ, যাদের এর পূর্বে কোন মানুষ স্পর্শ করেনি, অথবা জ্বীন। (৫৮) তারা ইয়াকুত এবং প্রবাল সদৃশ্য রমণীগণ। (৬২) আর এ দু'টি জান্নাত ছাড়া রয়েছে আরো দু'টি জান্নাত, (৬৪) যে দু'টি ঘন-সবুজ। (৬৮) সে দু'টিতে রয়েছে ফল-ফলাদি এবং খেজুর ও আনার। (৭০) এ সব জান্নাতের মাঝে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ। (৭২) তারা হলো হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা, (৭৪) তাদের এর আগে কোন মানুষ বা কোন জ্বীন স্পর্শ করেনি। (৭৬) তারা সবুজ মসনদে হেলান দিয়ে বসবে যা উৎকৃষ্ট এবং সুন্দর মূল্যবান বিছানায়। (৭৮) কত পূণ্যময় আপনার রবের নাম, যিনি মহামহিম ও মহানুভব।"[১৫১]

"(২৫) আর হে নবী সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশ নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও (পৃথিবীতে) লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র রমণীকূল থাকবে। তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে।"[১৫২]

[১৫০] সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৮৮-৯১
[১৫১] সূরা আর রাহমান: ৪৬-৭৮
[১৫২] সূরা আল-বাক্বারা: ২৫

"(৫১) নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। (৫২) জান্নাতের ঝর্ণার মাঝে, (৫৩) তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী পোশাক, বসবে মুখোমুখী হয়ে, (৫৪) এরূপই হবে, আর আমি তাদের বিয়ে দিব বড় বড় চোখ বিশিষ্ট (আনতলোচনা) হূরদের সাথে, (৫৫) তারা সেখানে প্রশান্তচিত্তে সবধরণের ফল-ফলাদি পাবে, (৫৬) তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং তিনি তাদের জাহান্নমের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (৫৭) আপানার পালনকর্তার তরফ থেকে (মুত্তাকীদের জন্য) এটি একটি অনুগ্রহ। এটাই মহাসাফল্য।"[১৫৩]

"(১৩৩) (হে মুমিনগণ), তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।"[১৫৪]

"(৫) নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানপত্র থেকে যাতে থাকবে কর্পূরের মিশ্রণ। (৬) এটা একটা ঝরণা বিশিষ্ট যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে, তারা একে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। (৭) তারা তাদের মানত পূর্ণ করে এবং করে সে দিনকে, যে দিনের অনিষ্ট হবে সর্ব ব্যাপক। (৮) আর খাদ্যের প্রতি তাদের আসক্তি সত্ত্বেও তারা মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার করায়, (৯) তারা বলে, আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের আহার করাই; আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না, (১০) আমরা আমাদের রবের তরফ থেকে এমন এক দিনের ভয় করি, যা হবে অতিশয় ভীতিপ্রদ, ভয়ংকর, (১১) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দিবেন। (১২) এবং তাদের সবরের প্রতিদানে আল্লাহ তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। (১৩) তারা সেখানে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে তারা অতিশয় গরম, বা অতিশয় ঠান্ডা অনুভব করবে না। (১৪) সেখানে তাদের উপর গাছের ছায়া ঝুঁকে থাকবে এবং এর ফল-ফলাদি তাদের পূর্ণ আয়ত্বাধীনে থাকবে। (১৫) তাদের পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে। (১৬) রূপালী স্ফটিক পাত্রে, যা পরিবেশনকারীরা যথাযথভাবে পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (১৭) সেখানে তাদের পান করতে দেয়া হবে আদা-মিশ্রিত পানীয় যার নাম হবে যানজাবিল। (১৮) এটা জান্নাতের সালসবিল নামের একটা ঝরনা, (১৯) তাদের কাছে ঘুরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। (২০) আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন

[১৫৩] সূরা আদ-দুখান: ৫১-৫৭
[১৫৪] সূরা আল-ইমরান: ১৩৩

নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখাতে পাবেন। (২১) তাদের পরিধানে সূক্ষ্ম সবুজ রেশমের ও মোটা রেশমের পোশাক থাকবে, আর তারা অলংকৃত হবে রূপার কাকনে এবং তাদেরকে তাদের রব পান করাবেন পবিত্র পানি (শরাবানন তহুরা), (২২) নিশ্চয় এ হলো তোমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার এবং আজ তোমাদের পরিশ্রম স্বীকৃতি লাভ করেছে।"[১৫৫]

"পরহেযগারদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এরূপ যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তার ফলসমূহ এবং ছায়া হবে চিরস্থায়ী। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফিরদের প্রতিদান হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নি (৩৫)।"[১৫৬]

"তাদেরই জন্য রয়েছে বসবাসের জান্নাত। তাদের তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের সেখানে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করে সিংহাসনে সমাসীন হবে। এটা তাদের জন্য চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়!"[১৫৭]
"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ (নহর) প্রবাহিত হবে। তাদের সেখানে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের (২৩)।"[১৫৮]

"জান্নাতু-আদন্ (বসবাসের জান্নাত), সেখানে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকনে ও মণিমুক্তা দিয়ে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের (৩৩)।"[১৫৯]

"(৫৫) নিশ্চয় সেদিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে; (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ার সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-ফলাদি এবং আরো থাকবে যা কিছু তারা চাইবে, (৫৮) রাব্বুল আলামীন, পরম দয়ালু আল্লাহ্র তরফ থেকে তাদের বলা হবে 'সালাম'।"[১৬০]

---

[১৫৫] সূরা আদ-দাহ্রঃ ৫-২২
[১৫৬] সূরা রা'দঃ ৩৫
[১৫৭] সূরা কাহ্ফ-৩১
[১৫৮] সূরা আল-হাজ্জঃ ২৩
[১৫৯] সূরা আল-ফাতিরঃ ৩৩
[১৬০] সূরা ইয়াছিনঃ ৫৫-৫৮

"(৪৯) এ এক মহৎ আলোচনা। নিশ্চয় খোদাভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস, (৫০) তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত (জান্নাতু আদন্)। তাদের জন্য যার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে (৫১) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে, তারা সেখানে পাবে অনেক ফল-ফলাদি ও পানীয়। (৫২) তাদের কাছে থাকবে আনত-নয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। (৫৩) তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য।"[১৬১]

"(২০) যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুউচ্চ প্রকোষ্ঠসমূহ, যার উপর নির্মিত আছে আরো অনেক প্রকোষ্ঠ। যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। এ হলো আল্লাহ্র ওয়াদা। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা কখনো ব্যতিক্রম করেন না।"[১৬২]

"(৭৩) আর মুত্তাকীদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতের কাছে উপস্থিত হবে তখন জান্নাতের প্রহরীরা তাদের বলবেঃ সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করা।"[১৬৩]

"যে মন্দ কাজ করে, তাকে প্রতিফল দেয়া হবে কেবল তার কাজের অনুরূপ। আর যে নেক কাজ করে, হোক সে পুরুষ অথবা নারী এবং সে ঈমানদার, তারা প্রবেশ করেব জান্নাতে, তাদের সেখানে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে (৪০)। "[১৬৪]

"(৬৯) যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং রবের দিকে আত্মসমর্পণ করেছিল। (৭০) (তাদের বলা হবে), তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণও সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করা। (৭১) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে, আর সেখানে রয়েছে তা যা তার মন চাইবে এবং যাতে তাদের চোখ জুড়াবে। আর তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। (৭২) এ হলো সে জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদের যা তোমরা পৃথিবীতে করতে তার জন্য, (৭৩) তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে প্রচুর ফল-ফলাদি, যা থেকে তোমরা আহার করবে।"[১৬৫]

[১৬১] সূরা ছোয়াদঃ ৪৯-৫৩
[১৬২] সূরা আয-যুমারঃ ২০
[১৬৩] সূরা আয-যুমারঃ ৭৩
[১৬৪] সূরা মু'মিনঃ ৪০
[১৬৫] সূরা আয-যুখরুখঃ ৬৯-৭৩

"(১৫) পরহেযগারদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্থা এরূপঃ সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। আর তাদের জন্য সেখানে আছে রকমারি ফল-মূল এবং তাদের পালনকর্তার চিরস্থায়ী ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদের পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভূড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে?"[১৬৬]

"(১৫) নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ঝর্ণায়, (১৬) এমন অবস্থায় যে, তারা ভোগ করবে তা, যা তাদের রব তাদের দিবেন, কারণ ইতোপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাতের খুব কম অংশই নিদ্রায় কাটাতো, (১৮) এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো, (১৯) আর তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল।"[১৬৭]

"(২১) (হে মুমিনগণ), তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের রবের ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের বিস্তৃতির মত। যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা মহান অনুগ্রহশীল।"[১৬৮]

"(৩৪) নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে, জান্নাতুল নাঈম (নেয়ামতের বাগান)।"[১৬৯]

"(২১) অতঃপর (যে ডান-হতে আমলানামা পাবে) সে সুখী জীবন যাপন করবে, (২২) সুউচ্চ জান্নাতে। (২৩) যার ফল-ফলাদি থাকবে অবনমিত, নাগালের মধ্যে। (২৪) (তাদের বলা হবে), তৃপ্তির সাথে তোমরা খাও, পান কর যা তোমরা বিগত দিনে প্রেরণ করেছিলে তার বিনিময়ে।"[১৭০]

জান্নাতী যারা হবেন

জান্নাতের যে সুসংবাদ এবং নানা নেয়ামতের কথা কুরআনে পাকে বলা হয়েছে সেসব নেয়ামতের অধিকারী কারা হবেন, তাদের গুনাবলী ও যোগ্যতা কি হবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করেছেন। সূরা আল-মায়ারিজে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

[১৬৬] সূরা মুহাম্মদ: ১৫
[১৬৭] সূরা আয-যারিয়াত: ১৫-১৯
[১৬৮] সূরা আল-হাদীদ: ২১
[১৬৯] সূরা ক্বালাম: ৩৪
[১৭০] সূরা হাককা: ২১-২৪

"(১৯) নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিয় চিত্তরূপে। (২০) যখন তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করে তখনই সে হয়ে পড়ে হা-হুতাশকারী, (২১) আর যখন তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তখনই সে হয় অতিশয় কৃপণ, (২২) তবে তারা স্বতন্ত্র যারা সালাত আদাকারী, (২৩) যারা তাদের সালাতে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে, (২৪) এবং যাদের সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক। (২৫) যাঞ্ছাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য, (২৬) এবং যারা বিচারের দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, (২৭) এবং যারা তাদের রবের আযাব সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। (২৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার আযাব নির্ভয়ের বস্তু নয়। (২৯) আর যারা তাদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের বেলায় তারা তিরস্কৃত হবে না, (৩১) অতএব কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে অবশ্যই তারা হবে সীমালংঘনকারী। (৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে, (৩৩) এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে নিষ্ঠাবান। (৩৪) আর যারা নিজেদের সালাতের প্রতি যত্নবান। (৩৫) তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।"[১৭১]

"আর হে নবী সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা পৃথিবীতে ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধাচারিনী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।"[১৭২]

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিদের জান-মাল তাদেরকে জান্নাত দানের বিনিময়ে খরিদ করেছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। অতঃপর তারা (দুশমনেদের) মারে এবং (নিজেরাও) মরে (শহীদ হয়) ।"[১৭৩]

"আল্লাহ বলেন, আজকের দিনে সত্যাবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়, তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য।"[১৭৪]

[১৭১] সূরা মা'আরিজ: ১৯-৩৫
[১৭২] সূরা বাক্বারা: ২৫
[১৭৩] সূরা তাওবা: ১১১ এর অংশবিশেষ

জান্নাতে যাওয়ার শর্ত

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে জান্নাত ও জাহান্নামের রূপ ও প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পাই। তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সারমর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রত্যেক মুমিনের পাঁচ ধরনের দায়িত্ব রয়েছে। যথা- ১. আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসুলগণ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. সালাত আদায় করা, ৩. নিজে সৎকাজ করা, ৪. অন্যকে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং ৫. অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা বা নিষেধ করা। সুতারং এটা প্রতিয়মান হয় যে, কোন মুমিনের পক্ষে একা একা ইবাদত বন্দেগী করে এবং নিজে সৎ থেকে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়।

মুমিনদের জন্য জান্নাতের নেয়ামত

পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য জান্নাতের পুরষ্কার ও নেয়ামতের রূপ বর্ণনা করেছেন।

১. "জান্নাতে পৃথিবীর ন্যায় পরিচিত অবিকল ফল-ফলাদি থাকবে কিন্তু তার স্বাদ থাকবে অনেক বেশি। কুরআন যেসব ফলের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে- কাঁদি ভরা কলা, কুল, মেওয়া, খেজুর, আনার, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলমুল;
২. জান্নাতের থাকবে পবিত্র ও স্বাদযুক্ত শরাবপূর্ণ পেয়ালা;
৩. জান্নাতে রেশমের আস্তর বিশিষ্ট নরম বিছানা থাকবে;
৪. জান্নাতীদের জন্য থাকবে সুস্বাদু মধু;
৫. জান্নাতীদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা, স্পর্শহীন, পবিত্র, কুমারী ও অপার সৌন্দর্যের অধিকারী রমণীগণ;
৬. জান্নাতীদের সেবায় থাকবে চির কিশোর-কিশোরীরা;
৭. ফল-ফলাদির গাছগুলো জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে নীচু করে রাখা হবে;
৮. জান্নাতের আসন হবে স্বর্ণ খচিত সিংহাসন সদৃশ;
৯. জান্নাতের আসনগুলো স্বর্ণ কংকন ও মণিমুক্তা দিয়ে অলংকৃত থাকবে;

[১৭৪] সূরা আল-মায়েদা: ১১৯

১০.জান্নাতের নিম্নদেশে প্রবাহমান থাকবে মিঠা পানির নহর

১১.জান্নাতের নিম্নদেশে প্রবাহমান থাকবে দুধের নহর;

১২.জান্নাতের নিম্নদেশে প্রবাহমান থাকবে মধুর নহর;

১৩.জান্নাতের নিম্নদেশে প্রবাহমান থাকবে কর্পুরের নহর;

১৪.জান্নাতের নিম্নদেশে প্রবাহমান থাকবে শরাবের নহর;

১৫.জান্নতীদের পোশাক মিহি ও কোমল রোশমের এবং রুপার কাঁকনে অলংকৃত;

১৬.জান্নাত হবে ঘন পল্লব দ্বারা আবৃত সবুজ বৃক্ষের ছায়া বিশিষ্ট;

১৭.জান্নাতে আদা-মিশ্রিত পানীয় থাকবে যার নাম ছালছাবির;

১৮. জান্নাতে সালসাবিল নামে ঝরণা থাকবে।"[১৭৫]

[১৭৫] মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আল-কুরআনের ভাষায় জান্নাতের ও জাহান্নামের রূপ*, আল-কুরআন পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ২৮

জাহান্নাম

জাহান্নাম হলো আগুনের গর্ত, শাস্তির স্থান। একে দোজখ বা নরক ও বলা হয়। পরকালে মুমিনদের জন্য যেমন জান্নাতের ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি পাপীদের জন্য রয়েছে শাস্তির স্থান। জাহান্নামকে নার বা আগুনও বলা হয়।

আল-কুরআনে জাহান্নামের রূপ

পরিভাষার শেষ বিচারের দিন যারা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, তাকেই জাহান্নাম বলে। জাহান্নাম চির শান্তির স্থান। কাফির মুশরিকরা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে।

কুরআনুল কারীমের যত জায়গায় জান্নাতের কথা বলা হয়েছে ঠিক ততটা স্থানেই জাহান্নামের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল জান্নাতের বর্ণনা শুনে বান্দার যেমন পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় নেক আমল করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় তেমনি জাহান্নমের বর্ণনা শুনে মনে ভয়ের উদ্রেক করে যাতে নিষিদ্ধ আমল বা পাপকর্ম করা থেকে বিরত থাকতে পারে। এ কারণে কুরআনে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা পাশাপাশি করা হয়েছে। তাছাড়া জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা একত্রে বর্ণনা করার কারণ হল বান্দার ভাল কাজ ও পাপ কাজ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করানো। অর্থাৎ নেক আমল করলে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার আর পাপ কাজ বা আল্লাহকে অস্বীকার বা অংশীদার সাব্যাস্ত করলে তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জাহান্নাম। এক্ষেত্রে মাঝামাঝি কোন বিষয় নেই। ফলে বান্দাহ্ নিজেই তার বিবেক কাজে লাগিয়ে নিজের বিষয়ে অনুধাবন করতে পারে যে সে জান্নাতের উপযোগী না জাহান্নামের? এর ফলে বান্দার নিজে নিজে সতর্ক হওয়া সহজ হয়।

জাহান্নাম চিরশাস্তির স্থল। এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষের পাপের পরিমাণ অনুসারে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। জাহান্নামে আগুন অত্যন্ত উত্তপ্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– ''তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র''।[১৭৬]
জাহান্নাম খুবই ভয়ংকর স্থান। যেখানে রয়েছে যন্ত্রণাদায়কশাস্তি। সেখানে পাপীরা আগুনে দগ্ধ হবে। মানুষের হাড়, চামড়া, গোশত সবকিছুই পুড়ে যাবে। কিন্তু তাতে তার মৃত্যু হবে না বরং আল্লাহর

[১৭৬] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৩২৬৫

নির্দেশে পুণরায় তার দেহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পুণরায় পুড়ে তা দগ্ধ হবে। এভাবে পুনঃপুন চলতে থাকবে। জাহান্নাম বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছুর আবাসস্থল। সেখানকার খাদ্য হলো বড় বড় কাটাযুক্ত বৃক্ষ। উত্তপ্ত রক্ত ও পুঁজ হবে জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়। জাহান্নাম অতি যন্ত্রণাদায়ক স্থান। আল্লাহ তাআলা বলেন–

''যারা কুফরি করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, ফলে তাতে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত হয়ে যাবে, আর তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর। যখনই তারা যন্ত্রনায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে আস্বাদন কর দহন-যন্ত্রণা।''[১৭৭]

পাপীদের শাস্তি দানের জন্য আল্লাহ ৭টি দোজখ তৈরি করিয়েছেন। এগুলো হলো-

১। জাহান্নাম

২। হাবিয়া

৩। জাহিম

৪। সাকার

৫। সাঈর

৬। হুতামাহ

৭। লাযা।

জাহান্নাম ভীষণ শাস্তির স্থান। কাফির মুশরিক মুনাফিকরা সেখানে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন– ''অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস।''[১৭৮]

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যারা ঈমান আনে না তারাই জাহান্নামের অধিকারী। তাছাড়া যেসব লোক দুনিয়ার অন্যায় ও পাপ কাজ করবে তারাও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। অশ্লীল ও অনৈতিক কাজ করলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। যাদের ঈমান রয়েছে কিন্তু পাপের পরিমাণ বেশি এমন ব্যক্তিও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তবে তাদের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

[১৭৭] আল-কুরআন, সূরা আল হাজ্জ: ১৯-২২

[১৭৮] আল-কুরআন, সূরা আন-নাযিআত: ৩৭-৩৯

জাহান্নাম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

"(২৪) আর যদি তোমরা (কুরআনের অনুরূপ কোন বাক্য) আনতে না পার অবশ্য কখনো তোমরা তা পারবে না, তা হলে জাহান্নামের সে আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর; যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।"[১৭৯]

"(১৩১) আর তোমরা জাহান্নমের আগুনকে ভয় কর যা তৈরী করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।"[১৮০]

"(৫৬) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখান করে, অচিরেই আমি তাদের জ্বালাব জাহান্নামের আগুনে। যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, তখনই আমি তা বদলে দেব নতুন চামড়া দিয়ে, যাতে পুন:পুন: তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৪০) নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সবাইকে জাহান্নামে একত্র করবেনই। (১৪৫) নিশ্চয় মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে। আর আপনি কখনো তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না।"[১৮১]

"(৩৮) আল্লাহ (কাফির ও মুনাফিকদের উদ্দেশ্য) বলবেন, তোমাদের পূর্বে জ্বীন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর জাহান্নামে। যখনই কোন দল প্রবেশ করবে সেখানে, তখনই তারা লানত করবে অপর দলকে, এমন কি যখন সবাই সেখানে পতিত হবে, তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণ সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব, এরাই আমাদের গুমরাহ করেছিল। অতএব এদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জান না।

(৫০) জাহান্নামীরা জান্নাতীদের সম্বোধন করে বলবে, আমাদের উপর সামন্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু রিযিক আমাদের দাও, তারা বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ এ দু'টিই কাফিরদের জন্য হারাম করেছেন।"[১৮২]

"(১৬) কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদের প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ, (১৭) যা সে অতিকষ্টে ঢোক গিলে পান করবে এবং তা গলার ভিতর প্রবেশ করাতে পারবে না। প্রত্যেক দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আসবে, কিন্তু সে মরবে না। অধিকন্তু তার পশ্চাতেও রয়েছে আরো কঠোর শাস্তি।"

[১৭৯] সূরা বাক্বারা: ২৪
[১৮০] সূরা আল-ইমরান: ১৩১
[১৮১] সূরা নিসা: ৫৬, ১৪০, ১৪৫
[১৮২] সূরা আরাফ: ৩৮, ৫০

(২৮) আপনি কি তাদের লক্ষ্য করেন না, যারা আল্লাহর নিয়ামতের বদলে কুফরী করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের ক্ষেত্রে নামিয়ে এনেছে, (২৯) জাহান্নামের, সেখানেই তারা দগ্ধীভূত হবে। সেটা কতই না নিকৃষ্ট আবাস স্থল।"[১৮৩]

"(৪৩) আর অবশ্যই জাহান্নাম হলো (ইবলীসের সকল অনুসারীদের জন্য) নির্ধারিত ঠিকানা, (৪৪) এর রয়েছে সাতটি দরজা, প্রত্যেক দরজার জন্য আছে পৃথক পৃথক ভাগ।"[১৮৪]

"(১৮) কেউ দুনিয়ার সুখ-শান্তি কামনা করলে, আমি তাকে এখানে যা ইচ্ছা সত্তর দিয়ে থাকি এবং যাকে ইচ্ছা করি তা দিই; তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারন করি, সেখানে সে দগ্ধীভূত হবে নিন্দিত ও বঞ্চিত অবস্থায়।"[১৮৫]

"(২৯) আর (হে রসূল) বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে কুফরী করুক। আমি যালিমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদের পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা যদি কাতরভাবে পানি চায় তাদের পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, তা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট এ পানীয়, আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল!"[১৮৬]

"(৭৪) নিশ্চয় যে তার রবের কাছে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না।"[১৮৭]

"(১৯) এই দুই বাদী-বিবাদি, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। (২০) আর তাদের জন্য লোহার হাতুড়ি রয়েছে। (২২) তারা যখনই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর বলা হবে, জ্বলনের আযাব আস্বাদন কর।"[১৮৮]

---

[১৮৩] সূরা ইবরাহীম: ১৬-১৭, ২৮
[১৮৪] সূরা হিজার: ৪৩-৪৪
[১৮৫] সূরা বনী ইসরাইল: ১৮
[১৮৬] সূরা কাহ্‌ফ: ২৯
[১৮৭] সূরা তো-হা: ৭৪
[১৮৮] সূরা হাজ্জ: ১৯-২২

"(১০৩) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, তারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। (১০৪) জাহান্নাম তাদের চেহারা জ্বালিয়ে দেবে, আর তারা সেখানে বীভৎস আকার ধারণ করবে। (১০৫) (তাদের বলা হবে) আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদের কাছে পাঠ করে শোনানো হতো না? তোমরা তো সেগুলো অস্বীকার করতে! (১০৬) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল, আমরা ছিলাম এক গুমরাহ জাতি, (১০৭) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জাহান্নাম থেকে বের করুন। তারপর আমরা যদি পুনরায় এরূপ করি, তবে আমরা গোনাহগার হবো। (১০৮) আল্লাহ বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।"[১৮৯]

"(১১) বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি। (১২) যখন দূর থেকে জাহান্নাম তাদের দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার, (১৩) আর যখন তাদের জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে শৃংখলিত অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে।"[১৯০]

"(৩৬) আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না, যে তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক কাফিরদেরকে শাস্তি দেই।"[১৯১]

"(৬২) জান্নাতের এই সব আপ্যায়নের জন্য শ্রেয়, না যাক্কুম বৃক্ষ? (৬৩) আমি জালিমদের জন্য তা সৃষ্টি করে রেখেছি পরীক্ষা স্বরূপ, (৬৪) এটি এমন একটি বৃক্ষ যা জাহান্নামের তলদেশে জন্মায়। (৬৫) এর মোচা (গুচ্ছ) শয়তানের মাথার মত। (৬৬) আর তারা (কাফিররা) একে ভক্ষণ করবে এবং তা দিয়ে তাদের উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।"[১৯২]

"(৫৬) জাহান্নাম, সেখানে তারা (কাফির, মুনাফিক ও পাপাচারিরা) প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাস স্থল, (৫৭) এটা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ! অতএব তারা সেখানে তা আস্বাদন করুক। (৫৮) সেখানে এ ধরণের আরো অনেক শাস্তি আছে।"[১৯৩]

---

[১৮৯] সূরা মু'মিনূন: ১০৩-১০৮
[১৯০] সূরা ফুরকান: ১১-১৩
[১৯১] সূরা ফাতির: ৩৬
[১৯২] সূরা সাফ্ফাত: ৬২-৬৭
[১৯৩] সূরা ছোয়াদ: ৫৬-৫৮

"(৪৭) আর যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলরা অহঙ্কারীদের বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবের কিছু অংশ নিবারণ করবে? (৪৮) অহংকারীরা বলবে: আমরা তো সবাই জাহান্নামে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের ফয়সালা করে দিয়েছেন।

(৭০) যারা কিতাব এবং যা দিয়ে আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি তা অস্বীকার করে, অচিরেই তারা জানতে পারবে। (৭১) যখন বেড়ি ও শৃংখল তাদের গলায় পড়বে তখন তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে- (৭২) ফুটন্ত পানিতে। এরপর তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে।"[১৯৪]

"(১৯) আর যেদিন আল্লাহর দুশমনদের জাহান্নামের দিকে একত্রে করা হবে, সেদিন তাদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে; (২০) অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে তাদের কান, চোখ এবং চামড়া তারা যা করতো সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে।"[১৯৫]

"(৪৩) নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ, (৪৪) গুনাহগারের খাদ্য হবে, (৪৫) গলিত তামার মত তা তাদের পেটে ফুটতে থাকবে, (৪৬) যেমন ফুটন্ত পানি। (৪৭) ফিরিশতাদের বলা হবে, ওকে পাকড়াও কর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে, (৪৮) তারপর ওর মাথার উপর ফুটন্ত পানির শাস্তি ঢেলে দাও, (৪৯) তাকে বলা হবে, আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে শক্তিধর, সম্মানিত।"[১৯৬]

"(৬) আর ইহা (জাহান্নামের বর্ণনা) এজন্য যে, তিনি শাস্তি দেবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাদুর্ভোগ, আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন, তাদের লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!"[১৯৭]

"(৪৩) এটাতো সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা অস্বীকার করতো। (৪৪) তারা ছুটাছুটি করবে জাহান্নাম ও ফুটন্ত গরম পানির মাঝে।"[১৯৮]

"(৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, সেখানে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর

[১৯৪] সূরা মু'মিন: ৪৭-৪৮, ৭০-৭২
[১৯৫] সূরা হা-মীম-সেজদাহ: ১৯-২০
[১৯৬] সূরা দুখান: ৪৩-৪৯
[১৯৭] সূরা ফাতহ্: ৬
[১৯৮] সূরা আর রাহমান: ৪৩-৪৪

স্বভাবের ফিরিশতাগণ, তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা তাদের আদেশ করা হয় তাই তারা করে।"[১৯৯]

"(৪১) আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম-দিকের দল। (৪২) তারা থাকবে জাহান্নামের উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানিতে, (৪৩) এবং কালবর্ণের ধোঁয়ার ছায়ায়। (৪৪) যা ঠান্ডাও না এবং আরামদায়কও নয়। (৪৫) কেননা তারা তো ইতিপূর্বে ভোগ বিলাসে মগ্ন ছিল। (৪৬) তারা সর্বদা ঘোরতর গুনাহের কাজে লিপ্ত ছিল।

(৫২) তোমরা অবশ্যই যাক্কুম বৃক্ষ ভক্ষণ করবে, (৫৩) আর তা দ্বারা তোমাদের পেট পূর্ণ করবে, (৫৪) তারপর তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি, (৫৫) তা পান করবে পিপাসায় কাতর উটের মত। (৫৬) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের মেহমানদারী।

(৯২) আর যদি সে পথভ্রষ্ট ও মিথ্যারোপকারীদের একজন হয় (৯৩) তা হলে, তার জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানির মেহমানদারী, (৯৪) এবং জাহান্নামের দহন, (৯৫) অবশ্যই এ হলো ধ্রুত সত্য।"[২০০]

"(৭) যখনই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখনই তারা শুনতে পাবে এর উৎক্ষিপ্ত গর্জন, আর তা উদ্বেলিত হতে থাকবে। (৮) জাহান্নাম যেন ক্রোধে ফেটে পড়বে। যখনই সেখানে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখনই এর প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি?"[২০১]

"(২৫) যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়াই না হতো, (২৬) এবং আমি যদি না জানতাম, আমার হিসাব! (৩০) ফিরিশতাদের বলাহবে, ওকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে (৩২) তারপর তাকে শৃঙ্খলিত করা হবে সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে; (৩৬) এবং সেখানে ক্ষত:নিঃসৃত পূঁজ ছাড়া কোন খাবার নেই।"[২০২]

[১৯৯] সূরা আত-তাহ্‌রীম: ৬
[২০০] সূরা ওয়াকিয়া: ৪১-৪৬, ৫২-৫৬, ৯২-৯৪
[২০১] আল-মুল্ক: ৭-৮
[২০২] সূরা হাক্কাহ: ২৫-৩৬

"(১২) নিশ্চয় আমার কাছে আছে বেড়ী এবং জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড, (১৩) আরো আছে এমন খাবার, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[২০৩]

"(২৬) অচিরেই আমি তাকে (কাফির, মুনাফিক ও আল্লাহর দুশমন) দাখিল করবো 'সাকার' নামক জাহান্নামে। (২৭) আর আপনি কি জানেন, 'সাকার' কী? (২৮) তা তাদের জ্যান্ত রাখবে না এবং মেরেও ফেলবে না। (২৯) তা প্রত্যেকের গায়ের চামড়া জ্বালিয়ে দিবে।"[২০৪]

"(৪) আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শিকাল, বেড়ী ও জাহান্নামের আগুন।"[২০৫]

"(২১) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, (২২) সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপ, (২৩) সেখানে তারা শতাব্দী অবস্থান করবে। (২৪) সেখানে তারা কোন ঠান্ডা ও পানীয় আস্বাদন করবে না (২৫) ফুটন্ত পানি ও পূঁজ ছাড়া; (২৬) এ সব হলো (সীমালংঘনকারীদের) উপযুক্ত প্রতিফল।"[২০৬]

"(৫) (হে নবী আপনি জানেন কি) 'হুতামা' কী? (৬) তা হলো আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন, (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে। (৮) নিশ্চয় তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, (৯) লম্বা লম্বা খুঁটিতে।"[২০৭]

ডকাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি

পবিত্র কুরআনুল কারীমে জাহান্নামের প্রকৃতি ও রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদের জন্য শাস্তির কথা বলেছেন।

১. "জাহান্নামের ইন্ধন (জ্বালানি) হবে মানুষ ও পাথর;
২. জাহান্নামের আগুন উত্তাপে প্রচন্ডতম থাকবে;
৩. জাহান্নামীদের খেতে দেওয়া হবে গলিত পুঁজ যা তারা গিলবে কিন্তু গলার ভিতরে প্রবেশ করাতে পারবে না;
৪. জাহান্নামের রয়েছে সাতটি দরজা

[২০৩] সূরা মুযযাম্মিল: ১২-১৩
[২০৪] সূরা মুদাস্সির: ২৬-২৯
[২০৫] সূরা দাহর: ৪
[২০৬] সূরা নাবা: ২১-২৬
[২০৭] সূরা হুমাযা: ৫-৯

৫. জাহান্নামীরা যখন পানি চাইবে তখন তাদের দেওয়া হবে এমন পানি, যা গলিত পুঁজের ন্যায়, তা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে;

৬. জাহান্নামীদের পরানো হবে আগুনের পোশাক;

৭. জাহান্নামীদের মাথায় ঢালা হবে ফুটন্ত পানি;

৮. জাহান্নামীদের লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে;

৯. জাহান্নামীদের শুনতে পাবে জাহান্নামের ক্রুদ্ধ গুর্জন ও চিৎকার;

১০.তাদের নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে শৃংখলিত অবস্থায়;

১১.জাহান্নামীদের জন্য খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ যা জাহান্নামের তলদেশে জন্মায়, তা গলিত তামার মত পেটে ফুটতে থাকবে;

১২.যাক্কুম বৃক্ষের মোচা (গুচ্ছ) হবে শয়তানের মাথার মত;

১৩.পান করতে দেওয়া হবে মিশ্রিত ফুটন্ত পানি;

১৪.তাদের গলায় বেড়ি ও সত্তর হাত দীর্ঘ শৃংখল পরিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, অর্থাৎ কাফিরদের জন্য রয়েছে শিকল, বেড়ী ও জাহান্নামের আগুন;

১৫.জাহান্নামে দেখা যাবে কালবর্ণের ধোঁয়ার ছায়া;

১৬.নির্মম কঠোর হৃদয় স্বভাবের ফিরিশতাগণ তাদের জন্য নিয়োজিত থাকবে;

১৭.জাহান্নামীদের বেঁধে রাখা হবে লম্বা লম্বা খুটিতে;

১৮. জাহান্নামে রয়েছে বিরাট আকারের সাপ ও খচ্চরের ন্যায় বিচ্ছু।"[২০৮]

[২০৮] মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

জরথুস্ত্র ধর্মে মরণোত্তর জীবন: স্বরূপ ও প্রকৃতি

পঞ্চম অধ্যায়

জরথুস্ত্র ধর্মে মরণোত্তর জীবন: স্বরূপ ও প্রকৃতি

জরথুস্ত্রবাদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পার্থিব ও অপার্থিব দুই জগৎ বিদ্যমান রয়েছে বলে জরথুস্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন। অপার্থিব জগতের ধারণা সম্পর্কে 'আবেস্তা' ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে বিকশিত হয়েছে। জরথুস্ত্রবাদে স্বর্গ ও নরক হলো বস্তুগত বিষয়, যার বর্ণনা জরথুস্ত্রগ্রন্থ আবেস্তাতে বিস্তারিতভাবে প্রদান করা হয় নি। পাহলবী গ্রন্থসমূহে স্বর্গের যে ধারণা সম্পর্কে এসেছে তা কম বেশি পৃথিবীর অনুরূপ। স্বর্গে কোনো পাপ ও বেদনা থাকবে না। পক্ষান্তরে নরক হলো পৃথিবীর নিম্নাংশ যা গভীর কালো, কর্দয, ভীতিকর এবং কষ্টদায়ক। কেদারনাথ তিওয়ারি বলেন,

"Man has an after life in accordance with the righteous or evil deeds performed by him during his earthly life. The righteous finds a place in heaven which is full of all sort of pleasant and beautiful experience and the evil doers are damned to hell which is a place of terrible suffering".[১]

জরথুস্ত্রের মত অনুসারে মানুষ তার পার্থিব জীবনের কর্মফল হিসেবে স্বর্গ-নরক ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে স্বর্গে যাবে ঠিক তেমননিভাবে খারাপ কাজ করলে পরকালে শাস্তি ভোগ করবে।

ফ্লোরিডা State University, PHD Humanities & Religion, লেখক Gray A stiwell, quora.com website এর ভাষ্যমতে, *The path of the soul according to the Mazdean Faith* এ বলা হয়েছে–

"When any man (or women) dies, his soul will be separated from his body, but will stay in its vicinity in this physical world (called *Gaethe*) for three days and nights and will spend them in prayer."[২]

এরপর প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্মফল স্বরূপ স্বর্গ অথবা নরক ভোগ করবে। K.N.Tiwari তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

[১] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *জরথুস্ত্র ও তাঁর ধর্মতত্ত্ব: একটি সমীক্ষা*, *দর্শন ও প্রগতি:* ২৪ বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা: জুন-ডিসেম্বর: ২০০৭, পৃ. ২৪১

[২] https://www.quora.com/According-to-Zoroastrian-Mazdean-tradition-where-is-Lake-Kansaoya-Kansava Gray A Stiwell, *The path of the soul According to the Mazdean Faith* website.

"A wise man will ponder and then choose the good way, a foolish man will choose the evil way; and the Supreme Spirit will reward the wise and punish the foolish. Those whose good deeds balance over the bad ones are sent to haven and those whose evil deeds balance over the good ones are sent to hell."[৩]

সৎ ও অসৎকর্ম কর্ম সমান সমান হলে সেক্ষেত্রে স্বর্গ নরকের মধ্যবর্তী স্থানের বিশ্বাস **জরথুস্ত্র** ধর্মে রয়েছে। স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য নরকের উপর দিয়ে আত্মাকে একটা ব্রীজ বা সেতু অতিক্রম করতে হয়। যে পার্থিব জীবনে ভালো কাজ করবে সে বীজটি অতিক্রম করতে পারবে আর যে মন্দ কাজ করবে সে ব্রীজটি অতিক্রম করতে পারবে না এবং নরকের মধ্যে পতিত হবে। কেদার নাথ তিওয়ারির গ্রন্থে বলা হয়েছে,

"If the good and bad deeds are more or less equal, the soul is sent to a kind of purgatory. The soul in its way to heaven or hell has to cross a bridge."[৪]

পাহলবি গ্রন্থসমূহের বর্ণনা মতে, জরথুস্ত্র দর্শনে স্বর্গ হলো উজ্জ্বল, সুগন্ধযুক্ত, সুন্দর এবং সকলের কাছে আকাঙ্খিত স্থান, যেখানে কোনো পাপ বা বেদনা থাকবে না। এস্থান ঈশ্বরগণের স্থান, এতে কোনো দুঃখ বা অশান্তি নেই। এখানেই ঈশ্বরকে দেখা যাবে যা স্বর্গের আরেকটা সুখ। স্বর্গের খাদ্য দ্রব্য, আবাসস্থল ও অন্যান্য জিনিস পৃথিবীর তুলনায় হবে স্বতন্ত্র। একটি অনাবিল সুখকর স্থান হলো স্বর্গ। পক্ষান্তরে নরক হলো শীতল বরফের তুল্য, গভীর অন্ধকার আর শূণ্যতায় ভরা একটি নিকৃষ্ট স্থান। বেদনা আর দুঃখ কষ্টে ভরপুর। কোনো আনন্দ নেই। এখানে রয়েছে অশুভ প্রাণী যা পর্বতের মতো বিশাল, তারা আত্মাকে দুমড়ে মুচড়ে ধ্বংস করতে চাইবে। এই পাপিষ্ট আত্মার খাদ্য হিসেবে দেয়া হবে কর্দয সব জিনিস যা খেয়ে আত্মা সবসময় ক্ষুধার্ত থাকবে। আর জরথুস্ত্র দর্শনে নরক চিরস্থায়ী নয়। একসময় শাস্তি শেষ হয়ে পুর্নবাসনের দিন আসবে, যখন মিথ্যা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবে। দুষ্ট ও পাপিষ্ট আত্মারা গলিত ধাতব পদার্থের সাগর অতিক্রম করবে এবং তা অতিক্রম করার সময় আত্মার তার অবশিষ্ট পাপ থেকে মুক্ত হবে। এভাবে আত্মা পবিত্র হয়ে স্বর্গের আত্মাদের সাথে মিলিত হবে।

[৩] ড. মোঃ মাসুদ আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২
[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২

ইসলাম পূর্ব ইরানে প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম জরথুস্ত্র ধর্ম। ইরানে উদ্ভূত হলেও জরথুস্ত্র ধর্ম বিবর্ধিত হয়েছে ভারতে। ৬ষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইরানীয় নবী জরথুস্ত্র এই ধর্ম প্রবর্তন করেন। জরথুস্ত্র ধর্ম একই সাথে এক ঈশ্বরবাদী এবং দ্বৈতবাদী ধর্ম। যেটা ইহুদী, খ্রিষ্টান এমনকি ইসলাম প্রভাবিত।[৫]
প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ ভাবে মানবতাকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে একক বিশ্বাসের তুলনা। জরথুস্ত্র ধর্মটি ইরানে ৩টি সামাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যেগুলো খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক, ৭ম খ্রিষ্টাব্দ এবং প্রভাব বিস্তার করছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং তৎসংলগ্ন এলাকা গুলোতে।

মৃতদেহ সৎকার

প্রথম দিকে জরথুস্ত্রবাদীরা মৃত দেহকে পাথরের উপর শুইয়ে রাখতো এবং পানি ও মাটি থেকে দূরে রাখতো। বর্তমান সময়ে '*Tower of scilence*' নামক স্থানে মৃত দেহ রাখা হয়। সেখানে আকাশের সমস্ত পাখি কীটপতঙ্গ মৃতদেহকে ভক্ষণ করার কিছুদিনপর হাড়গুলো নিয়ে এনে গর্তে ফেলে দেওয়া হয়।

"A *dakhma* or towers of silence, is traditionally a stone floor with a circular brick or stone wall around it."... "As soon as the corpse- bearers have left the Tower, the vultures swoop down from their post of observation round the wall, and in half an hour there is nothing left but the skeleton. Quickly the bones dry, and the corpse-bearers enter again after some days, and cast the bones into the central well, where they crumble away."[৬]

"In the early days of Zorastesianism the dead were laid on a bed of stones or a layer of lime or encased in stone to keep them isolated from earth and water. Today they are placed in store. "Towers of silence"; open to the

[৫] Md. Masud Alam: *Some Fundamentals of Islam in Relation to those of Zoroastrianism*, The CDR Journal, Vol-1, No. 2, December 2006, P. 12
[৬] Noss, J.B., *op. cit*., p. 349

sky, so that birds of prey may feast on them. Any portion of the dead body, or, for that matter, any past severed from a living body- as for example nail parings or hair cut from the head or beard- is unclean. Spitting, especially in the preasence of another person, is forbidden."[৭]

অপবিত্র আত্মার কোনো নিঃশ্বাস যাতে মৃতদেহকে কোন ক্ষতি করতে না পারে এজন্য বর্তমানে যাযকগণ আগুনে শেকা পাতলা কাপড় মৃতদেহের মুখের উপর রাখেন।

যে সমস্তপ্রাণী মৃতদেহ ভক্ষণ করতে পারে সেগুলো হলো– শূককীট, পোকামাকড়, পাখি, পিপড়া, সাপ, ব্যাঙ। এই সমস্ত প্রাণীগুলো Angra-Mainyu এর সৃষ্টি।

"Creatures that are known to feed on dead flesh- maggots, flies, and ants are loathed. They are creations of Angra-Mainyu, as are also snakes and frogs."[৮]

ম্যাগীদের শাসনআমলে বহু সংখ্যক অপবিত্র আত্মাদের হত্যা করা হয়। অপবিত্র আত্মাদের সৎস্পর্শে আসা যে কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিলম্ব ছাড়াই পরিস্কার ও শুদ্ধিকরণ করতে হয়। মানুষের মৃত্যুর পরপরই মৃতদেহের সামনে চার চক্ষু বিশিষ্ট কুকুর উপস্থাপন করা হয়। মৃতদেহ Tower of silence এ রাখার পূর্বে ৩ দিন পর্যন্ত আগুনের সামনে রাখা হয় এবং আবেস্তা গ্রন্থ থেকে নির্দিষ্ট শ্লোক পাঠ করা হয়। মৃতদেহ টাওয়ার অব সাইলেন্সে রাখার জন্য অবশ্যই দিনের বেলা কার্য সম্পন্ন করতে হয়। Tower of silence তিন চক্রাকারে তৈরি করতে হয়। পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের থেকে একজন এক জন করে নিজেদের বৃত্তাকারে দাড়ানোর মাধ্যমে শুরু করতে হয়।

"After death, a dog is brought before the corpse; it should preferably be a "four-eyed" dog (*i.e.*, it should have a spot above each eye, as this is said to increase the efficacy of its look). The rite is repeated five times a day. After the first one, fire is brought into the room where it is kept burning

[৭] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 344
[৮] Noss, J.B., *op. cit.*, p. 344

until three days after the removal of the corpse to the Tower of Silence. The removal must be done during the daytime.

The interior of the Tower of Silence is built in three concentric circles, one each for men, women, and children. The corpses are exposed there naked. The vultures do not take long- an hour or two at the most- to strip the flesh off the bones, and these, dried by the sun, are later swept into the central well. Formerly the bones were kept in an *ossuary*, the *astodan*, to preserve them from rain and animals. The morning of the fourth day is marked by the most solemn observance in the death ritual, for it is then that the departed soul reaches the next world and appears before the deities who are to pass judgment over it.[৯]

মৃত্যু পরবর্তী জীবন

কেদারনাথ তিওয়ারির ভাষায়,

"Zoroastrianism believes in a future life, i. e in a life after death. In this life man's place is determined strictly in accordance with the law of retribution. Those whose righteous deeds excel the evil ones are sent to heaven, a place of rejoice, while those whose evil deeds balance heavily over the righteous ones are sent to hell, place of fearful suffering"[১০]

শেষ দিবসের বিচার কার্যের উপর প্রত্যেক জরথুস্ত্র মত অবলম্বনকারীই দৃষ্টি নিবন্ধিত থাকে। এই ভাবনা মৃত্যুর ৪র্থ দিন পর্যন্ত স্থান পায়। প্রথম তিন রাত্রি আত্মা তার দেহের মাথার নিকট বসে বসে তার কৃত ভালো কাজ, ভাবনা, কথা এবং খারাপ কাজ, ভাবনা ও কথা সম্পর্কে ভাবতে থাকে। ঠিক এই সময়ই নির্ধারিত হয়ে যায় যে আত্মা একজন পবিত্র ফেরেশতা নিয়ে যাবে নাকি অপবিত্র আত্মা শাস্তি দেবার জন্য নিয়ে যাবে। ৪র্থ দিন আত্মা *Chinval Bridge* এর সামনে তার বিচার এর জন্য

[৯] Jacob E. S. (ed): *The new Encydopaedin Britannica*, 2010, London: 15th Edition, Volume: 29; p. 1087
[১০] Tiwari, K. N, *op.cit*, pp. 92-93

উপস্থিত হয়। *Mithra* এবং তার সহযোগী *Sraosha* ও *Rashnu* তার ভালো মন্দ বিচার করতে শুরু করে। এর পর আত্মা পরিশুদ্ধ হবার জন্য হাঁটা শুরু করে।

"According to the Pahlevi text called the *Bundahislm*, in the middle part of the bridge. There is a sharp edge which stands, like a sword... and Hell is below the Bridge. Then the soul is carried to where stands the sharp edge. Then, if it be righteous, the sharp edge presents its broad side.... if the soul be wicked, that sharp edge continues to stand edgewise, and does not give a passege... with three steps which it (the soul) takes forward which are the evil thoughts, evil words, and evil deeds that it has performed it is cut down from the head of the Bridge, and falls headlong to Hell. A late text gives us a further account of the crossing: an attractive picture of how the righteous soul is guided over the bridge by its own *daena*, or conscience, in the form of a beautiful maiden, and how the wicked man is confronted by an ugly hag (the personification of his own bad conscience).

When (the righteous soul) takes a step over the *Chinvat Bridge*, there comes to it a fragrant wind from Paradise. Which smells of musk and ambergris, and that fragrance is more pleasant to it than any other pleasure.

When it reaches the middle of the Bridge, it beholds an apparition of such beauty that it hath never seen a figure of greater beauty.... and when the apparition appears to the soul, (the soul) speaks thus: "Who art thou with such beauty that a figure of greater beauty I have never seen?"

The apparition speaks (thus): "I am thine own good actions. I myself was good, but thine actions have made me better."

And she embraces him, and they both depart with complete joy and ease to Paradise.

But if the soul be that of a wicked man,
When it takes a step over the Chinvat Bridge, there blows to him an exceedingly foul wind from Hell, so foul as is unheard of among all the stench in the world. There is no stench fouler than that; and that stench is the worst of all the punishments that are visited upon it.

When it reaches the middle of the Chinvat Bridge, it sees an apparition of such extreme ugliness and frightfulness that it hath never seen one uglier and more unseemly.... And it is as much terrified on account of her as a sheep is of a wolf, and wants to flee away from her.
And that apparition speaks thus: "Whither dost thou want to flee?"
It (the soul) speaks thus: "Who art thou with such ugliness and terror that a figure worse than thou art, uglier and more frightful, I have never seen in the world?"
She speaks (thus): "I am thine own bad actions. I myself was ugly, and thou madest me worse day after day, and now thou hast thrown me and thine own self into misery and damnation, and we shall suffer punishment till the day of the Resurrection." And she embraces it, and both fall headlong from the middle of the *Chinvat Bridge* and descend to Hell.[১১]
"With the appearance of Soshyans, the last Messiah, the "Final days" would begin. All the dead would be raised; heaven and hell would be emptied of their residents, in order to make up the great assembly where the final judgement would be passed upon all souls. The righteous and the wicked would be seperated, and a flood of molten metal would pour out upon the earth and roar through hell, purifying all regions with it scorching fires. Every living soul would have to walk through the flaming river, but

[১১] Noss, J.B., *op. cit.*, p 345

to the righteous it would seem like warm milk, because there would be no evil in them to be burned away. To the wicked it would bring terrible agony, a purifying burning proportioned to their wickedness, which would sear all the evil out of them and allow the survival only of their goodness. In a final canflict, Ahura Mazda and his angels would hurl Ahriman and his devils into the flames and they would be utterly consumed. Then all the survivors of the fiery trial, whether formerly good or bad, would live together in the new heavens and the new earth, in utmost joy and felicity. Adults would remain forever at forty years of age and childen at fifteen: friends and relatives would be reunited forever. Even hell, at last made pure, would be brought back. "For the enlargement of the world"; and the world in it's totalily would then be "immortal for ever and everlasting."[১২]

অন্যান্য ধর্মগুলোর মতো জরথুস্ত্র ধর্মও সমর্থন করে যে, মানুষের দেহগত মৃত্যুর পরও মানুষের আত্মার মৃত্যু হয়না। ইহ জীবন মানুষের সকল কাজের বিচার করা হবে মানুষের মৃত্যুর পর। ধার্মিক ব্যক্তি স্বর্গে প্রবেশ করবে যেখানে আনন্দ ও সুখ ভোগের সকল ব্যবস্থা রয়েছে এবং খারাপ কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির শাস্তি স্বরূপ নরকে প্রবেশ করানো হবে।

"The rising of the dead will usher in eternal life. The devil will be destroyed and evil will permanently disappear from the scene; Good will reign supreme and 'all the world will remain for eternity in a state of righteousness.' The 50th chapter of the *Bundahishn* contains a detailed description of the resurrection and the last judgment which is based on original Avesta sources now lost. In it we read of Zoroaster's doubt regarding the possibility of the resurrection and Ahuramazda's reply. Zoroaster asks Ahuramazda how it will be possible for the body, which has once been scattered in different directions and reduced to the elements,

[১২] Noss, J.B., *op. cit*., p. 345

to be restored. Ahuramazda in reply says that nothing is impossible for the Almighty who has created heaven and earth which did not first exist, fashioned the embryo in the mother's womb and created fire in plants and other things without combustion and that 'when that which was not, was then produced, why is it not possible to produce again that which was?' that is to say, it will rather be easier for him to bring about the resurrection of the bodies which had once existed before."[13]

"Like the other Religions Zoroasterianism also supports in human soul which is not destroyed with bodily death."[১৪]

ফ্রেডারিখ নীট্‌শে তার বিখ্যাত গ্রন্থ *"জরথুস্ত্র বললেন"* গ্রন্থে মৃত্যু ও কবর সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বলেছেন,

"মৃত্যুর প্রচারকদের সম্পর্কে

'জীবন তাদের কাছে এক খন্ড খড়কুটা। এ খড়কুটার খন্ডটি তারা সবেগে আঁকড়িয়ে ধরে। আর এরূপ আঁকড়িয়ে ধরার জন্য নিজেদের করে উপহাস।'... 'জীবনের সমস্ত দিক থেকে আসছে মৃত্যু কণ্ঠস্বর। প্রচারকগণ মৃত্যুকে প্রচার করছে। পৃথিবী উপচে পড়ছে সব অপদার্থ মানুষের ভিড়ে। ওদের জন্য মৃত্যুকে প্রচার করা আবশ্যক।'

ইচ্ছা স্বাধীন মৃত্যু সম্বন্ধে

'আমি তোমাকে দেখাব সেই মৃত্যুকে, যে মহত্তর হতে পেরেছে। –মৃত্যু হচ্ছে জীবিতদের অঙ্গীকার এবং উৎসাহদাতা। যারা সেই মহৎ বস্তু লাভ করেছেন তারা মরেন বিজয়ীর মতো। তাদের চারদিকে ঘেরা আশা এবং প্রতিশ্রুতি।' .... 'অতএব মৃত্যু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তু হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে মরা– এবং এক বিপুল আত্মাকে ঢেলে দিয়ে যাওয়া।'

[১৩] Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *op. cit.*, p. 41
[১৪] Md. Masud Alam, *op. cit.*, p. 13

সমাধি সঙ্গীত

'দূরে দেখা যায় সমাধি-দ্বীপ, নির্জন কবরস্থান। ওই দূরেই রয়েছে আমার যৌবনের সমাধি। ওখানে আমি বয়ে নিয়ে যাব জীবনের চিরহরিৎ মাল্য।' .... 'হে আমার মৃত প্রিয়জন, তোমাদের কাছ থেকে আসছে একটি অতি মধুর সৌরভ– সে সৌরভ এসে দোলায় আমার হৃদয়- চোখে আমার ঝরিয়ে দেয় অশ্রু। সত্যি তোমাদের স্মৃতি কম্পন তোলে, মুক্ত করে দেয় একাকী সমুদ্র নাবিকের চিত্ত।"[১৫]

জরথুস্ত্র ধর্ম নৈতিকতা সর্বস্ব হলেও এর আলোচনা সমালোচনা রয়েছে। অতি সর্তক ও সুবিবেচনাপূর্ণ জীবন যাপন করার পরও একজন ব্যক্তি অপবিত্র ও কলুষিত হয়ে যেতে পারে শয়তান এর দ্বারা। এটা অদৃষ্টবাদের সর্বউচ্চ সীমানাতে পৌঁছায়। *The new Encydopaedin Britannica* গ্রন্থে জরথুস্ত্রবাদের এভাবে সমালোচনা করা হয়েছে;

"Zoroastrianism is not the purely ethical religion it may at first seem. In practice, despite the doctrine of free choice. Zoroastrian is so constanity involved in a meticulous struggle against the contamination of death and the thousand causes of defilement, and against the threat, even in the sleep, of ever-present demons, that he does not often believe that he is leading his life freely and morally. Apart from this attitude, the belief in the power of destroy sometimes culminates in fatalism. The latter is easily associated with Zurvanism, itself sometimes tainted with materialism. In the *Menok-i Khrat*, it is stated that "though one be armed with the valour and strength of wisdom and knowledge, yet it is not possible to strive against fate."[১৬]

"The chief point in the teachings of holy Zarathushtra is the path of goodness; and he separates goodness from badness, calling God all-good and Satan all-bad. According to this point of view of the master, God was, as He is always, the ideal of worship; nothing but good can be praised, and

[১৫] ফ্রেডারিখ নীটশে, '*জরথুস্ত্র বললেন*', মহীউদ্দীন অনূদিত, দিব্যপ্রকাশ, মে ২০০৯, পৃ. ৫৬/৫৭; ৮০; ১১৪

[১৬] Jacob E. S. (ed), *op. cit*., p. 1088

none but the good can be worshipped; and all that is bad naturally leads man astray and veils the good from his eyes. The spirit of evil was personified by the Master, as it had already been personified by the ancients, as Satan. ”[17]

ফেরেস্তা

জরথুস্ত্র ধর্মগ্রন্থে ফেরেস্তা বা পবিত্র আত্মা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। অমেসা স্পেনটা (Amesha-Spentas) অথবা অবিনশ্বর পবিত্র আত্মা এবং ইয়াযতাস (Yazatas) আরাধ্য শ্রেষ্ঠ দেবদূত রূপে জরথুস্ত্র ধর্মগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ দেবদূত রূপে জরথুস্ত্র ধর্মগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। জরথুস্ত্র ধর্ম মতে পবিত্র আত্মা বা ফেরেস্তারা সবসময় ঈশ্বরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন এবং তাঁর সকল আদেশ পালন করেন। তারা আরও বিশ্বাস করেন যে, শ্রেষ্ঠশ্রেণির এই দেবদূতেরা মানুষের সকল কাজের হিসাব রাখেন এবং শেষ বিচারের দিন তুলাদন্ডে পরিমাপ করা হবে মানুষের সকল ভালো এবং খারাপ কাজ গুলো।

“Angels play a very prominent role in Zoroastrian theology. The Amesha-Spentas or the Holy Immortals and Yazatas (sans. Yajata) or the Adorable *Ones-some of whom* are personified Divine attributes-may be called the archangels and angels respectively.”[18]

“It is also believes that God’s archangel keeps a complete record of every man’s deeds on earth, and with reference to his account he balances the good and bad deeds of the soul in a scale.”[১৯]

[১৭] Hazrat Inayat Khan, *op. cit.,* p. 178
[১৮] Shaikh Ghulam Maqsud Hilali: *Iron and Islam*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, August, 1989, p. 42
[১৯] Md. Masud Alam, *op. cit.,* p. 13

পুনরুত্থান ও বিচার

মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন পুনরুত্থান হওয়া জরথুস্ত্র ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। মৃত্যুর পরের জীবন চিরস্থায়ী। শয়তান চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দেবতা ন্যায় আহুরা মাজদা এই আসনে অধিষ্টিত হবেন। ড. মো: মাসুদ আলম তাঁর গবেষণাপত্রে লিখছেন,

"The devil will be destroyed and evil will permanently disappear from the scene: Good reign supreme and all the world will remain for eternity in a state of righteousness. (Maqsud, 1989)"[২০]

জরথুস্ত্র শিক্ষা অনুসারে, ইহজীবনের পর শেষ বিচারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। জরথুস্ত্রবাদ অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মা ৩ দিন পর্যন্ত ইহলোকে অবস্থান করে এবং তার কর্ম সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে। চতুর্থদিন আত্মা শরীরের সাথে মিলিত হয় এবং বিচারের স্থান এর দিকে যাত্রা শুরু করে।

"Mans has an after-life in accordance with the righteous or evil deeds performed by him during his earthly life."[২১]

শায়খ গোলাম মাকসুদ হিলালী তাঁর গ্রন্থ 'Iran and Islam' এ লিখেছেন

"The description found in the Vendidad. The Leviticus of Zoroastrians, is given below:

"After a man is dead... at day break after the third night... he reaches Mithra... It (the soul) goes on the time worn paths, which are for the wicked and which are for the righteous, to the Chinvad bridge... where they ask the consciousness and soul their couduct in the settlements (l.e. the world). She the beautiful, well-formed, strong and well-grown, comes with the dog, with register... She dismisses the sinful souls of the wicked into the glooms (hell). She meets the souls of the righteous when crossing the (celesltial mountain) Haroberezaiti (Alborz), and guides them over the Chinvad bridge... The souls of the righteous proceed joyfully to

[২০] *Ibid*, p. 14
[২১] Tiwari, K.N. 1997, *op. cit.*, p. 99

Ahuramazda, to the Ameshaspentas, to the golden throne, to paradise (Garonemana)'."[22]

আমল পরিমাপ

"আবেস্তা গ্রন্থ অনুসারে শেষ বিচারের দিন মানুষের খুটিনাটি সকল কাজেরই হিসাব গ্রহণ করা হবে যেখানে বিচারক হিসেবে থাকবেন মিত্র *(Mithra)* যাকে সাহায্য করার জন্য দুই জন ফেরেস্তা স্রোসা *(Sraosha*) এবং রাসনু *(Rashnu)* থাকবেন। যার ভালো কাজ মন্দ কাজের তুলনায় বেশি হবে সে স্বর্গে প্রবেশ করবে এবং যার খারাপ কাজ বেশি হবে সে নরকে প্রবেশ করবে। প্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থগুলোতেও একই মতবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।তাদের বিশ্বাস অনুসারে দেবতা *'ওসিরিস'* তাদের শেষ বিচারের অধিকর্তা হবেন এবং আনুবিস *(Anubis)* এই কাজ সাহায্য করবেন।"[২৩]

"According to some Avesta and Pahl. books the merlts and demerits of all the departed souls are judged with scrupulous impartiality by Mithra who is helped in his work by the angels Sraosha and Rashnu, the last one holding the balance in his hand to weigh their deeds., One whose good deeds exceed his misdeeds by the weight of three *Sraosha-charonam goes* to Heaven, and one whose misdeeds exceed his good deeds by three *Sraosha-charanam* woes to hell."[২৪]

প্রায়শ্চিত্য

জনপ্রিয় পার্সী কবি শেখ সাদী বলেছেন,

"To the houris of Paradise Pugatory (a'raf) is hall. If you ask the dwellers of hell, they will say that purgatory is heaven."[২৫]

জরথুস্ত্র ধর্মমতে সকল আত্মাই প্রায়শ্চিত্য করার পর স্বার্গে যাবে।

[২২] Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *op. cit.*, p. 38
[২৩] Md. Masud Alam, *op. cit*; P. 15
[২৪] Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *op. cit.*, p. 40
[২৫] *Ibid*, p. 51

ব্রীজ বা সেতু

গাঁথা বর্ণনা মতে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে চিনভাট ও পিরিতু (Chinvat-O-Peretu) নামে সেতু বিদ্যমান রয়েছে। যেটাকে বিচারের সেতু নামেও অভিহিত করা হয়। পবিত্র আত্মা এই সেতু অনায়াসে পার হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। এবং খারাপ কাজ সম্পাদনকারী এই ব্রীজ অতিক্রম করতে পারবে না এবং নরকে পতিত হবে। পাহলভী সাহিত্যগুলো এসেছে চিনভাই-ও-পিরিতু সেতু ৯ বল্লম উচ্চ এবং ২৭ তীর প্রস্থ হবে ধার্মিক ব্যক্তির জন্য এবং পাপিষ্টের জন্য তীক্ষ্ম তরবারির প্রান্তের মত তীক্ষ্ম আর সরু হবে।[২৬]

"The soul in its way to heaven or hall has to cross a bridge (called the *chinvat bridge*). For a soul destined for heaven the bridge proves to be very easy path. Moreover, the soul is greeted by beautiful maidens who escort it to the paradise. But an evil soul has a quite different experience, the bridge for it turns upon its edge and becomes has hand to walk as on the edge of a sword."[২৭]

স্বর্গ ও নরক

জরথুস্ত্র ধর্মে স্বর্গ ও নরকের ধারণা স্পষ্ট। আবেস্তা গ্রন্থে স্বর্গকে গারোদিমানা *(Gorodemana)* বলা হয়েছে যার অর্থ ধর্মীয় সংগীত বা স্তুতিগান গীত হবার গৃহ। কারণ সেখানে ফেরেস্তারা স্তুতি বা বন্দনা করে থাকে। এটা ঈশ্বর, ফেরেস্তা এবং পবিত্র আত্মাদের বাসস্থান। আবেস্তা গ্রন্থে এটি অন্যনাম হিসেবে বলা হয়েছে বেহেস্তিমাহুম *(Vahishtemahum)*, যার অর্থ সর্বত্তম জীবন।[২৮] উচ্চারণগত পরিবর্তনের মাধ্যমেই বেহেস্তিমাহুম *(Vahishtemehum)* শব্দ থেকেই পার্সী শব্দ 'বেহেস্ত' শব্দটি এসেছে। বেহেস্তের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। নরককে বলা হয় ধ্রুর্জ দিমানা (Durjo-Demana) বা ধ্বংসের গৃহ।

আধুনিক পার্সী শব্দে নরককে বলা হয় দোজখে (*Duzakh*) স্বর্গের মতোই নরকেও ৪টি স্তর রয়েছে। যাইহোক, নরক চিরস্থায়ী নয় এবং জরথুস্ত্র প্রতিজ্ঞা করেছেন, সর্বশেষ জীবন স্বর্গের এবং সুখের।

[২৬] Md. Masud Alam, *op. cit* P. 15
[২৭] Tiwari, K.N. 1997, *op. cit.*, pp. 99-100
[২৮] Md. Masud Alam, *op. cit*. P. 16

জরথুস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, যারা গর্হিত কর্ম ব্যতীত উত্তম কর্ম সম্পাদন করেন তাদেরকে স্বর্গ দেওয়া হবে। এবং যারা গর্হিত কাজে অভ্যস্ত তাদেরকে নরকে প্রারশ্চিত্য করার পর স্বর্গ দান করা হবে যেখানে রয়েছে পরম সুখ ও শান্তি।

"At the end-point *Ahura Mazda* would have attained his final goal of wiping out every trace of evil from earth and establishing the reign of complete good all over the earth. At that point souls from hell will be brought out and purified. After purification they will join the souls of the righteous and a new cycle of earth will begin on which there will be no evil and no misery."[২৯]

Tiwari অন্য স্থানে লিখেন "In this world all souls will remain for ever without growing old or facing decay. In this world there will be only good and no evil."[৩০]

সর্বোচ্চ লক্ষ্য

জরথুস্ত্র বাদে সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসেবে মৃত্যুর পর মানুষ এমন এক স্থানে পৌছায় যেখানে কোন দুঃখ কষ্ট নেই শুধুই প্রশান্তি ও শান্তি বিরাজ করে। কর্মফল ভোগ করার পরই আত্মা সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসেবে এই চিরশান্তির স্থান লাভ করে। কোন শক্তিই তাকে তার কাজের ফলাফল থেকে দূরে রাখতে পারে না। আবেস্তা গ্রন্থে এসেছে,

"False brings on age long punishment
And truth leads on to fuller, higher life"[৩১]

জরথুস্ত্র অনুসারে মানুষের সর্বউচ্চ লক্ষ্য কখনোই শুধু স্বর্গ নরক প্রাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অপবিত্র আত্মা শাস্তি ভোগ করার পর চূড়ান্ত মুক্তি হিসেবে স্বর্গ লাভ করে। জরথুস্ত্র প্রতিজ্ঞা করেছেন তার সব অনুসারীই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে শান্তি লাভ করবে। কেদারনাথ তিওয়ারি ভাষায়,

[২৯] Tiwari, K.N. 1997, *op. cit.*, p. 100
[৩০] Tiwari, K.N. 1997, *op. cit.*, p. 100
[৩১] Yasna 30:11

"The ultimate destiny of man is bound to be good and great, because Ahura Mazda is essentially of the nature of good."[৩২]

Shaikh Ghulam Maqsud Hilali তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,

"Zarathushtra sang the praise of paradise and the Chinvad bridge. saying, 'I praise the best life (paradise) of the righteous, (which is) resplendent (and) all-glorious. I praise the house of song (garo-nemana equivalent to paradise) the residence of the Aburamazda, the residence of the Ameshas pentas. the residence of the other righteous ones: I praise the gelf-created intermediate region (between heaven and hell)'."[৩৩]

[৩২] Tiwari, K. N., *op.cit.*, p. 101
[৩৩] Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *op. cit.*, p. 38

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবনঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবন: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের তুলনামূলক আলোচনা

ইসলাম ও জরথুস্ত্র এদুটি ধর্মই মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে। ইসলামে মানুষের জীবন ও অন্যান্য সকল দিকগুলোর মতোই মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জরথুস্ত্রবাদ অনুযায়ী মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার মালিক। তার ইচ্ছা অনুযায়ী পাপ বা পুণ্য করতে পারে । পরকালে তারা পৃথিবীর কর্মঅনুযায়ী পুরষ্কার বা শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং, দুটি ধর্মেই মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কিত ধরণা বিদ্যমান। "Islam wonderfully resembles Zoroastrianism in eschatological ideas."[১] ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন দিকের একটি তুলনামূলক আলোচনা অত্র অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

জানাযা

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী মানুষের মৃত্যু হলে তাকে গোসল ও পবিত্র করে জানাযা নামাযের জন্য প্রস্তুত করা হয়। শিশু, মহিলা, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুদ্ধাহত, সকলেরই জানাযার নামাযের বিধান ইসলামে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জানাযার নামাযে মৃত্যের জন্য দোয়া করা হয় এবং মুসলমানরা একত্র হয়ে জামাতের সাথে জানাযার সালাত আদায় করে। জানাযার সালাত আদায় করতে গিয়ে অন্যান্য মুসলমানদের নিজেদের মৃত্যুর কথাও স্বরণ হয়ে যায় ফলে মানুষ ইহজীবনে সৎ পথে পরিচালিত হবার জন্য অনুপ্রাণিত ইয়। "হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক মৃতের জানাযার নামায পড়াতে এবং তাতে তাঁকে (দোয়া) বলতে শুনেছি, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, তাকে দয়া করো, তার অপরাধ উপেক্ষা করো, তাকে নিরাপদ রাখো, তার উত্তম মেহমানদারি করাও, তার বাসস্থান প্রশস্ত করো, তাকে পানি, বরফ ও সুশীতল পানি দিয়ে গোসল করাও, তাকে পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার কার হয়, তাকে তার বাসস্থানের পরিবর্তে উত্তম বাসস্থান, তার পরিবারে চেয়ে উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করো। তাকে রক্ষা করো কবরের শাস্তি ও দোযখের

[১] Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *op. cit.*, p. 35

শাস্তি থেকে'। রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছিলে, 'তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করো'।"[২] অন্যদিকে জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যুর পর জানাযার কোন ব্যবস্থা নেই। জরথুস্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন মানুষের দেহগত মৃত্যুর পরও আত্বা জীবিত থাকে। মৃত্যুর পর প্রথম ৩ রাত আত্বা মৃত্যুদেহের মাথার নিকট বসে তার কৃত কাজের কথা ভাবতে থাকে।

"In the *Hadokht Nask* of the Avesta we have the following account given of what happens to the disembodied soul:-

On the explry of the third night after death of a pious man, his soul enjoys the refreshing fragrance of a sweet scented breeze and "there appears to him what is his own religion (i.e. religious merit) in the shape of a beautiful maiden, brilliant, white armed, strong, well-grown, erect, tall, high-bosomed, gracefule, noble, with a dazzling face, of fifteen years, with a body as beautiful in (its) limbs (lit. growth) as the most beautiful of creatures. The soul of righteous man spoke to her, asking: What maiden art thou whom I have thus seen as yet the most beautiful of maidens in form? Then answered him his own religion: I am, *O Youth!* thy good thoughts, good words, good deeds and good religion, who (am) the own religion in the own self. The maiden form appearing before the good soul has been called *Daena* i.e. conscience or religion in the Avesta books, *kunishne* i.e. (the aggregate of) actions in the Mino-Khirad, and *gamjobar-i-kerfe i.e.* the treasure of meritoriousness in the Dadistian. The Pahl, version of the utterance of the beauteous form is *li la kanik bara kunishneh-i-lak* "I am not a maiden, but am thy deeds."[৩]

শায়খ গোলাম মাকসুদ হিলালী আরো লিখেন,

"When a wicked man dies on the expiry of the third night, his soul passes through terrible sights. It is oppressed by an offensive odour brought by an

[২] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৭৭, হাদীস নং-১৯৮৬

[৩] Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *op. cit.,* pp. 36-37

extremely foul-smelling wind. An embodiment of its evil thoughts, evil words, evil deeds and evil religion appears before it is a very ugly form. And as it tries to cross the Chinvad bridge it falls headlong into the region of eternal glooms i.e. hell."[8]

"The floor is built with a pit in the center and is in three sections-the highest section for men, the next for women, and the lowest for children. The corpse is brought to the dakhma by six bearers, followed by the mourners, all in white. After a final viewing of the remains by the funeral procession, the body is taken inside the tower, laid in a shallow pit on its proper level, and partially uncovered by a thorough slitting of its clothes with scissors."[5]

কাফন দাফন

মৃতকে উত্তম অর্থ্যাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাফন পরিয়ে দাফন করতে হবে। 'দাফন' অর্থ্যাৎ মৃতদেহের সৎকার করা। মুমিন অথবা পপাচারী সবার জন্যই উত্তম রূপে কাফন দাফন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কাফন পরিধানের পর সুগন্ধি স্বরূপ সামান্য কর্পুর এবং কস্তুরির সুগন্ধিও দেওয়া হয় ইসলামি রীতি অনুসারে।

"আমর ইবনে আলী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, (মোনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার ছেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আমাকে আপনার জামাটি দিন যাতে আমি তা দিয়ে তাকে কাফন দিতে পারি। আর আপনি তার জানাযা পড়ান, তার জন্য দোয়া করুন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তাকে তার জামা দিলেন, তারপর বললেন, তোমারা (গোসল দিয়ে) অবসর হলে আমাকে অবহিত করো, আমি তার জানাযা পড়বো। উমার (রা) তাঁকে টেনে ধরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তো মোনফিকদের জানায়া পড়তে

[8] Ibid, p. 37
[৫] Noss, J.B. *op.cit*, p.349

নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করার ব্যাপারে আমাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। অতএব তিনি বলেন, 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে' (৯ঃ৮০)। অতএব তিনি তার জানাযা পড়লেন। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, 'তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না' (৯ ঃ ৮৪)। এরপর থেকে তিনি মোনাফিকদের জানাযা পড়া ত্যাগ করেন।"[৬]

জরথুস্ত্র অনুসারীরা মৃতদেহকে অপবিত্র মনে করে। এজন্য মৃত্যের কাফন ও দাফন সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন নয়।

"জরথুষ্ট্রবাদে মানুষকে একান্তই দ্বৈতব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে মনে করা হয়। মানুষের জীবনে যে আত্মিক শক্তি থাকে যে কারণে মানুষ কাজ করে, চিন্তা করে, এবং চলাফেরা করে। মানুষের দেহ প্রথমোক্ত শক্তির হাতের পুতুল এবং যখন আত্মা মানুষের দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন দেহটি পচে-গলে নষ্ট হযে যায়। এজন্যে পারসিকরা মৃত ব্যক্তির দেহ সম্পর্কে নিজেকে ব্যস্ত রাখত না। কারণ যে অংশটুকু প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ দেহের মধ্যে সে অংশটুকু আর নেই। মানুষের মৃত দেহটি নীচ এবং কলুষিত মনে করা হতো। এটা কেউ স্পর্শ করলে তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র করা হতো।"[৭]

মৃতদেহ অপবিত্র বিধায় তা আগুন, পানি ও মাটির সংস্পর্শে রাখা নিষিদ্ধ। এজন্য তারা লোকালয় থেকে দূরে *Tower of silence* এ রেখে দেয়।

কবরের ধরণ

ইসলাম ধর্ম অনুসারে মানুষকে কবর দেওয়া হয়। হাদীসে এসেছে-

"ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাহ্দ (কবর) আমাদের জন্য, শাক্ক (কবর) আমাদের ছাড়া অন্যদের জন্য।"[৮]

কারো মতে 'আমাদের' অর্থে মুসলমান এবং 'অন্যদের' অর্থে ইহূহী-খৃস্টানদের বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেও মুসলমানের মত দাফন করা হয়। আবার কারো মতে, 'আমাদের' অর্থে মদীনাবাসীদের এবং অন্যদের অর্থে মক্কাবাসীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা মদীনার মাটি শক্ত ও লাহ্দ কবরের

[৬] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৪০, হাদীস নং-১৯০১

[৭] ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকাদার, *সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, জুন ২০১০, পৃ-২২০

[৮] ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৬৪, হাদীস নং-৩২০৮

উপযোগী এবং মক্কার মাটি বালুকাময় ও নরম এবং শাক্ক কবরের উপযোগী। অন্যথায় উভয় ধরনের কবর খননই জায়েয। জরথুস্ত্র ধর্মে মৃতদেহ কবরে দাফন করার বিধান নেই।

"Yet not Fire alone is sacred to them. Water and the Earth, also, they consider as sacred and holy. When a Fire-Worshipper dies, they cannot cremate his body, as the Hindus do, for fear of making the Sacred Fire unclean. They cannot throw the body into the waters of the sea, for fear of making the Sacred Water unclean. And they cannot bury the body in the ground for fear of making the Sacred Earth unclean."[৯]

লাহ্‌দ ও শাক্ক কবর

"আমর ইবনে আলী (র)... সা'দ (রা) বলেন, তোমরা আমার জন্য লাহদ কবর খনন করবো এবং আমার কবরের উপর কিছু গেড়ে দিবে, যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের উপরে গেড়ে দেয়া হয়েছিল।"[১০]

জরথুস্ত্র ধর্মে কবরের ব্যবস্থা নেই। মৃতদেহকে '*Tower of silence*' এ রেখে দেয়। তবে অপবিত্র আত্বার কোনো নিশ্বাস যাতে মৃতদেহের কোন ক্ষতি করতে না পারে এজন্য আগুনে শেকা পাতলা কাপড় মৃতদেহের মুখের উপর রাখে।

কবরে ফেরেস্তাদের জিজ্ঞাসবাদ

ইসলাম ধর্ম অনুসারে, কবরে জীবন শুরু হবার প্রথমেই মুনকার ও নাকির নামক দুইজন ফেরেস্তা এসে ৩ টি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলো হলো, তোমার রবকে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবি কে? এই প্রশ্ন ৩ টির উত্তর যারা সঠিক ও শুদ্ধভাবে দিতে পারবে তারা তখন থেকেই জান্নাতের সুখ ভোগ করতে পারবে অপরদিকে যারা এই ৩টি প্রশ্নের শুদ্ধ জবাব দিতে পারবেনা তারা তখন থেকেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। জরথুস্ত্র ধর্মে ফেরেস্তার অস্তিত্বের ধারনাকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যুর পর কবর এবং ফেরেস্তাদের প্রশ্নের বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। জরথুস্ত্র ধর্ম মতে আহুরা মাজদার স্বগীয়

[৯] Joseph Gaer, *op. cit.,* pp. 120-121
[১০] ইমাম আন-নাসাঈ, *প্রাগুক্ত;* অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৮৫, হাদীস নং-২০০৯

প্রধান দূত বহুমুন *(Voha Manu)* যে জরথুস্ত্রকে সৎ জীবনাচারও সৎ বিষয়ের জ্ঞান দান করেন। মৃত্যুর পর ফেরেস্তাদের ভূমিকার বিষয়টি জরথুস্ত্র ধর্মে অস্পষ্ট।

"যরদুশতের মতে, ভাল মানুষ মুত্যুর পর এমন এক জীবনে প্রবেশ করবে, যেখানে সৎকর্ম ও সৎচিন্তার প্রচলন হবে। যরদুশ্তের মতে, স্বর্গ হলো মুতিমান পবিত্রতার নাম। পক্ষান্তরে মন্দ লোক মৃত্যুর পর শুধু অসৎকর্ম ও চিন্তারই সম্মুখীন হবে না, বরং তাদের দৈহিক শাস্তিও ভোগ করতে হবে।"[১১]

পুনরুত্থান

পুনরুত্থান দিবসে পৃথিবীর সকল নারী-পুরুষ এবং আগত সকল আত্বাকে একত্র করা হবে। ইসলাম অনুসারীদের মতে সেদিন নগ্ন পা, নগ্নদেহে খৎনাবিহীন অবস্থায় মানুষকে উত্তোলন করা হবে। সেদিন একে অন্যের প্রতি তাকানোর কোন ফুসরত মানুষের থাকবে না।

"আমর ইবনে উছমান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে উত্থিত করা হবে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খৎনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রা) বললেন, লজ্জাস্থানের অবস্থা কি হবে? তিনি বলেন, 'সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন গুরুতর হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে' (সূরা আবাসা ঃ ৩৭)।"[১২]

ঠিক অনুরূপভাবে জরথুস্ত্র ধর্মেও পুনরুস্থানের বিষয়টি স্বীকার করা হয়।

"আদর্শগত দিক থেকে জরথুস্ত্রবাদ ছিল চূড়ান্ত বিচারের উপর বিশ্বাস একটি ধর্ম। চূড়ান্ত দিনে আহুরামাজদা আহরিমানকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে এাবং আহরিমান অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। জরথুস্ত্রবাদ অনুসারে আহুরামাজদার জয়লাভের পর সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং সৎব্যক্তিরা স্বর্গে ও পাপী ব্যক্তিরা নরকবাসী হবে। অবশেষে নরকবাসীরাও মুক্তি পাবে এবং স্বর্গে স্থানলাভ করবে।"[১৩]

[১১] ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৩৯
[১২] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-১১৮, হাদীস নং-২০৮৫
[১৩] আমজাদ, ড. এ.এম; *সভ্যতার ইতিহাস*, সাহিত্য বিলাস, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ-২৪৯

কবরের আযাব

ইসলামে বলা হয়েছে যারা কাফির, মুশরিক, আল্লাহর সাথে শরিক করা ব্যক্তিরা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। কবরের আযাব ভোগ করারপর কাফির ও মুশরিক বাদে সবাই বেহেস্তে যাবে। "উবায়দুল্লাহ ইবনে নাস্‌র (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের ভিতর থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, এ ব্যক্তি কখন মারা গেছে? সাহাবীগণ বলেন, সে জাহিলী যুগে মারা গেছে। তাতে তিনি খুশী হলেন এবং বললেন, যদি আমি আশংকা না করতাম, তোমরা ভয়ে একে অপরকে দাফন করা ছেড়ে দিবে তাহলে আমি তোমাদের কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতাম।"[১৪]

অপর দিকে জরথুন্ত্র ধর্মে কবরের আযাবের বিষয়টি অনুপস্থিত। জরথুস্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করে যে, শাস্তি ভোগ করার পর সকল আত্মাই মুক্তি লাভ করবে। ইসলামে বেনামাযির কবরের আযাবের কঠোর ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে জরথুস্ত্রবাদীরা বিশ্বাসকরে 'চিনভাই-ও-পিরিতু' সেতু অতিক্রম করে বেহেস্তে পৌছাবে।

"তন্মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হচ্ছে আগুন। যা পাপীদের উপর ঊর্ধ থেকে বর্ষিত হবে। পরবর্তীতে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ঐ আগুনের মধ্য দিয়ে এমনভাবে পার হয়ে যাবে, যেমনিভাবে দুধের নহর দিয়ে। কিন্ত পাপী তাতে ভস্ম হয়ে যাবে। একটি পুলের ধারণা এর চেয়েও অধিক গুরুতর। এই পুলটি আল্‌বারয় পর্বতের উপর নির্মিত এবং এর নিচ দিয়ে নরকের আগুন বিস্তত। যখন পুণ্যবান লো'ক এই পুল পার হবেন, তখন এটি খুবই প্রশস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু পাপী লো'ক পার হওয়ার সময় তা চুলের চেয়েও অধিক সূক্ষা হয়ে যাবে। যরদুশ্‌ত পাপীদের চিরস্থায়ী শাস্তির প্রবক্তা ছিলেন বলে মনে হয়।"[১৫]

বিচার দিবসের হিসাব নিকাশ

"ইসলাম ধর্ম অনুসারীরা মনে করেন, বিচার দিবসের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ রব্বুল আল-আমীন। ইসলামে এটাকে হাশরের দিন বলা হয়। সূরা ফাতেহাতে এসেছে "তিনি বিচার দিবসের মালিক।"[১৬]

[১৪] ইমাম আন-নাসাঈ, প্রাগুক্ত; অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-১১৪, হাদীস নং-২০৬০
[১৫] ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৩৯
[১৬] সূরা ফাতেহা: ৩

বিচার দিবসে মহান আল্লাহ রব্বুল আল-আমীনের নিকট সুপারিশ করার মত সাহস রাসূল সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও থাকবে না। মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূল সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতদের জন্য সুপারিশ করবেন। জরথুস্ত্র ধর্ম অনুসারে মিত্র *(Mithra)* বিচার কার্য পরিচালনা করবেন এরং তাকে যাহায্য করার জন্য স্লোসা *(Sraosha)* এবং রাসনু *(Rashnu)* থাকবেন। ভালো কাজের ওজন যার বেশি হবে যে বেহেস্তে প্রবেশ করবে এবং খারাপ কাজের পরিমাপ যার কম হবে সে চিনভাট-ও-পিরিতু সেতু পার হতে গিয়ে দোযখের মাঝে পতিত হবে।

আমল পরিমাপ

শেষ বিচারের দিবসে আমল নামা পরিমাপের জন্য সূক্ষ্মমানদন্ড হিসেবে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হবে। ইসলামে এই পাপ পুণ্যের সূক্ষ্ম হিসেবের জন্য 'মিযান' তৈরি করেছেন। যেখানে ব্যক্তির ক্ষুদ্রতম পাপ কিংবা ক্ষুদ্রতম পুন্যকাজও পরিমাপ করা হবে। "আমি শেষ বিচার দিবসে ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, কাজেই কারো প্রতি যুলুম হবে না, যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা হাজির করব এবং হিসাব করার জন্য আমিই যথেষ্ট।"[১৭]

জরথুস্ত্র ধর্মেও ইহজীবনে আমল পরিমাপের জন্য দুইজন ফেরেস্তা স্লোথা *(Spaosha)* ও রাসনু *(Rashnu)* বিচারক মিত্র *(Mithra)* কে সাহায্য করবেন। প্রাচীন মিশরীয় ধর্মেও এর মিল রয়েছে। দেবতা ওসিরিস শেষ বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

"According to Avesta the merits and demerits of all the departed souls are judged with scrupulous impartiality by Mithra, who is helped in his work by the angels Sraosha and Rashnu, the last one holding the balance in his hand to weight their deeds. One whose good deeds exceed his misdeeds by the the weight of three Sraosha-charanam goes to Heaven, and one whose misdeeds exceed his good deeds by three Sarosha-charanam goes to hell. The ancient Egyptians had similar eschatological doctrines. They believed that the god Osiris weighed the souls in the scales as the presiding judge

[১৭] সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৪৭

and that Anubis helped him in the work and was in charge of balance (Maqsud, 1989)."[18]

দোযখ-বেহেস্তের মধ্যবর্তী অবস্থান

ইসলাম ধর্মে দোযখ-বেহেস্তের মধ্যবর্তী স্থানের ধারনা বিদ্যামান রয়েছে। যাদের পাপ ও পুণ্যের ওজন সমান সমান হবে তাঁরা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানের থাকবে। ইসলাম ধর্মঅনুসারে তারা উক্ত স্থান থেকে জাহান্নাম ও জান্নাত উভয় স্থানই দেখতে পাবে। তারা সেখান থেকে জান্নাতের সুখ শান্তি এবং জাহান্নামের আযাব অবলোকন করতে পারবে। তারা একসময়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি চাইবে। কিছু দিন যেখানে থাকার পর মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। "Purgatory or the intermediate state between heaven and hell is called *al-a'raf* (Lit the heights or parapets) in the Qur'an."[১৯] জরথুস্ত্র ধর্মে বেহেস্ত-দোযখ এর মধ্যবর্তী স্থানের ধারনা অস্পষ্ট। পাপী আত্মারা দোযখে শাস্তি ভোগ করার পর মুক্তি লাভ করে বেহেস্তে প্রবেশ করবে।

পুলসিরাত

পুলসিরাতের ধারনা ইসলাম ও জরথুস্ত্র উভয় ধর্মেই বিদ্যমান রয়েছে। ইসলাম ধর্ম অনুসারে ৭০ হাজার ফেরেস্তা ৭০ হাজার রশি ধরে জাহান্নাম টেনে নিয়ে আসবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। মানুষের কর্ম বা আমল অনুসারে পুলসিরাতের রাস্তা প্রশস্ত কিংবা সরু হবে। পুলসিরাতে কেউ পাখির গতিতে, কেউ দ্রুতবেগে আবার কেউ নিজেকে চেনে হিচড়ে পার হবে। কাফির মুশরিকরা পুলসিরাতে পার হতে গিয়েই জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে।

"আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমার নিকট এ হাদীস পৌছেছে যে, পুলসিরাত চুলের চেয়েও চিকন আর তর-বারীর চেয়েও ধারালো।"[২০]

[১৮] Md. Masud Alam, *op.cit*, pp.14-15
[১৯] Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *op. cit.*, p. 51
[২০] ইমাম মুসলিম, *কিতাবুল ঈমান*, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমিনীন ফিল আখেরা রাব্বুহুম

জরথুস্ত্র ধর্মেও চিনভাট ও পিরিতু নামক ব্রিজের উপর দিয়ে পার হয়ে বেহেস্তে লাভ করবে। যারা খারাপ আত্বা তারা ব্রিজটি পার হওয়ার সময়েই দোযখে পতিত হবে। পুলসিরাতের ধারণাটি ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে প্রায় কাছাকাছি। "Between Heaven and Hell lies the Bridge called *Chinvat.O peretu* in the Gathas which means the bridge of the gatherer or the bridge of the judge. The neo-pers. form is *Chinwad pul.* The souls of the pious alone can pass the bridge while those of the wicked fall from it down into Hell where they dwell eternally. According to the Pahl. works, the Chinvad bridge will be 9 lances high and 27 arrows wide for the pious, but as sharp and narrow as the edge of the sword (Pah. *astareh* tai) for the sinners. The Jews also came to believe in the bridge of Hell, narrow as a thread, over which the idolators have to pass."[২১]

বেহেস্ত-দোযখ

সর্বপরি মৃত্যুর পর মানুষের হয় বেহেস্তে যাবে অথবা দোযখে যাবে। পবিত্র আত্বা বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর বেহেস্তে যাবে আর অপবিত্র আত্বা বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর দোযখে যাবে। ইসলাম ও জরথুস্ত্র উভয় ধর্মেই এই ধারনা বিদ্যমান। ইসলাম ধর্ম অনুসারে বেহেস্তকে জান্নাত বলা হয় এবং জরথুস্ত্র ধর্ম অনুসারে একে বেহেস্ত বলা হয় আবার ইসলাম ধর্ম অনুসারে জাহান্নাম এবং জরথুস্ত্র ধর্ম অনুসারে দোযখ বলা হয়। জান্নাতের মোট ৮টি স্তর বিদ্যমান এবং জাহান্নামের ৭টি স্তর বিদ্যমান। আমল অনুসারে এবং মহান রব্বুল আলা-আমীনের ক্ষমা অনুসারে মানুষ জান্নাতে অবস্থান করবে। জাহান্নামের সর্বনিম স্তরে কাফির, মুশরিক, মুনাফিকরা থাকবে। জরথুস্ত্র ধর্মে বেহেস্তের বা দোযখের কোন স্তর নেই। তবে বেহেস্ত চির শান্তির আবাস স্থল এবং অপবিত্র আত্বারাও দোযখে শাস্তি ভোগের পর বেহেস্তে প্রবেশ করবে। কিন্তু ইসলামে যারা কাফিরে মুশরিক ও আল্লাহর শত্রু তারা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। যারা মুমিন এবং আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দা তাঁরা অনন্তকাল জান্নাতে বসবাস করবে।

[২১] Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *op. cit.*, pp. 39-40

"Heaven is called *Garodemana* in the Avesta which means the house of hymns, because the angels sing hymns there. It is the residence of God, the angels, and the most blessed of men. Another name for it occurring in the Avesta is *Vahishtemahum,* the best life. Phonetic changes will give the Sans, form as *Vasistamahum.* The shortened form *Vahisha* (*lit.* "best" appears in Pahl, as *Vahisht* and in neo-Persian as *bihisht* and means heaven. Heaven has four grades. Hell is called *Drujo-demana,* 'house of destruction" in the Gathas. It is chiefly the residence of the poets and priests of the Deva religion, the Rishis of the Brahmans. The later name is *Duzhanha, which* is preserved in the modern Persian *Duzakh,* hell. Like heaven, hell also has four grades."[২২]

ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবতী জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উভয় ধর্মদর্শনে মৃত্যু পরবতী জীবনের দুটি দিক রয়েছে। এক শান্তিময় অন্যটি অশান্তিময়। মানুষ যদি পার্থিব জীবনে স্রষ্টা প্রদও বিধি বিধান পরিপূণভাবে মেনে চলে তাহলে তারা পরকালে মহাশান্তি ও সুখ ভোগ করবে। আর যদি তারা পার্থিব জীবনে স্রষ্টা প্রদও বিধি বিধান অমান্য করে চলে তাহলে তারা পরকালে মহাশাস্তি ও দুঃখ কষ্ট বোগ করবে।

মৃত্যু পরবতী জীবনে এ অবস্থাদ্বয় মানুষের পার্থিব জীবনের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কেননা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মহা সুখ-শান্তি ও কঠিন শান্তির কথা মনে করে মানুষ পার্থিব জীবনে নানা প্রকার অন্যার-অনাচার ও পাপাচার পরিহার করে সততা, নিষ্ঠা ও কল্যাণের পথে নিজেদের পরিচালিত করে। ফলে পৃথিবী হয় সুখ, শান্তি, নিরাপদ ও কল্যাণময়। মানব জীবন হয় সফল ও সার্থক। তাই মানুষের পার্থিব জীবনকে সাফল্যমন্তিত করতে এবং পরকালীন জীবনের মুক্তিলাভে মৃত্যু পরবতী জীবন সম্পর্কিত ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[২২] Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *op. cit.*, pp. 38-39

সপ্তম অধ্যায়

মানব জীবনে মৃত্যু পরবর্তী ভাবনার প্রভাব

সপ্তম অধ্যায়

মানব জীবনে মৃত্যু পরবর্তী ভাবনার প্রভাব

"প্রত্যেক আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে।"[১]

পৃথিবীতে আদম (আঃ) থেকে অগণিত মানুষ এসেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। মানবজাতি একই পিতা ও মাতার সন্তান এবং সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অর্থ্যাৎ জন্ম গ্রহণ করলে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে। যেমন একটি মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

বসন্তের শুরুতে যে পাতা কচি আর নরম থাকে শীতে সে পাতা পরিপক্বতা লাভ করে গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ঠিক তেমনি মানব শিশু একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর আলো-বাতাসে মহান সৃষ্টিকর্তার নিয়ামত গ্রহণ করার পর অবধারিত মৃত্যুর সম্মুখিন হয়। মৃত্যু মূলত একটি অবস্থার পরিবর্তন। একটি স্থান থেকে অন্য স্থানে গমণ। মানুষ যেমন জন্মগ্রহণ করার পূর্বে তার আত্বা বা নফস মহান আল্লাহ রব্বুল আল-আমিন এর নিকট থাকে, জন্ম এর মাধ্যমে মানুষের আত্বা পৃথিবীতে আসে আবার মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে জিবারঈল (আঃ) মানুষের আত্বা কবচ করেন। কবর বা বারযাখ এর জীবন এরপর পুনরুত্থান, বিচার অতঃপর জান্নাত বা জাহান্নাম প্রাপ্তি। মানুষ পৃথিবীতে ভালো কাজের পুরস্কার সম্বরূপ জান্নাত লাভ করে। মৃত্যুচিন্তা মানুষের ইহজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ প্রতিটি কাজ তখনই সুন্দর হয় যখন মানুষ ভাবে এই কাজের ফলাফল তাকে আখিরাতে পেতে হবে। তখন মানুষ অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং সুন্দর জীবন-যাপন সচেষ্ট হয়।

মৃত্যু ভাবনা মানুষকে কোমল ও হৃদয়বান হতে শিখায়

মানুষের মৃত্যু চিন্তা তাকে কোমল ও হৃদয়বান হতে শিক্ষা দান করে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভূলে সকল মানুষকে এক কাতার সামিল করে ইসলাম। ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মের মৃত্যু পরবতী জীবনের ধরণা একজন মানুষ অন্যের প্রতি কোমল ও হৃদয়বান হওয়ার শিক্ষা দেয়। মৃত্যু ভাবনা মানুষকে ইহজীবনে সৎপথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। মানুষের কর্কশ ও রূক্ষ স্বভাবে অহংকার, দাম্ভিকতা

[১] ২৯ : ৫৭

প্রকাশ পায়। অন্যদিকে কোমল স্বভাব ও কোমল হৃদয়ের মানুষ সমাজে সবার পছন্দের এবং ভালোবাসাবে পাত্র পরিণত হয়। তারা পরকালেও মহান আল্লাহ তাহালার নিকট পুরষ্কার প্রাপ্ত হন।

পরকালে পুরস্কারের আশায় ইহজীবনে সৎকাজ করা

পরকালের জীবন অত্যন্ত কঠিন, অন্ধকার আর কষ্টের। পরকালে শান্তি ও পুরস্কারের আশায় ইহজীবনে মানুষ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। পূণ্য ও সৎ কাজের প্রতি মানুষ ধাবিত হয়। পরকালের কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য ইহজীবনে প্রস্তুতি প্রয়োজন। পরকাল অন্ধকার কঠিন আর দুঃখ-কষ্টময়। পরকালে মহান রাব্বুল আলা-আমিনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা অত্যন্ত জরুরী ইসলাম ও জরথুস্ত্র উভয় ধর্মেই পরকালে পুরস্কারের আশায় ইহজীবনে কল্যাণ এবং সৎ কাজের প্রতি আদেশ দান করা হয়েছে।

জরথুস্ত্র ধর্মে পরজীবনের প্রতি গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য জীবনে সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য ও সৎ কর্ম সম্পদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জরথুস্ত্র ধর্ম মতে, পবিত্র আত্মা ও অপবিত্র আত্মা উভয়ই স্বর্গ লাভ করবে। অপবিত্র আত্মা পরকালে শাস্তি ভোগ করার পর মুক্তি লাভ করবে।

পরকালের চিন্তা ইহজীবনের কর্মগুলোকে নিয়ন্দ্রণ করে

পরকালের চিন্তা মানুষের ইহজীবনের সকল কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরকালের জীবনের চিন্তা থেকেই মানুষ ইহজীবনে অন্যায়, খারাপ ও দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখে। যে সমাজের মানুষের মাঝে পরকালের জীবনের ভীতি নেই যে সমাজের মানুষ খুব সহজেই অন্যায়, দুর্নীতি ও খারাপ কাজ অবলীলয় সম্পন্ন করে। অনুরূপভাবে যে সমাজের মানুষের মাঝে পরকালভীতি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যায় ও খারপ কাজে লিপ্ত হবার সংখ্যা কম। পরকালভীতিই মানুষকে ইহজীবনে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। পরকালের শাস্তির ভয়ে অনেক গর্হিত এবং খারাপ কাজ থেকে মানুষ নিজেকে বিরত রাখে।

মূলত পরকালের ভাবনাই মানুষকে সহজ ও সরল পথে চলতে সাহায্য করে। মানুষ তার স্রষ্টার নির্দেশিত পথে নিজেকে পরিচালিত করে। অন্যায় ও অশ্লীল কাজ পরিত্যাগের মাধ্যমে সমাজের পঙ্কিলতা দূর হয়। সমাজের অশান্তিও দূর হয়। মানুষে-মানুষে প্রেম,প্রীতি, ভাতৃত্ববোধ, মায়ামমতা সূদৃঢ় হয়। মানুষে-মানুষে ভাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সমাজের মানুষের মাঝে মৃত্যু চিন্তা থাকার কারণে

অন্যায়, অশান্তি, দুর্নীতি ইত্যাদি সকল অপকর্ম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। সময় যে নিছক কিছু মুহূর্তের সমষ্টি তা মৃত্যু চিন্তার মাদ্যমে অনুধাবন করা যায়। মৃত্যু ভাবনা মানুষকে নিজ জীবনের সময় যথাযথ ব্যবহার করতে শিক্ষা দেয়। পৃথিবী দীর্ঘস্থায়ী নয় বরং ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে মানুষ অনেক খারাপ কাজের প্রতি ধাবিত হয় কিন্তু এই খারাপ কাজ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম মাধ্যম মৃত্যু ভাবনা। মানুষে-মানুষে হানাহানি, বিশৃঙ্খলা, অর্থ লিপ্সা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতি মাদকাশক্তি, অন্যায় ও অশ্লীল কর্ম ইত্যাদি সবকিছু থেকেই মুক্তি লাভ করা সম্ভব মৃত্যুভাবনার মাধ্যমে। ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। সমাজে একটি স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে।

মৃত্যু চিন্তা মানুষকে পরকালের প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করে

যে কোনো পরীক্ষায় ভালো ফলাফল লাভের জন্য একজন নিষ্টাবান শিক্ষার্থীকে বহু আগে থেকেই পরীক্ষার সিলেবাস অনুসারে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। নিয়মিত প্রতিদিন লেখাপড়া একাগ্রতা, ধৈর্য্য ও আগ্রহ সহকারে ঐ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আবার ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে কিছু ছোট-ছোট পরীক্ষাও দিতে হয়। নিজে কতটুকু পড়া শেষ করলাম এটা জানার জন্য। অর্থ্যাৎ একটি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর ভালো ফলাফলের জন্য নিয়মিত লেখা পড়া করতে হয়। ঠিক সেরূপ মৃত্যু চিন্তা মানুষকে পরকালের প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান স্রষ্টা মানুষকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন। আর সে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। ইসলামে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে। বাস্তবমুখী এবং কল্যানমুখী শিক্ষা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন আর্দশের মধ্যেই মানুষের মুক্তি নিহিত আছে। আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন আর্দশই হলো মানুষের জন্য পরকালে জান্নাত লাভের সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি। যে ব্যক্তি আল-কুরআন এবং হাদীসের পরিপূর্ণভাবে অনুসরণকারী তাঁকে মুমিন বান্দা বলা হয়। মুমিন বান্দা পরকালের প্রস্তুতি স্বরূপ প্রত্যহ সঠিকভাবে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করে, পরিপূর্ণ ভাবে যাকাত আদায় করে। রমযান মাসে সাওম পালন করে এবং হজ্জ ফরজ হলে সন্তুষ্ট চিত্তে হজ্জ আদায় করে। ইসলামের সকল বিষয় একজন মুমিন অত্যন্ত যত্নসহকারে এবং সঠিকভাবে আদায় করে। প্রতিদিন একটু একটু করে পরকাল বা আখিরাতের জীবনের জন্য নিজের আমলনামাকে প্রস্তুত করে। কারণ মানুষের মৃত্যু হলে

শুধু তার আমলই তার সাথে যায় অন্য সব কিছুই পৃথিবীতে থেকে যায়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীসে এসেছে-

"কুতায়বা (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে। তার পরিবার-পরিজন, তার ধন-সম্পত্তি এবং অন্যটি তার সাথেই যায় অর্থাৎ তার কৃতকর্ম।"[২]

অনুরূপভাবে জরথুস্ত্র ধর্মের নানমুখী কর্মকান্ড রয়েছে যেগুলো অনুসরণ করে মানুষ পরকালীন মুক্তির পথ সহজ করতে পারে।

"জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করার কথা বলা হয়। অর্থাৎ এ ধর্মমতে মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে এবং ব্যক্তির কর্মানুসারে এর সৎ বা অসৎগতি হয়। পার্থিব মৃত্যুর পর মানুষের যে জীবন শুরু হয় সে জীবন অশেষ এবং মূল জীবন। তাই মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার মূল নিয়ামক হলো মৃত্যুপরবর্তী জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতা।"[৩]

মৃত্যু ভাবনা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সুসম্পর্কবৃদ্ধি করে

মৃত্যু ভাবনা মানুষ ও তার স্রষ্টার মাঝে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করে। স্রষ্টা কতৃক প্রদও অসংখ্য নিয়ামত প্রাপ্তির জন্য শুক্রিয়া আদায় করে। আর নিয়ামত প্রাপ্তি স্বীকার করলে সে নিয়ামত মহান আল্লাহ বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। মানুষ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মহান আল্লাহ তাআলাও ঐ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। মানুষ আল্লাহর সকল আদেশ নিষেধ খুশি মনে মেনে চলে। আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত কাজগুলো সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ কতৃক মাখরু কাজগুলো থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বিরত রাখার চেষ্টা করে এবং নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত রাখে। ফলে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সুসর্ম্পক দিন দিন বৃদ্ধি পেতেই থাকে। মৃত্যুর সময় ও সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীনের প্রতি সুধারণা পোষণ করে। জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু ভাবনা মানুষকে আহুরামাজদার ক্ষমা প্রাপ্তিতে সহায়ক বলে মনে করা হয়।

[২] ইমাম আন-নাসাঈ, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ-৫২, হাদীস নং-১৯৩৯

[৩] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৬১

মৃত্যু চিন্তা সমাজে হত্যা, দুনীতি, ধর্ষণ ইত্যাদি বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখে

মানুষের মনে যখন মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন সর্ম্পকে ভয় থাকে তখন সে হত্যা, দুর্নীতি, ধর্ষণ ইত্যাদি অপকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখে। অন্যায় অশ্লীল ও পঙ্কিল কর্মের বিপরীতে সে ভালো, উত্তম, সৎ এবং মানুষের কল্যাণমূলক কাজকর্ম করে। সমাজের মানুষের মধ্যে মৃত্যু চিন্তার প্রসার লাভ করলে সেই সমাজে প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার সমুন্নত থাকবে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে। সম্পদের সুসম বন্টনের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে সুহৃদ সুসর্ম্পক বজায় থাকবে। সেই সাথে সমাজে সকলের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। মারামারি, হত্যা, বিশৃঙ্খলা, অর্থ লিপ্সা, ধর্ষণ ইত্যাদি জঘন্যতম অন্যায় সমাজ থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। সমাজে সকল শ্রেণির মানুষ সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে। মৃত্যু এবং পরকাল ভাবনা মানবাসমাজের মানুষে-মানুষে সুহৃদ, সুসর্ম্পক ও সম্প্রীতি সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

মৃত্যুচিন্তা সমাজের সকলের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ণ করে

শান্তি শৃঙ্খলা, পরস্পর মহানুভূতিশীল ও মমত্ববোধ, একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, প্রেম প্রীতি, দয়া, মায়া মমতা, আনুগত্যশীলতা, স্নেহশীলতা ইত্যাদি গুণাবলী মানুষের মাঝে প্রতিফলিত হয় মৃত্যু চিন্তা ও পরকাল ভাবনার মাধ্যমে। সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের জন্য সমাজের প্রতিটি মানুষই যদি মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকতো ও আখিরাতের জীবন সর্ম্পকে সচেতন থাকতো তাহলে সমাজের সকল মানুষের মাঝে শান্তি, সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা বৃদ্ধি পেত। এজন্যই সমাজের সকল শ্রেণি পেশা এবং সকল ধর্মের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মের মৃত্যুপরবর্তী জীবন সর্ম্পকে সচেতন হয় তবে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। আর সকল ধর্মে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন ব্যক্তির ইহজীবনের এর কৃতকার্যের ফসলরূপে প্রকাশিত হবে। মুসলমানরা ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভাবে ঈমানদার ব্যক্তিতে পরিণত হয়। আর ঈমানদার ব্যক্তি দ্বারা কখনো সমাজে উক্ত অশ্লীল ও জঘন্য কাজ করা সম্ভব নয়। সমাজে উত্তম আর আর্দশিক কর্মই সম্পাদন করে ঈমানদার ব্যক্তি। ফলে সমাজে সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। একইভাবে জরথুস্ত্র ধর্ম মানবসমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান দিয়েছে। জরথুস্ত্রবাদে শত্রুকে মিত্র অধার্মিককে ধার্মিক ও মূর্খকে জ্ঞানী বানানোর তাগিদ রয়েছে। এখানে ধর্মযাজককে ধর্মবিমুখতা, লোভ-লালসা-কপটতা, জয়ী

সৈনিককে অত্যাচার ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ এবং কৃষককে গবাদিপশু হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মৃত্যু চিন্তা মানুষকে সংযমী, আত্বনিয়ন্ত্রণ, সৎ থাকার শিক্ষা দেয়

সংযম ও আত্মনিয়ন্দ্রণ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ গুণ। এই দুটি গুণ যে সমস্ত মানুষের মাঝে রয়েছে তাঁরা সমাজের অন্যতম আর্দশিক ব্যক্তি। মৃত্যু চিন্তা মানুষকে সংযমী ও আত্বনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হতে সাহায্য করে। একমাত্র মৃত্যু চিন্তা মানুষকে দুনিয়ার অর্থ সম্পদ, আভিজাত্য ইত্যাদি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। ঠিক অনুরূপ ভাবে অন্যায় ও অশ্লীল কর্মথেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য আত্বসংযম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলাম মানুষকে সংযমী, আত্বনিয়ন্ত্রণ, ও সৎ থাকার শিক্ষা দেয়।

মৃত্যুচিন্তা মানুষের জীবনের অত্যন্ত সংকটকালীণ মুহুর্তেও তাকে সৎ থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর কোন লোভ লালসাই মানুষকে তার আর্দশ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। সুতরাং সৎ ও ন্যায়ের পথে সে সকল কাজ সম্পাদন করে। আর এভাবে সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়। জরথুস্ত্রবাদে চুরি, ব্যাভিচার, নর হত্যা, প্রতারণা, অর্থ-সম্পত্তি আত্মসাৎ, মদ্যপান, জুয়া, সুদ প্রভৃতি সামাজিক অন্যায় এগুলো বর্জন করতে হবে।

কবর জিয়ারত মৃত্যুকে স্বরণ করিয়ে দেয়

কবর জিয়ারত মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরন করিতে দেয় ফলে সে পৃথিবীর মোহে পড়ে পথ চ্যুত হলেও পুনরায় সে মহান রব্বুল আল-আমীনের পথে ধাবিত হয়। কবর জিয়ারত করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব, কবর জিয়ারতের সময় মৃতুব্যক্তির জন্য দু'আ করতে হয়। পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন থেকে আয়াত পাঠ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মৃত্যু ভাবনা মানুষকে সময়ের প্রতি সচেতন করে

সময়ের প্রতি সচেতনতা মানুষের অন্যতম গুণ। এই গুণ মৃত্যু ভাবনা থেকে পরকালের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য প্রত্যহ সঠিক সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি তাঁর সালাত সর্ম্পকে সচেতন সে আদতে তাঁর নির্ধারিত সময় সর্ম্পকে সচেতন সময় সচেতনতা মানুষকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগৎ সর্ম্পকে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। মৃত্যু ভাবনাই মানুষকে এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের

পর অপর ওয়াক্ত নামায আদায়ের প্রতি সচেতন ও উৎসাহি করে তোলে ফলে মানুষ তাঁর জীবনের সকলকাজও তাঁর সালাত আদায়ের সাথে সাথেই সম্পন্ন করতে পারে। একটি সমাজের প্রতিটি মানুষই যদি তার সালাত সর্ম্পকে সচেতন হয় তবে সমাজটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে চলতে পারে। সমাজে আত্মনির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মৃত্যু ভাবনা বিজ্ঞান, গবেষণা ও মানব কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে

মৃত্যু মহান রব্বুল আল-আমীনের পক্ষথেকে একটি নিয়ামত ও বটে। কারণ পৃথিবীর আদিথেকে বর্তমান পর্যন্ত সব মানুষ যদি বেঁচে থাকতো তবে পৃথিবীতে মানুষ ধরানোর কোন স্থানই অবশিষ্ট থাকতো না। আবার এই মৃত্যু ভাবনাই মানুষকে অপর মানুষের জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্য গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীতে তাঁর নির্ধারিত সময়টুকু কাজে লাগিয়ে মানুষের কল্যাণে ব্যায় করে। ফলে মানুষ মৃত্যুভাবনা থেকেই মানুষের কল্যানেই নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

মৃত্যুভাবনা সমাজের যার যা প্রাপ্য তার অধিকার নিশ্চিত করে

যে মৃত্যু ভয়ে ভীত এবং পরকাল সম্পর্কে সচেতন সে ব্যক্তি গরীব দুঃখীদের প্রাপ্য হক যাকাত এবং অন্যান্য বিধানসমূহ সঠিক ভাবে আদায় করেন। কারণ সমাজের গরীব, দুঃখী, অসহায় ব্যক্তির প্রাপ্য সম্পদ যে বা যারা আদায় করে না তাদের জন্য পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তি। মৃত্যু এবং পরকাল সর্ম্পকে সচেতন ব্যক্তি গরীব মিসকিনদের প্রাপ্য হক খুশি মনেই আদায় করেন। ফলে সমাজে ভারসাম্য পূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

মানুষকে তার স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সাহায্যকরে মৃত্যু ভাবনা। মানুষকে তার প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এই সুন্দর ফুল, ফল, শোভা মন্ডিত পৃথিবীর অপরূপ আকাশ, সুমিষ্ট খাবার, সুশীতল জলধারা, সর্বপরি মহান আল্লাহ রব্বুল আল-আমীনের রহমত ও বরকতের মাঝে মানুষের অবগাহনের জন্য মানুষ তাঁর সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মহান আল্লাহ তা'আলা এর নিয়ামতের খবর সেই ব্যক্তিই তো রাখে যে মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান তারাই যারা পরকালের কথা চিন্তা করে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। মানুষ যা খরচ করে তা মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হলো তার সময়। সময় একবার চলে গেলে তা আর কখনোই ফেরানো সম্ভব নয়। প্রতিটা দিন একটা নির্ধারিত সময়। এই নির্ধারিত সময়ের সমষ্টি নিয়েই সপ্তাহ,

মাস, বছর, যুগ সহস্রাব্দ। মহান আল্লাহ প্রতিটা দিনের নির্ধারিত কিছু ইবাদাত দিয়েছেন। যে তার জীবনের সময়কে গুরুত্ব দিয়ে নির্ধারিত সময়ের ইবাদাত নির্ধারিত সময়েই সম্পন্ন করে সে মূলত পরকালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। একজন ব্যক্তির সারাজীবনের সমস্ত ইবাদাত সঠিক ভাবে পালন করার পরও পরকালে হাশরের ময়দানে মহান রব্বুল আল-আমীনের ক্ষমা এবং রহমত ছাড়া চিরশান্তির বাসস্থান জান্নাত পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত করার সাথে সাথে মহান আল্লাহ রব্বুল আল-আমীনের প্রতি সুধারণা রাখতে হবে যে তিনি রোজ হাশরের ময়দানে মানুষকে ক্ষমা করবেন।

মৃত্যুর এই ভবনা যে মানুষের সাথে আছে তার পক্ষে খারাপ গর্হিত ও মন্দ কাজ করা সম্ভব নয়। সে জানে পৃথিবীর কেউ না দেখলেও মহান আল্লাহ অবশ্যই দেখছেন সুতরাং অন্যায় ও মন্দ কাজ করা যাবে না।

মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম এ জীবনব্যবস্থায় সকলের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। দিনকে কর্মের জন্য এবং রাতকে বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ঠিক তেমনি আখিরাতকে জীবনের শষ্যক্ষেত্র হিসেবে ইহকালকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী অপরদিকে আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মানুষ এই ক্ষনস্থায়ী জীবনের সময়টুকু কাজে লাগিয়ে দীর্ঘস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ক্ষণস্থায়ী জীবনে সম্পদের পাহাড়ের মালিক হলেও পরকালের জীবনে কোন কাজে আসবে না। যেকারনে ইহজীবনে অন্যায়, অবৈধ, সন্ত্রাস, রাহাজানি, গীবত, পরনিন্দা অর্থলিপ্সা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পরকালের জন্য সৎ ও সত্যবাদিতার চর্চা, ন্যায়, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, মায়া মমতা, দয়া, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, নীতিবোধ, আর্দশের চর্চা করা উচিৎ পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রেখে সহজ সরল জীবনের দিকে ধাবিত হওয়া উচিৎ। সহজ সরল জীবন যাপনের মাধ্যমে অনেক দুর্ভোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরস্পারিক সৌজন্যবোধের মাধ্যমে সমাজে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব। আবার পরকালভীতি মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। ফলে সমাজ পঙ্কিলতা মুক্ত থাকে। সমাজে শান্তি বিরাজ করে।

পরকালে মহান স্রষ্টার সামনে দাঁড়ানোর ভীতি যাবতীয় মন্দ ও খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে হিসাব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর কাজ যখন ব্যক্তির নিজের কৃত কর্মের বর্ণনা তার নিজের হাত, পা, চোখ, কান, জিহ্বা স্বাক্ষর দিবে। তখন সাহায্য করার কেউ থাকবে না। একমাত্র আল্লাহ ত'আলার রহমতে এবং অনুগ্রহে মানুষ মুক্তি পাবে।

মৃত্যু ভাবনাই মানুষকে অনৈতিক ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। ব্যক্তি স্বার্থ রচিতার্থ ব্যতিরেকে সামাজিক স্বার্থ তখনই দেখা সম্ভব যখন মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী ভাবনা মানুষের মনে উদয় হয়। কারণ হকদার ব্যক্তিকে তার হক পূরণ করতে হবে এবং প্রাপ্য ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য জিনিস প্রদান করতে হবে। নয়তো শেষ বিচারের দিবসে মানুষ আল্লাহর কাছে কঠোর আযাব ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। এই পৃথিবীর আমোঘবাণী জন্মগ্রহন করলে মৃত্যু বরণ করতেই হবে। প্রতাপশালী রাজা বাদশা বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, রাজ্যেণ্য, ধনী, দরিদ্র সবাই একসময় মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়। মৃত্যু ভাবনা মানুষকে পার্থিব জগতে স্রষ্টামুখী করে তোলে আর মিথ্যা মোহ, লোভ, ক্ষোভ, ভয়, ভীতি ইত্যাদি থেকে দূরে রাখে। মানুষকে মিথ্যার চলমান মোহ থেকে মুক্তিদান করে। মিথ্যা মোহ, ছলনা আর দুনিয়া স্বার্থ ত্যাগকারী মানুষের পক্ষেই যার হক তাকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব, অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা সম্ভব ফলে সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র তথাপি বিশ্ব উপকৃত হয়। নিজ কৃতকর্মের জাবাবদিহিতার ভয়ই পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী, সুন্দর আবাসস্থানে পরিণত করে। ধনী দরিদ্রের উপর শোষণ করে না, ক্ষমতাশীল অসহায় নিঃস্বের প্রতি অন্যায় করে না। সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষই সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সকলের অধিকার সুনিশ্চিত থাকে।

মূলত সমাজকে সুন্দর ও বসবাসযোগ্য করার জন্য মানুষের মাঝে মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কিত ভাবনার বিকল্প কিছু নেই। মানুষে-মানুষে জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয় মৃত্যুভাবনা থেকে। এজন্য পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সমাজের নিয়মত স্বরূপ।

সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা

আখিরাত মানুষের অনন্ত চিরস্থায়ী জীবন। পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। বস্তুত দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র। বলা হয়েছে– 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র'[৪]

মানুষ শস্যক্ষেত্রে যে রূপ চাষাবাদ করে, বীজ বপন করে, যেভাবে পরিচর্যা করে ঠিক সেই রূপ ফল লাভ করে। কোনো কৃষক যদি তার শস্যক্ষেত্রের ভালো পরিচর্যা না করে তবে বছর শেষে ভালো ফসল সে পাবে না। ঠিক তেমনি দুনিয়ার কাজ কর্মের প্রতিদান আখিরাতে দেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখিরাতে তিনি পুরস্কৃত হবেন আর খারাপ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবেন। কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাতের জীবনের এক একটি পর্যায়। ইসলামি

[৪] প্রবাদ

বিশ্বাস অনুসারে যে ব্যক্তি ঈমান আনে, সৎকর্ম করে সে আখিরাতে শান্তিময় জীবন লাভ করবে। কবর থেকে শুরু করে আখিরাতের প্রতিটি পর্যায়ে সুখ, শান্তি ও সফলতা লাভ করবে। অন্যদিকে দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অবাধ্য হবে, পাপাচার করবে সে আখিরাতের সকল পর্যায়ে কষ্ট ভোগ করবে। তার স্থান হবে জাহান্নাম। মানবজীবন গঠনের জন্য আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে তার ভুল ত্রুটি শুধরিয়ে নিয়ে সৎচরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে। আখিরাতে পুণ্যবানকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। জান্নাত চির শান্তির স্থান। জান্নাত লাভের আশা মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সৎকর্মশীল করে তোলে। মানুষ জান্নাত ও মহান আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্তির আশায় নেক আমল করে, ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়। কেননা আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সৎকর্ম ব্যতীত জান্নাত লাভ করা যায় না। ''নিশ্চই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। এটাই মহাসাফল্য।''[৫] এভাবে পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভের আশা মানুষকে সৎকর্মশীল হতে সাহায্য করে। জাহান্নাম অতি কষ্টের স্থান। এতে রয়েছে সাপ, বিচ্ছু ও আগুনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। দুনিয়ার জীবনের পাপী, অবাধ্য ও মন্দ আচরণের লোকদের পরকালে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন– ''অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস।''[৬]

জাহান্নামের শাস্তির ভয়ও মানুষকে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার আদেশ না মানা, পার্থিব লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে অন্যায় অনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে পড়া জাহান্নামীদের কাজ। জাহান্নামের ভয় মানুষকে এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকতে এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে শেখায়। আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে বড় বড় অন্যায় এবং অনৈতিক কাজের পাশাপাশি ছোটছোট পাপ ও অসৎ কাজ থেকেও বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– ''কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখবে।'[৭]

[৫] আল-কুরআন, সূরা আল-বরুজ: ১১
[৬] আল-কুরআন, সূরা-আন-নাযিআত: ৩৭-৩৯
[৭] আল-কুরআন, সূরা-আল-যিলযাল: ৭-৮

মহান আল্লাহ রব্বুল আল আমীন পরকালে মানুষের সামান্যতম ভালো বা মন্দ কাজ সবই প্রদর্শন করবেন। অতঃপর এগুলোর পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করবেন। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ছোট বড়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরণের অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

জীবন ও মৃত্যু একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। ইহজীবনের কাজের ফলাফল স্বরূপ পরজীবন পরিচালিত হবে। অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানবমনে জীবনের বিপরীত মৃত্যু সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ইসলাম ও জরথুস্ত্র দুটি ধর্মেই মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণা কর্মের প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম পরিচিতি, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলাম ধর্ম পরিচিতি, তৃতীয় অধ্যায় জরথুস্ত্র ধর্মের পরিচিতি, চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামে মরনোত্তর জীবন; স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে, পঞ্চম অধ্যায়ে জরথুস্ত্র ধর্মে জীবন: স্বরূপ ও প্রকৃতি, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ইসলাম ও জরথুস্ত্র ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবন: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং ৭ম অধ্যায় মানব জীবনে মৃত্যু পরবর্তী ভাবনার প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান মানুষকে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শিক্ষা দেয়, আর মৃত্যু চিন্তা মানুষকে খারাপ ও পঙ্কিল কাজ থেকে বিরত রাখে। সুন্দর ও মার্জিত জীবন যাপনে উদ্ধ করে। পৃথিবীর এই আলো বাতাসে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা অনন্ত কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং মৃত্যুর পর তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। আবার মৃত্যুর পরের জীবন অনন্ত অসীম। মানব হৃদয়ের একদিকে যেমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার ঠিক তেমনিই অনন্ত-অসীম জীবনের প্রবেশের একমাত্র দ্বার মৃত্যু। তাই মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে মানুষের যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। যাতে মানুষ পরকালীন জীবনের অনন্ত সাফল্য লাভ করতে পারে।

সমাজে নৈতিকতার চর্চা, ধর্ম কর্ম পরিপালন, মৃত্যু চিন্তা ইত্যাদি মানুষের পার্থিক জীবনকে সৎ পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে হতে পারে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালকে সামনে রেখে ইহজীবনের কাজ করে যাওয়া। তাহলেই মানব সমাজ থেকে সকল পাপাচার, অনাচার ও অশান্তি দূরভূত হয়ে প্রতিষ্টিত হবে সর্বজনীন শান্তি ও কল্যাণ। পৃথিবী হয়ে উঠবে সত্য ও সুন্দরের মহিমায় আলোকিত।

গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কুরানুল করীম

২. ইমাম বুখারী, মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *আল-জামউস সহীহ* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.)

৩. ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, আল-নিশাপুরী, *আস-সহীহ* (কায়রো: দারুলহাদীস, তা. বি.)

৪. ইমাম আন নাসায়ী, আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শোয়াইব, *আস-সুনান* (হালব: আল-মাতবুআত আল-ইসলামিয়া, ১৩৪৮ হিজরী)

৫. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ আছ সাস সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা; ঢাকা: বাংলাদেশে ইসলামিক সেন্টার, আগষ্ট-২০০৮; ৪র্থ খন্ড

৬. ইমাম আবু আবদুর রহমান আন-নাসাঈ, *সুনান আন-নাসাঈ*, অনুবাদ: আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা; ৩য় খন্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর-২০১৪

৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অনুবাদ: আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা; ২য় খন্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জানুয়ারি-২০০৯

৮. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, ৫ম খন্ড

৯. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ধর্মদর্শন*, কলিকাতা: ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ৩য় সংস্ককর, ১৯৮৯

১০. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নুরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ২০০২)

১১. ডি. মায়াল এডোয়ার্ড, *ধর্মদর্শন*, অনু. সুশীল কুমার চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জানুয়ারি ১৯৮৯

১২. ফ্রেডারিখ নীটশে, *'জরথুস্ত্র বললেন'*, মহীউদ্দীন অনূদিত, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, মে ২০০৯

১৩. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৭

১৪. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার, *সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীনও মধ্যযুগ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, জুন ২০১০

১৫. ড. এ.এম আমজাদ, *সভ্যতার ইতিহাস*, সাহিত্য বিলাস, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ড. মোঃ শাজাহান কবির, *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, ঢাকা: ইসলামপুর দিক দিগন্ত প্রকাশনী, ২০০৯

১৭. ড. মনিকুন্তলা হালদার দে, *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্স, ১৯৯৬

১৮. মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৯. ড. এফ.এম.এ. এইচ তাকী, *ধর্মের ইতিহাস*, রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্স, ২০১৮

২০. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আল-কুরআনের ভাষায় জান্নাতের ও জাহান্নামের রূপ*, আল-কুরআন পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০১৯

২১. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *বিশ্বধর্ম পরিচিতি ও পর্যলোচনা*

২২. মোঃ ইব্রাহীম খলিল ও রেজাউল করিম, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, (ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ), (ঢাকা, ৪২ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল - জুন ২০০৩)

২৩. মর্তুজা খালেদ, *জরথুস্ত্রবাদ ও প্রাচীন পারসিক ধর্ম: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, ২০. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা; জুন/ডিসেম্বর ২০০৪,

২৪. ড. মোঃ মাসুদ আলম, *দর্শন ও প্রগতি*, (জরথুস্ত্র ও তাঁর ধর্মতত্ত্ব: একটি সমীক্ষা), সম্পাদনা পরিষদ; ২৪ শ বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা: জুন-ডিসেম্বর, ২০০৭

২৫. A. S. Hornby: *Oxford Advanced Learnner's Dictionary of Current English*, edited by Sally Wehmder. (Oxford University Press, Sixth edition, 2000)

২৬. Azizun Nahar Islam: *The Nature of Self, Suffering and Salvation: With Special Reference to Buddhism and Islam*, Allahabad, 1987

২৭. A. C. Bouquet: *Comparative Religion: A Short Outline*, 7th ed. London, 1967

২৮. Bahm, Archie J: *The World's Living Religions*, New York, 1964

২৯. C. J. Decasse: *A Philosophical Study of Religion*

৩০. David Hume: *Dialogues and Natural Histry of Religion*, The United States: Oxford University Press, 1993

৩১. David Papenoe: *Religion, Society and the Individual: An Introduction to the Sociology of Religion*

৩২. E. O. James: *Comparative Religion: An Introductory and Historical Study*, London, 1961

৩৩. Eric, J. Sharpe: *Comparative Religion: A History,* 2nd ed., La Salle, 1986

৩৪. E. B. Taylor: *Primitive Culture.* - John Murray. 1871 3rd ed. 1991. 2 vols

৩৫. Geoffrey Parrinder: *Comparative Religion*, 2nd ed, Landon, 1977

৩৬. Gerorge Galloway: *The Philosophy of Religion,* T. and T.Clark 1914

৩৭. Hazrat Inayat Khan: *The Unity of Religions Ideals*, V.XI, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers PVT. Ltd., 1990

৩৮. Haridas Bhattacharyya: *The Foundations of Living Faiths*, Calcutta: Univeersity of Calcutta, 1938

৩৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Religion

৪০. https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism

৪১. https://www.quora.com/According-to-Zoroastrian-Mazdean-tradition-where-is-Lake-Kansaoya-Kansava Gray A Stiwell, The path of the soul According to the Mazdean Faith website

৪২. Henry Louich: Comparative Religion: Its Genersis and Growth

৪৩. Joseph Gaer: *How the Great Religions Began*, America: The Americean Laibreay, 1961

৪৪. John H. Hick: *Philosophy of Religion,*

৪৫. J/ Milton Yinger: *Religion, Society and the Individual: An Introduction to the Sociology of Religion*

৪৬. Joachim Wack: *The Comparative Study of Religion*

৪৭. J. Clayton Feaver: William Horosz, *Religion in Philosophical and Cultural Perspective: A New Approach to the Philosophy of Religion through cross Disciplinary Studies*

৪৮. K. N. Tiwapi: *Comparative Religion*, Delhi: Motilal Banarsidas Publishers Ltd., 1997

৪৯. Kenneth Cragg: *The Privilege of Man: A theme in Judaic,* Islam and Christianity, London, 1968

৫০. Louis Herbart Gray: *The Mythology of all Races*

৫১. M. J. Kister: *Society and Religion from Jahiliyya to Islam*

৫২. Noss, J. B.: *Man's Religions*, 1980. New York: Macmillan Publishing Compnay

৫৩. Prof. Joseph Mathew: *Contemporary Religions conversions*, Delhi: Authorspress, 2001

৫৪. Pr. Ahmad A.Golwash: *The Religion of Islam*

৫৫. Quora.com [Crnay A stilwell, PHD Hnmanities & Religion, state University, Florida]

৫৬. R. S. Srivastava: *Comparative Religion*, New Delhi: 1974

৫৭. Religion Wikipedia.org

৫৮. Sailendra Biswas: *Samsad English Bengali Dictionary*, Edited by sri Birendramohan Dasgupta (Calcutta: sahitya Samsad, 5th Edition, 32nd Impression, August- 1997)

৫৯. Shaikh Ghulam Maqsud Hilali: *Iron and Islam*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, August, 1989

৬০. Steven Katz (ed): *Mysticism and Religions Traditions,* Oxford, 1983

৬১. Shilachar Shastri: *Encyclopedia of Religion and Ethics: Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism and Christianity*

৬২. Thomas Patrick Hughes: *A Dictionary of Islam,* New Delhi: Cosmo Publications, 2004, V.2